উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৭১২.৫১ (+২৭০.০১)
নিফটি : ২৫,৫২২.৫০ (+৬১.২০)

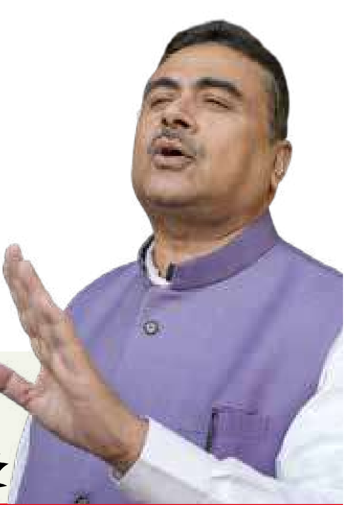

'অযোগ্য'দের হয়েই সওয়াল
'অযোগ্য'দের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। » ৫

আজ দেশব্যাপী ধর্মঘট
বুধবার ১০টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে দেশব্যাপী ধর্মঘটে দুর্ভোগের শিকার হতে পারে আমজনতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িত ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে শামিল হবেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৩°	২৫°
জলপাইগুড়ি	৩৩°	২৬°
কোচবিহার	৩৩°	২৬°
আলিপুরদুয়ার	৩৩°	২৫°

শুভেন্দুর মুখে এবার 'ভাইপো গ্যাং' » ৫

শিলিগুড়ি ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 9 July 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 52

এনআরসি জুজু

দিনহাটার উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে এনআরসি'র নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। আর তাতেই চরম ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক দিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের।

অসাংবিধানিক, পদ্মকে নিশানা মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গেও এনআরসি করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর অভিযোগ, অসম সরকারকে দিয়ে এই চেষ্টা হচ্ছে বাংলায়। যা তাঁর মতো 'অসাংবিধানিক আগ্রাসন'। কোচবিহার জেলার দিনহাটার এক বাসিন্দাকে অসম সরকার এনআরসি'র নোটিশ পাঠিয়েছে জানিয়ে ওই অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক্স হ্যান্ডেলে মঙ্গলবার তিনি একে 'পূর্বপরিকল্পিত ও বিপজ্জনক' মন্তব্য করে বলেন, 'আমি হতবাক ও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। এটা গণতন্ত্রের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ। অসমের বিজেপি সরকার কোনও সাংবিধানিক ক্ষমতা ছাড়াই বাংলায় এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে দিতে চাইছে বিজেপি সরকার। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।'

উত্তম কুমার ব্রজবাসী নামে দিনহাটার যে বাসিন্দাকে অসম সরকার নোটিশ পাঠিয়েছে, তিনি ৫০ বছর ধরে সেখানেই বসবাস করছেন বলে তাঁর দাবি। বৈধ পরিচয়পত্রও তাঁর আছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁকেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে অসমের ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মমতা। এর বিরোধিতায় সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই বিভাজনমূলক ও দমনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে বাংলা চুপ করে বসে থাকবে না। এর বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন করা হবে। কোনওভাবেই এই রাজ্যে এনআরসি কার্যকর করতে দেওয়া হবে না।' পরে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানান, এব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

বঙ্গ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য দাবি করছেন, রাজ্য সরকারের ভুলের জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর কথায়, 'অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলায় চলে আসা শরণার্থীরা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন। কিন্তু এই শরণার্থীদের সম্পর্কে কোনও তথ্য রাজ্য সরকার আগে দেয়নি। সেই কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।'

> প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখানো, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিশানা করার পরিকল্পিত নোংরা চক্রান্ত চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিটি বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

অসমে কয়েক বছর আগেই এনআরসি করা হয়েছে। যার জেরে অসমে কয়েক লক্ষ মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁরা সবাই অসমে বাস করতেন। কিন্তু সেই রাজ্যের

এরপর দশের পাতায়

অনুপ্রবেশের নোটিশে প্রশ্ন, চুপ ছিল পুলিশ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও প্রসেনজিৎ সাহা

শিলিগুড়ি ও দিনহাটা, ৮ জুলাই : নোটিশ মিলেছিল ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। আর হইচই শুরু হল ২০২৫ সালের জুলাইতে। দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাদিয়ালের কুঠি এলাকার বাসিন্দা উত্তম ব্রজবাসীকে পাঠানো অসম সরকারের ফরেনার্স ট্রাইবিউনালের

উত্তর মেলেনি

- ২০২৪-এর ৩০ নভেম্বর অনুপ্রবেশের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল উত্তমকে
- একই বছর ২৪ ডিসেম্বর কোচবিহারের পুলিশ সুপার নোটিশটি দিনহাটা থানায় পাঠান
- ডিসেম্বরেই নোটিশ হাতে পান উত্তম
- তৃণমূল পরিচালিত চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সব জানতেন
- কেন এতদিন পর বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হল তা রহস্যময়

নোটিশ নিয়ে ছ'মাসেরও বেশি সময় পর রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হওয়ায় নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের মাধ্যমেই উত্তমের বাড়িতে পৌঁছেছিল অনুপ্রবেশকারী সন্দেহের নোটিশ। অর্থাৎ পুলিশ সবই জানত। তাহলে কেন এতদিন ধরে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য।

উত্তমের কথা, 'আমি তো সবাইকে জানিয়েছিলাম। বিডিওর দপ্তরেও গিয়েছিলাম। তখন কেউ গুরুত্ব দেয়নি। সোমবার বিডিও সাহেব বাড়িতে তদন্তে গিয়েছিলেন। অনেক নেতারা যোগাযোগ করেছেন। আমি বিতর্ক চাই না। শুধু সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।'

তথ্য বলছে, ২০২৪-এর ৩০ নভেম্বর কাপরূপের ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল উত্তমকে। গুয়াহাটির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (সীমান্ত)-এর মাধ্যমে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। ওই বছরের ২৪ ডিসেম্বর কোচবিহারের পুলিশ সুপার দিনহাটা থানার আইসিকে নোটিশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (মেমো নম্বর-৬৪৭৭/ভি)। উত্তম জানিয়েছেন, ডিসেম্বর মাসে নোটিশ পাওয়ার পরই তিনি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান সহ অনেককেই নোটিশের বিষয়ে জানিয়েছিলেন। তবে কেউই পাত্তা দেয়নি। শেষে টাকাপয়সা জোগাড় করে আইনজীবী অপূর্ব সিনহার দ্বারস্থ হন তিনি। অপূর্ব জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই নিয়ম মেনে তিনি উত্তমের হয়ে অসমের ট্রাইবিউনালে আবেদন করেছেন। বেশ কিছু কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। ট্রাইবিউনাল থেকে ১৯৬৬ সালের নাগরিকত্বের নথি চাওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, '১৫ জুলাইয়ের মধ্যে নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। আমরা বাড়তি সময় চেয়ে আবেদন করেছিলাম। সেটা মানা হয়নি।'

এত কাণ্ড ঘটলেও তা রাজ্য প্রশাসন বা শাসকদলের নেতাদের কানে পৌঁছাল না কেন সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

এরপর দশের পাতায়

আমি তোমার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিতে পারি গোটা একটা যুগ... প্রখর রোদে ভুট্টা শুকোচ্ছেন স্বামী। ছাতা মাথায় অনন্ত অপেক্ষা স্ত্রীর। মঙ্গলবার ইসলামপুরের চোপড়াঝাড়ে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

গাড়ি চুরিচক্রে নাম প্রাক্তন নেত্রীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : গাড়ি ভাড়া নিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রে নাম জুড়ল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য পূজা কুজুরের। মেটেলির এই তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে ভুয়ো রাজনৈতিক পরিচয় দিয়ে যোগাযোগ করেছিলেন শিলিগুড়িতে গত বৃহস্পতিবার ধরা পড়া সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। গত দুই বছরে পূজার কাছে তিনি ২৬টি গাড়ি বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ। সেই হিসেবে ২ কোটি টাকাও নিয়েছেন তিনি। পূজা এদিন দাবি করেছেন, 'গাড়িগুলো একে একে মেটেলি থানার পুলিশের কাছে ফেরত দেওয়ার পর সোমনাথের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, সে আমাকে ২ কোটি টাকা ফিরিয়ে দেবে।' চুক্তি হিসেবে সেই টাকা না দেওয়ায় সোমনাথের কলকাতার বাড়িতেও গিয়েছিলেন পূজা। যদিও সেখান থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। গত বছর সোমনাথ সহ তাঁর তিন সঙ্গীর বিরুদ্ধে মেটেলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ওই প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য। অভিযুক্তদের মধ্যে শিলিগুড়ির মেডিকেল মোড়ের বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দেওয়া দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও অভিজিৎ পণ্ডিতও রয়েছেন।

চক্রের জাল

- সোমনাথের থেকে ২ কোটি টাকায় ২৬টি গাড়ি নিয়েছিলেন পূজা
- মেটেলি থানার পুলিশকে গাড়িগুলি ফেরত দিলেও সোমনাথ টাকা ফেরত দেয়নি
- সোমনাথ ও তার দুই শাগরেদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানান পূজা
- গাড়ি চুরি চক্রে সোমনাথ ছাড়াও এখনও পর্যন্ত তার চার শাগরেদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

সোমনাথের গ্রেপ্তার হওয়ায় প্রধাননগর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মেটেলি থানার পুলিশ। দীপঙ্কর ও অভিজিৎ অবশ্য পলাতক। তবে, সোমনাথের পর গত শনিবার ধরা পড়েছেন তাঁর তিন শাগরেদ নাগরাকাটার নীতেন প্রধান, রাজ নার্জিনারি ও বানারহাটের পাপ্পু ঝা। এঁদের কাছ থেকে ন'টি গাড়ি উদ্ধার হয়। সোমবার কামাত চ্যাংরাবান্ধার থেকে ধরা পড়েন সোমনাথের আরও এক শাগরেদ জাকির হোসেন। তাঁর কাছ থেকে ১০টি গাড়ি উদ্ধার হয়।

প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য পূজা মেটেলি থানার পুলিশকে জানিয়েছেন, স্থানীয় দুই বাসিন্দা সাইনামাজ মিয়াঁ ও বুদ্ধিমান প্রধান তাঁর সঙ্গে সোমনাথের যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁরাই প্রথম গাড়ি কেনার ব্যাপারে পূজাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, ফিন্যান্স কোম্পানি থেকে এনওসি দিলেই গাড়ি তাঁর নিজের নামে হয়ে যাবে। এজন্য অ্যাডভান্স দেওয়ার পর ছয় মাস সময় দিতে হবে। বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য দুটি গাড়ি দিয়েও দেন সোমনাথ। পরবর্তীতে সেই গাড়ির সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে ২৬ হয়ে যায়। এরমধ্যেই সাইনামাজ মিয়াঁ ও বুদ্ধিমান প্রধান জানান, গাড়ি ফেরত দিতে হবে। পূজা অভিযোগ করেছেন, 'এরপরই সোমনাথকে ফোন করলে সে জানায়, কাগজপত্র সম্পর্কিত কিছু ত্রুটি ছিল। চিন্তার কিছু নেই, সমস্তটাই সে মিটিয়ে দেবে।'

পূজার আইনজীবী রূপেশ ছেত্রী বলেন, 'আমার মক্কেলকে প্রতারিত করে এই গাড়িগুলি বিক্রি করা হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

শমীক-দিলীপ কাছাকাছি, দূরে রইলেন শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ জুলাই : ২১শে জুলাইয়ের জল্পনা আর নেই। দিলীপ ঘোষ আছেন বিজেপিতেই। বরং তিনি মঙ্গলবার দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দিলেন সল্টলেকের রাজ্য দপ্তরে গিয়ে। শুধু শমীক-দিলীপের এই ঘনিষ্ঠ ছবি থেকে শুভেন্দু অধিকারী রইলেন দূরে। এই অনুপস্থিতি বিজেপিতে গোষ্ঠীবাজি কিংবা দিলীপ-শুভেন্দুর শীতল সম্পর্কের প্রতিফলন বলে মনে করা যেতেই পারে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

স্বমেজাজে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির মন্তব্য সেই জল্পনাকে যেন উসকেই দিল। শমীকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দিলীপের মুখে শোনা গেল, 'বাজারে যাঁর দাম থাকে, তাঁর সেলের কথা ওঠে। যাঁদের দাম নেই, তাঁদের কিনবে কে! দিলীপ ঘোষের দাম আছে। দিলীপ ঘোষ সেলেবল নয়।' দলত্যাগ, তৃণমূল-যোগের জল্পনা উড়িয়ে দিলীপ যেন বুঝিয়ে দিলেন, বাংলায় তাঁর হাতে গড়া দলেই আছেন তিনি।

তাঁর কথায়, 'আবেগ দিয়ে পার্টিকে দাঁড় করিয়েছি। ঘাম-রক্ত দিয়েছি। সেই আবেগের আগুন বুকের মধ্যে আছে। যতই বৃষ্টি হোক, আবেগের আগুন নিভে যেতে দেব না।' এমনকি 'উনিশে হাফ, ছাব্বিশে সাফ' স্লোগান দিয়ে লক্ষ্যটাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন। দিলীপ এখন দলের কোনও পদে নেই। তা সত্ত্বেও তাঁর দিল্লি যাত্রার খবরে সেই লক্ষ্যটা আরও স্পষ্ট। দিলীপ জানিয়েছেন,

এরপর দশের পাতায়

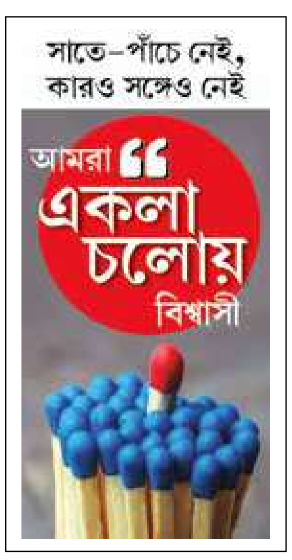

জুতোর জন্য ৬০০ টাকা দাবি স্কুলের

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ৮ জুলাই : জুতোর জন্য দিতে হবে ৬০০ টাকা। টাই, বেল্টের জন্য দিতে হবে আরও ১০০ টাকা। বিদ্যালয়ের তরফে ছাত্রছাত্রীদের কাছে জুতো-টাই-বেল্ট বাবদ ৭০০ টাকা চাওয়ায় ফুলবাড়ি হাইস্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের একাংশ বেঁকে বসল। মঙ্গলবার বিকেলের পর টাকা না দেওয়ার দাবিতে ওই পড়ুয়ারা স্কুলের ক্লাস শেষ হতেই বিদ্যালয়ের গেট বন্ধ করে দেয়। ঘটনার জেরে স্কুল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পড়ুয়াদের দাবি, তাঁদের অভিভাবকরা অধিকাংশই দিনমজুরের কাজ করেন। সেই কারণে আলাদা করে ৭০০ টাকা দেওয়া তাঁদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না। যদিও পড়ুয়াদের পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে নিয়ে আসতেই জুতো-টাই-বেল্ট চালু করার ভাবনা বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

জলপাইগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে অবশ্য বলেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের ভালোর জন্য এটা করতে পারে। তবে, অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া জরুরি। আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

ফুলবাড়ি হাইস্কুলে বর্তমানে প্রায় ১৭০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বিদ্যালয়ে নতুন করে স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস শুরু হয়েছে। হস্টেল তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির কলা বিভাগের ছাত্র তানভির রহমান বলে,

এরপর দশের পাতায়

বিপদ জেনেও নদীতে ফুর্তি

গুলমায় সেই বিপর্যয়ের মুহূর্ত। নদীতে ভাসছে গাড়ি।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : ক্ষণিকের আনন্দ নিতে গিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছেন শহরবাসীর একাংশ। পাহাড়ি নদীতে নেমে চলছে স্নান, হইহুল্লোড় এমনকি মদ্যপানও। ফলে যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকছে। যেমনটা ঘটেছে রবিবার বিকেলে গুলমায়। কেরামতি দেখাতে গিয়ে পরিবার নিয়ে চারচাকার গাড়ি নদীতে নামিয়ে দিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। হঠাৎ মহানদীর জল বেড়ে যাওয়ায় গাড়িটি জলের মধ্যে ভাসতে থাকে। সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা দেখে অনেকেই মন্তব্য করছে, 'এগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয়।'

দুর্গাপুজোর বিসর্জনের রাতে মাল নদীর হড়পায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৮ জন। এর আগে নাগরাকাটায় গাঠিয়া নদীতে স্নান করতে নেমে চরম বিপদে পড়েছিল এক পরিবার। পাহাড়ি নদী কিংবা ঝোরায় এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে বর্ষাকালে। কিন্তু তবুও একশ্রেণির মানুষ যে সচেতন হন না, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ রবিবারের ঘটনা।

মঙ্গলবার গুলমায় গিয়ে দেখা গেল, নদীর মাঝে সেলফি নিচ্ছেন কয়েকজন তরুণ-তরুণী। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে জলধারা। দূরে আরও বেশ কয়েকজন। মুহূর্তের মধ্যে যে সেখানে হড়পা আসতে পারে, সেই ধ্যানজ্ঞানই নেই তাঁদের। বাঁধের ওপর ঝালমুড়ি বিক্রি করছিলেন এক ব্যক্তি। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'আজ তো কিছুই না। রবিবার আসবেন একবার। দেখবেন কত লোক নদীতে নামে। আমরাও মানা করি। কিন্তু কে শোনে কার কথা!'

সাবধান সবাই করতে পারে, কিন্তু নজরদারি কোথায়? সেটা তো করার কথা প্রশাসনের। যদিও সেই মানা করার লোক খুঁজে পাওয়া গেল না গোটা চত্বরজুড়ে। অগত্যা নদীর বুকে নেমে চলল দেদার সেলফি। শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, 'আমরা প্রচার চালাচ্ছি। বন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হবে।

এরপর দশের পাতায়

এক কেজি মাটির দাম অন্তত দেড় লাখ

লাখ টাকার মাটির কথা শুনেছেন কখনও? উত্তর নির্ঘাত না। কিন্তু বাস্তবের মাটিতেই নাকি কেজি প্রতি দাম মিলছে দেড় লাখ টাকা। সোনার মতো দামি এই মাটি অনুখাদ্য হিসেবে কাজে আসছে ফল ও চা চাষে।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ জুলাই : ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই অমোঘ উক্তি 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' এখানে আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ায় রাজ্য সরকারের ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে তৈরি হওয়া বিশেষ মাটি কিনতে ক্রেতাদের খরচ হয় দেড় লক্ষ টাকারও বেশি। সংস্থার গবেষণাগারে তৈরি হচ্ছে এই দুর্মূল্য মাটি। গাছের অনুখাদ্য বা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ হরমোন রয়েছে এই মাটিতে। দার্জিলিং পাহাড় থেকে সমতলেও উন্নত দামি চা উৎপাদনের জন্য এই মাটির চাহিদা এককথায় আকাশছোঁয়া। অথচ, বিপুল বাজার ও তৈরির প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকলেও শুধু সরকারি উদ্যোগের অভাবে এমন মাটির উৎপাদন বাড়ানো যাচ্ছে না এখানকার গবেষণাগারে।

কীভাবে তৈরি হয় এই মাটি? চিনির কলে আখ নিংড়ে রস বের করার পর আখের ছিবড়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে চিনির কলের যে জায়গায় আখের ছিবড়ে ফেলা হয় সেখানকার মাটি সংগ্রহ করে আনা হয় ফাইটো কমপ্লেক্সে। ফাইটো কমপ্লেক্সের গবেষণাগারের বিশেষজ্ঞ সুভাষ ভৌমিক জানান, চিনি কলের থেকে মাটি এনে তাকে গবেষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ায় জারিত করে ট্রায়াকনটানল তৈরি করা হয়। এটি গাছের অনুখাদ্য বা গাছের বৃদ্ধির হরমোন বলা যেতে পারে। এই মাটি পরে জলে গুলে গাছে স্প্রে করলে গাছের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আখের ছিবড়ের নির্যাস মিশ্রিত মাটি থেকে তৈরি করা এই অনুখাদ্য গাছের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দুর্মূল্য জৈব হরমোন। এক কেজি এই ট্রায়াকনটানল বা এই মাটির দাম দেড় লক্ষ টাকারও বেশি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

১০ থেকে ১৫ লিটার জলে ৫০ গ্রাম এই মাটি মিশিয়ে ১ বিঘা জমিতে তিনবার স্প্রে করা যেতে পারে। কৃষি, ফল চাষ ও চা গাছের জন্য এই অনুখাদ্য খুবই প্রয়োজনীয়। আগে বোলপুর ও আহমদপুরের সরকারি চিনি কল থেকে মাটি আনা হত এখানে। এখন এই চিনি কলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের চিনি কল থেকে মাটি আনতে হচ্ছে। এই মাটি খুব বেশি পাওয়া যায় না। ভিনরাজ্য থেকে মাটি আনার জন্য ট্রায়াকনটানলের দাম আরও বেড়ে যাচ্ছে।

দার্জিলিং পাহাড়ের অত্যন্ত উন্নতমানের চা তৈরি করে এমন কয়েকটি চা বাগান গাছের অনুখাদ্য হিসাবে এই মাটি কিনে থাকে। কিন্তু উৎপাদন খুব কম হওয়ায় চাহিদানুযায়ী তাঁরা মাটি পান না বলে আক্ষেপ করেছেন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক সুমিত ঘোষ। উত্তরবঙ্গের সমতলেও অনেক বড় চা বাগান এই অনুখাদ্য কিনতে চাইছে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন,

এরপর দশের পাতায়

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

টেন্ডার নোটিশ

ডিজিটাল ডেটা সংরক্ষণের জন্য একটি ব্যাপক সমাধান সঙ্গে ব্যবহারকারী বান্ধব ডিজিটাল রিপোজিটারি এবং ওয়েব কাম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আরএফপি (প্রস্তাবের অনুরোধ) সঙ্গে এই কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কাজের সুযোগ।
টেন্ডারের নথিপত্রগুলি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সরকারি ওয়েবসাইট- indiaculture.gov.in-এ এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল :- eprocure.gov.in/eprocure/app থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৮ শে জুলাই ২০২৫।
cbc 09101/11/0009/2526.

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩৮ অব ২০২৫, তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ০২

প্রশাসনিক কারণে এনআইটি-এর অধীনে উপরে উল্লিখিত টেন্ডার নং. ১, ২ এবং ৩-এর **বন্ধ এবং খোলার** সংশোধিত তারিখ অনুগ্রহ করে পড়ুন। বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলঃ

বিদ্যমান তারিখ ও সময়		সংশোধিত তারিখ ও সময়	
টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়	টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়
০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়	০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়	১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়	১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়

উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Age/Date of Birth	Sex	Details (Height Weight and Complexion)	Photo
Unknown Male Child	Aged 15 days (approx) (Date of Birth- 22/06/2025)	Male	Height : 40 CM Weight : 2.020 KG Complexion : Fair Eye Colour : Black Hair Colour : Black	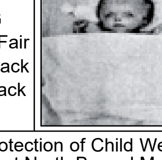
Unknown Female Child	Aged 02 months 20 days (approx) (Date of Birth- 17/04/2025)	Female	Height : 57 CM Weight : 2.8 KG Complexion : Fair Eye Colour : Black Hair Colour : Black	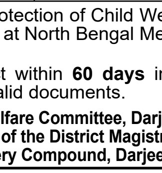

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Darjeeling (Addl. Charge Siliguri) at North Bengal Medical College & Hospital, SIliguri.
Any legal claimant of the child may contact within **60 days** in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling

Child Welfare Committee, Darjeeling
Office of the District Magistrate
Kutchery Compound, Darjeeling

কৃত্রিম পায়ে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : ২০১২ সালের পথ দুর্ঘটনার পর ভুল চিকিৎসায় ডান পা বাদ গিয়েছিল রাকেশ বণিকের। তবে হাল ছাড়েননি। একটা পা নেই তো কী হয়েছে, রাকেশ ভেবে নিয়েছিলেন সাইকেল চালানো ছাড়বেন না। তারপর ভরসা মনের জোর, আর অনুশীলন। শুরু করলেন সাইকেল চালানো। আর এই ২০২৫ সালে

> অনেকরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রত্যেক দেশের আদবকায়দা থেকে শুরু করে সবকিছুই আলাদা।
>
> **রাকেশ বণিক**

রাকেশ অসম সহ ভারতের পর্যটনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সোমবার এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। সেখানেই জানালেন, তাঁর নাছোড়বান্দা মনোভাবের কথা।

অসমের নগাঁও জেলার বাসিন্দা রাকেশ এখন প্যারাসাইক্লিংয়ে দক্ষ। ২০২৫ সালের ২৫ এপ্রিল রাশিয়ার মস্কো থেকে অসমের গুয়াহাটি পর্যন্ত যাত্রা শুরু করেন। রাশিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস রাকেশের যাত্রার সূচনা করেছিল। মঙ্গলবার সকালে আলিপুরদুয়ার থেকে সাইকেল নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। আগামী ১৩ জুলাই গুয়াহাটি পৌঁছাবেন। তাঁর এই দীর্ঘ সফরকে আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা সাধুবাদ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপালে দেশের পর্যটনের প্রসারে প্রচার করেছেন। কৃত্রিম পা নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়েছেন।

রাকেশের কথায়, 'অনেকরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রত্যেক দেশের আদবকায়দা থেকে শুরু করে সবকিছুই আলাদা।' আলিপুরদুয়ারের সাইক্লিস্ট কিংকর দাস রাকেশের এই সাহসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। শারীরিক বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই মনের জোর শিক্ষণীয়, বলছেন কিংকর।

PUBLIC NOTICE

Nalice to all concerned that my client proposed to purchase the land measuring 67 Decimals, R.S. Khatian Nos. 2/6, 2/56, 2/50 & 18 corresponding to L.R. Khatian Nos. 425, 426, 333, 501, R.S & L.R. Plot Nos. 1116, 1117, 1118, 1119. 1120 1121, within Mouza Badlagachh, J.L. No. 25, Sheet No. 2, P.S. Raiganj, Dist. Jalpaiguri from 1) Sri Onkar Singh, S/0. Harbhajan Singh, 2)Sri Rahul Kumar Agarwal S/O. Late Kishan Agarwal, 3) Smt. Nimmi Nothay, D/O. Omkar Sngh. Any person having interest or claim in respect of said land may contact with the undersigned within 7(Seven) days from the date of publication of this notice, failing which no claim shall be entertained.
(ARUNAVA DEWANJEE) Advocate, Siliguri, Mobile No. 9832072185 & 8617622827

ফর্ম নং ৩
[নিয়ম-১৩(১)(এ) অনুসারে)]
ডেবটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
তৃতীয় তল, সিকিম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং: ওএ/৭৯/২০২৪
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) তৎসহ ডেবটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ)-এর নিরিখে সমন।
ইএক্সএইচ নং: ১১৮৩
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
- বনাম -
ক্রস্ট গ্লোবাল অ্যাগ্রো ফুড বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible]

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বালুরঘাট • ফাঁসিদেওয়া • দিনহাটা • সিতাই • বানারহাট এলাকায় সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, ২০২৫

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
INVITATION OF TENDERS FOR PROCUREMENT OF 20 X COMPUTERS (DESKTOP PC) WITH ACCESSORIES

1. Quotation/tenders are invited for procurement of 20 x Computers as per the specification given below (Vendors/Dealers are requested to quote the exact specification being offered by them). Request super scribe the above mentioned Title, RFP number and date of opening of the tender on the sealed cover to avoid the Tender being declared invalid.

Ser	Nomenclature	Specification
(1)	Desktop (PC)	OS- Licensed version of Windows 10 or above. Browser Latest Microsoft Edge/ Google Chrome/ Mozilla Firefox with Java Script. CPU- Intel Core i5 (10th generation or newer) or equivalent. RAM-8GB. Storage- 512 GB Internal Solid-State Drive (SSD) or 1 TB internal SSD having at least 50 GB free storage. **Display**-15-18" LCD Monitor. Other- Webcam. **Wired Mouse**– Elegant Ergonomic Design, 1600 DPI Optical Tracking, USB Plug. **Keyboard** – MK120 Wired USB Keyboard Full-Size Keyboard, USB Plug-and-Play, Compatible for PC.

2. The Request for Proposal (RFP) of the above requirement is available in the School website www.apssukna.com.
3. Eligible criteria and documents required to be submitted along with tender are enumerated in succeeding Paras.
4. Reputed/Authorized Vendors/Dealers are eligible and can submit the bids/tender duly filled in details along with the following documents:-
(a) Tender on firm's letter pad. (b) **EMD– Rs 58,500/-** (DD/At par cheque in favour of Army Public School, Sukna). (c) **Tender Fee – Rs 200/-** (Non refundable) DD/At par cheque in favour of Army Public School, should be submitted along with the Technical Bid.
(d) Copy of GST Registration Number. (e) IT Returns of last two Years.
5. Vendor not in possession of the above documents shall be disqualified and his tender will not be accepted. Tenders not accompanied by requisite value **DD/At par cheque towards EMD** and **Cost of Tender** and other documents shall be rejected.
6. Please note that subletting of supply will not be permitted.
7. Right is reserved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason. In case any dispute arises, the decision of SAMC will be final and binding, with no forum of appeal whatsoever.
8. Time of Completion after placement for Supply Order : **45 days**.
9. The sealed Tender should be deposited on or before 1200 hrs on **24 Jul 2025** at Army Public School, Sukna.
10. Date and place of Opening of Tender is as follows:- (a) Date: **25 Jul 2025 at 1200 hrs at APS Sukna.**

Dated : 08 Jul 2025

Sd/x x x x x x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এনবি২৫৫৫৩৯, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। আইটেমের বিবরণঃ সিস্টেমের ডিজি সেট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এয়ার সার্কিট ব্রেকার (এসিবি), ভোল্টেজ-৭৫০ভি, ক্যাপাসিটি-৮০০এএমপি, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি- ৫০কেএ, ফ্রিকোয়েন্সি- ৫০এইচজেড, ৩ পোল এমএফ (ইনবিল্ট ইউভি প্রোটেকশনসহ, থার্মাল, ম্যাগনেটিক [illegible]

[illegible]

প্রেরক- এসএসই/এসি(পিওএইচ)/এনবিকিউ, এনএফআর (অসম)। পরিমাণঃ ১৪ টি, বায়নার ধনঃ ৪,৩৮,২৬০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য https://ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৯ তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/শিলিগুড়ি অংশন [illegible]

[illegible]

www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৩০; তারিখ: ০৪-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে সিনিয়র ডিএসটিই/কাটিহারের অধীনে [illegible]

[illegible]

www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৮২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৮৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩ [illegible]
মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশনে রিলায়েন্স [illegible] স্থাপন ও পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিনিয়র [illegible] রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা [illegible]

[illegible]

কিয়স্ক এবং স্যালন কিয়স্ক স্থাপন ও পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-অকশন। এসাইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এএ/১: এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১; ভাগলপুর; এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসএস-৩৩-২৫-১; ভাগলপুর; সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। MLDT-109/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

শিলিগুড়িবাসীদের জন্য বাড়ি/অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। Mb -9733170439. (K)

•

Sitalkuchi College, Required project staff for ICSSR sponsored MRP. Visit : sitalkuchicollege.ac.in (B/S)

হোম ডেলিভারি

বাঙালি ঘরোয়া রান্না হোম ডেলিভারি করা হয়। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন - 9832023122. (C/117280)

দরিদ্র মেধাবী ছাত্র, ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য আবেদন

আবেদনকারীকে অবশ্যই পাঠরত/পাঠরতা হতে হবে। ১. নদীপার এনসি হাইস্কুলে, বালুরঘাট খাদিমপুর হাইস্কুলে এবং খাদিমপুর গার্লস হাইস্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত (আবাসিকদের জন্য)। ২. বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে এবং বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি এবং অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স। ৩. পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্বীকৃত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, ইংরেজি এবং অর্থনীতি বিষয়ে এমএসসি (আবাসিকদের জন্য)। ৪. পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্বীকৃতি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পাঠরত ছাত্র/ছাত্রী (আবাসিকদের জন্য)। অসংরক্ষিত দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্র, ছাত্রীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এছাড়া মাধ্যমিকে ৮৫ % নম্বর পাওয়া ছাত্র/ছাত্রী বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলে বাৎসরিক ৩৬০০/- টাকা বৃত্তি পাবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে নিজের ব্যাংক পাস বই-এর ফোটোকপি, অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফসি কোড, ও ফোন নম্বর জমা দিতে হবে। তমাল চক্রবর্তী, সম্পাদক, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র সাহায্য তহবিল। ঠিকানা :- নদীপার এনসি হাইস্কুল, পোঃ চকভৃগু, থানা- বালুরঘাট জিলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১০২, daridramedhabi@gmail.com(C/117326)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ 'Rabindranath Thakur Teachers Training Institute'-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্স স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ-9832632235. (C/116651)

বিক্রয়

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে ১ নং ও ৫ নং ওয়ার্ডের ক্যাডার স্কুলের পিছনে, হসপিটাল রোড থেকে কালিপাড়া পর্যন্ত ১০ ফুটের রাস্তার ধারে জমি ও একটি অর্ধনির্মিত বাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : 9163949560. (C/117316)

ধর্মান্তর

আমি, বীনা রায়, পিতা-কৃষ্ণলাল রায়, সাকিন-ও ডাকঘর-ছিট বড়লাউকুঠি, থানা- বক্সিরহাট, জেলা - কোচবিহার, তুফানগঞ্জ নোটারি সমীপে অ্যাফিডেভিট করিয়া নিজ ইচ্ছায় হিন্দু হইতে মুসলমান হিসাবে ধর্মান্তরিত হইয়াছি এবং আমার নাম পরিবর্তন করিয়া রুহি খাতুন হইয়াছি। অতঃপর আমার নাম রুহি খাতুন হিসাবে সর্বদা ব্যবহার করিব। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

I,Nilima Ghosh, mother of Yashvir Sanghai (Agarwal), in his birth certificate my name is written as 'Nilima Sanghai! I have done affidavit before the Ld, Judicial Magistrate, 1st class 44 court at Siliguri, on date 23/06/25 I am declaring that I, Nilima Ghosh and Nilima Sanghai is one and same identical person. (C/117325)
For Malda Edition

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

বলো দুগ্গা মাঈকী... বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ আমাদের সংসার, দুপুর ১.০০ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাঈকী, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, ১.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার-২
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ সংগ্রাম, বিকেল ৩.৫৫ লাঠি, সন্ধে ৭.০০ মেজদিদি, রাত ১০.০০ বলো না তুমি আমার
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ সত্যম শিবম সুন্দরম, বেলা ১১.০০ মাটির মানুষ, বিকেল ৪.০০ সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ১০.৩০ পূজা, ১.১৫ এফআইআর নং ৩৩৯/০৭/০৬
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ন হন্যতে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাখে হরি মারে কে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ ৭৭৭ চার্লি, বিকেল ৩.০০ হঙ্গামা, বিকেল ৫.০০ হম্পটি শর্মা কি দুলহনিয়া, রাত ৮.০০ জোম্বি রেড্ডি, ১০.৩০ পাওয়ার আনলিমিটেড
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৪৬ ড্রিম গার্ল, ২.৫৭ খট্টা মিঠা, বিকেল ৫.৫৩ ওম ভীম বুশ, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.১২ সাহো
জি সিনেমা এইচডি : সকাল ৯.০১ জানোয়ার, দুপুর ১২.৩৫ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.৫৬ রিয়েল টেভর, রাত ১০.৫৫ শূরবীর

আফ্রিকাজ ডেডলিয়েস্ট রাত ১০.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

ডেস্ট্রাকশন ডিকোডেড রাত ১১.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০৭ রক অন-টু, দুপুর ১.৩৮ দোনো, বিকেল ৪.১৬ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস, ১১.১৪ হোটেল মজনু
রমেডি নাউ : দুপুর ২.৪৩ মাই সুপার এক্স গার্লফ্রেন্ড, বিকেল ৫.৪৫ দ্য রিরাইট, রাত ৯.০০ হোয়াটস ইয়োর নাম্বার? ১০.৩৮ মার্মাডিউক

খট্টা মিঠা দুপুর ২.৫৭ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করার কারণ নেই। নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি হবেন। **বৃষ :** সন্তানের কোনও ভালো খবরে বাড়িতে আনন্দ। সামান্য কারণে সংসারে অশান্তি হলেও সন্ধের পর মিটে যাবে। **মিথুন** : বেশি কথা বলে সমস্যায়। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। **কর্কট** : তৃতীয় ব্যক্তির প্ররোচনায় প্রেমে অশান্তি। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কেটে যাবে। **সিংহ :** ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের অবসান। আটকে থাকা পাওনা আদায় হবে। **কন্যা** : আর্থিক সমস্যা চলবে। কোনও কারণে মানসিক অস্থিরতায় সমস্যা বাড়বে। **তুলা :** বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে পরে অনুশোচনা। সাবধানে চলাফেরা করুন। **বৃশ্চিক :** অকারণে বেশি কথা নয়। পুরোনো কোনও সমস্যা ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণে আনন্দ। **ধনু :** বিদেশে বাসরত স্বজনের জন্যে দুশ্চিন্তা। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। **মকর** : দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ। খাওয়াদাওয়ার দিকে লক্ষ রাখুন। মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তামুক্ত। **কুম্ভ :** ব্যবসায় সামান্য মন্দা নামতে পারে। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসায় স্বস্তি। **মীন :** অকারণে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। প্রেমে মান-অভিমান চলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ আষাঢ়, ৯ জুলাই, ২০২৫, ২৪ আহার, সংবৎ ১৪ আষাঢ় সুদি, ১৩ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। বুধবার, চতুর্দশী রাত্রি ১।২১। মূলানক্ষত্র অহোরাত্র। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১১।২৭। গরকরণ দিবা ১২।৪৬ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।২১ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১।২১ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি- ৮।২২ গতে ১০।২ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।২২ গতে ৩।৪২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

অনুমতি চেয়ে সার্কিট বেঞ্চে যুব মোর্চা

উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশের 'না'

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : বিজেপি যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযানের অনুমতি দিল না শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। কর্তাদের যুক্তি, তৃণমূল কংগ্রেসের ২১শে জুলাই কর্মসূচিতে পুলিশ ব্যস্ত থাকবে। এছাড়া ওই রুটে একাধিক নার্সিংহোম রয়েছে। সেকারণে অভিযানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এদিকে, অনুমতি পেতে মঙ্গলবার বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির তরফে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উত্তরকন্যা অভিযান সফল করতে মণ্ডলে মণ্ডলে প্রচার শুরু করেছে যুব মোর্চা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১ লক্ষ লোক অভিযানে অংশ নেবেন বলে দাবি সংগঠনের নেতাদের। বিজেপি যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাসের বক্তব্য, '২১শে জুলাই তৃণমূলের কর্মসূচিতে পাহারা দিতে পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। তাই আমাদের কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যাবে না বলে কমিশনার জানিয়েছেন। আমরা আদালতে পালটা মামলা করেছি।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'অভিযান আমরা করবই। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।' এবিষয়ে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (জোন-১) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'ওই দিন কোনওভাবেই মিছিল, জমায়েতের অনুমতি দেওয়া হবে না।'

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলায় অবনতির অভিযোগ তুলে ২১শে জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে যুব মোর্চা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী খোদ এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। সেই মোতাবেক যুব মোর্চার রাজ্য দপ্তর থেকে পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি দিয়ে নৌকাঘাট থেকে উত্তরকন্যা পর্যন্ত মিছিল এবং সভার অনুমতি চাওয়া হয়। অন্যদিকে গাড়ির ব্যবস্থা, লোক জোগাড়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় শিলিগুড়ির নেতাদের। কিন্তু পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর কর্মসূচির অনুমতি দেননি।

যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতিকে কমিশনার যে চিঠি দিয়েছেন তাতে লেখা রয়েছে, '২১শে জুলাই কলকাতায় একটি সমাবেশ রয়েছে। সেখানে উত্তরবঙ্গ থেকে অনেকে যাবেন। শিলিগুড়ি মূলত কলকাতায় যাওয়ার প্রধান রুট। তাই বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করতে হবে। সেই কারণে ওই দিন অন্য কোনও কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যাবে না।' এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকায় একাধিক নার্সিংহোম এবং একই পথে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশের অনুমতি না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে যুব মোর্চা। এবিষয়ে বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'উত্তরকন্যা অভিযান হবেই।' তাঁর কটাক্ষ, 'এখানে বিরোধীদের কর্মসূচিতে অনুমতি দেয় না পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকদের মেরুদণ্ড তো কালীঘাট এবং ক্যামাক স্ট্রিটে জমা রয়েছে।'

বিধায়ক এমন বললেও মেয়র গৌতম দেব অবশ্য পুলিশের হয়ে ব্যাট ধরেছেন। তাঁর কথায়, 'যে কোনও কর্মসূচিতে অনুমতি দেওয়ার আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। এখানে সেটি দেখেই পুলিশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা প্রতি বছর কলকাতার পাশাপাশি জেলায় জেলায় ২১শে জুলাই স্মরণ করি। ওরা বেছে বেছে সেদিনই আন্দোলন করতে চাইছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক।'

সরগরম

- আইনশৃঙ্খলায় অবনতির অভিযোগ তুলে ২১শে জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে যুব মোর্চা
- বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী খোদ এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন
- যুব মোর্চার তরফে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়ে মিছিলের অনুমতি চাওয়া হয়
- কিন্তু পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর কর্মসূচির অনুমতি দেননি
- অনুমতি পেতে যুব মোর্চা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছে

ডেপুটির বিপরীত অবস্থানে গৌতম

কমিশনারের পাশে বসে পুলিশের প্রশংসা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, এটিএম লুটের মতো ঘটনা অহরহ ঘটছে শিলিগুড়িতে। এ শহর যেন ক্রমে অপরাধনগরী হয়ে উঠছে। রবিবার বিকেলে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এক তরুণীর ব্যাগ ছিনতাই হয়। আর এরপরই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এমনকি পুলিশ দ্রুত ওই ঘটনার কিনারা করতে না পারলে থানায় অবস্থানে বসারও হুমকি দিয়েছিলেন তিনি।

যদিও মঙ্গলবার উলটো সুরই শোনা গেল মেয়র গৌতম দেবের গলায়। এদিন এয়ারভিউ মোড়ে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তিনি। মেয়র বলেন, 'রাতের শহর মূলত সিগন্যালের উপর চলে। তখন শহর কিছুটা এলোমেলো হয়ে যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের ভূমিকা ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। রোদ-বৃষ্টিতে ওঁরা কাজ করে চলেছেন। যা পুরোপুরি থ্যাংকলেস জব।' অনুষ্ঠান শেষে ডেপুটির অবস্থানে বসার হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে গৌতম অবশ্য এড়িয়ে যান। তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'এ ব্যাপারে কিছু বলব না।'

বিরোধী দলগুলি বেশ কিছুদিন ধরে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। তাদের অভিযোগ, শহরের 'অবৈধ' লজ, বিভিন্ন হোটেলে কারা ঘাঁটি গাড়ছে, সে খবর রাখে না পুলিশ। এ প্রসঙ্গে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেছেন, 'লজ, হোটেলগুলোতে নজর রাখা হচ্ছে। হোমস্টেতে যাঁরা থাকছেন, তাঁদের আধার কার্ড সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় জমা দিতে হবে। একাজ করতে হবে হোমস্টের মালিকদের।' চুরি, ছিনতাইয়ের প্রসঙ্গে কমিশনারের সাফাই, 'আমরা ইতিমধ্যে গুয়াহাটি থেকে আসা ছিনতাইচক্রকে পাকড়াও করেছি। সোনা লুটের ঘটনায় বিহারের একটি চক্রকেও পাকড়াও করা হয়েছে।'

এদিকে, ডেপুটি মেয়র পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর এদিন কমিশনারের সঙ্গে এক মঞ্চে বসে গৌতম কী বার্তা দেন সেদিকে নজর ছিল রাজনৈতিক মহলের। তবে মেয়র বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা পুলিশের পাশেই আছেন। বেপরোয়া গতিতে বাইক চালানোর প্রসঙ্গে মেয়রের মন্তব্য, 'আমি দেখেছি, অনেকে এক হাতে বাইক চালান। আরেক হাতে ফোন। হেলমেট না পরাটা তো অনেকে হিরোইজম মনে করেন। জীবনের গুরুত্ব সবাইকে বুঝতে হবে। পড়ুয়াদেরও বলব, অভিভাবকদের ট্রাফিক আইন ভাঙতে দেখলে তোমরা শুধরে দিও।'

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ অনুষ্ঠানে মেয়র, পুলিশ কমিশনার সহ অন্যরা।

উলটো সুর

- রবিবার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তরুণীর ব্যাগ ছিনতাই হয়
- আর এরপরই পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ডেপুটি মেয়র
- থানায় অবস্থানে বসারও হুমকি দিয়েছিলেন তিনি
- মঙ্গলবারে উলটো সুর শোনা গেল মেয়রের গলায়
- 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' অনুষ্ঠানে পুলিশের প্রশংসা

র‍্যালির পাশাপাশি গাড়িতে সচেতনতামূলক স্টিকার সাঁটা হয় এদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পড়ুয়াদের উদ্দেশে কমিশনার বলেন, 'আমরা চাই, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে তোমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো। আমরা তোমাদের পুরস্কৃত করব।'

নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের বুক চিরে...

ছুটছে ট্রেন। বালুরঘাটের বসন্তহারে। মঙ্গলবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

পুলিশের শর্ট ফিল্ম

নকশালবাড়ি ও ইসলামপুর, ৮ জুলাই : পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে সাড়ে সাত মিনিটের স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তৈরি করেছে নকশালবাড়ির ট্রাফিক পুলিশ। যার মূল বার্তা, 'গাড়ি চালানোর সময় বিরতি নিন, বিপদ এড়ান।' এই চলচ্চিত্রে এক পিকআপ ভ্যানচালক ও তাঁর সহকর্মীর গল্প তুলে ধরা হয়েছে। সারারাত গাড়ি চালানোর পর কীভাবে গাড়ির চালক ক্লান্তির কারণে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন, তা তুলে ধরা হয়েছে চলচ্চিত্রে। অভিনয় করেছেন সিভিক ভলান্টিয়ার, হোমগার্ড এবং ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। শর্ট ফিল্মটি ইতিমধ্যে দার্জিলিং জেলা পুলিশের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে। চলচ্চিত্রটিতে চালকদের টানা পাঁচ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার এবং সারাদিনে আট ঘণ্টার বেশি গাড়ি না চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে পুলিশের তরফে মঙ্গলবার ইসলামপুর পুর টার্মিনাসে পথনাটিকা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। ইসলামপুর থানা থেকে শুরু করে, শহর ঘুরে পুর টার্মিনাসে পৌঁছে সেটি শেষ হয়। মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা প্রমুখ ওই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন। ইসলামপুরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা এইদিনের অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন। পরে চোখ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।

মাদক সহ গ্রেপ্তার

খড়িবাড়ি, ৮ জুলাই : পানিট্যাঙ্কিতে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার এক মাদক কারবারি। ধৃতের নাম বাপি বর্মন। তিনি পানিট্যাঙ্কি গণ্ডগোলজোতের বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে ১৫৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

খড়িবাড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পানিট্যাঙ্কির দুধগেট এলাকায় শিলিগুড়ি-গলগলিয়া ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বাইকচালক বাপিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার। এরপর তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, হাতবদলের আগে মাদক সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

দ্বিতীয় বিকল্প সড়কের প্রস্তাব

ঘুম-দার্জিলিং রোপওয়ের প্রস্তাব বিস্টের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : লেবং, দবাইপানি, তিস্তাবাজার হয়ে দার্জিলিং যাতায়াতের বিকল্প সড়ক তৈরির সমীক্ষা ইতিমধ্যেই শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক। এবার দ্বিতীয় বিকল্প সড়ক তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে দেখা করে সাংসদ বলেছেন, দুধিয়া, বালাসন, ধোতরে, ঘুম হয়ে আরও একটি বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরি করা হোক। তাহলে একদিকে শিলিগুড়ি-কালিম্পং এবং অন্যদিকে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং যাতায়াত আরও সহজ হবে। পাশাপাশি, বর্তমান জাতীয় সড়কের যানজট কমাতে কেন্দ্রের পর্বতমালা প্রকল্পে ঘুম থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রোপওয়ে তৈরির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দুটি প্রস্তাবই খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে সাংসদের দাবি।

শিলিগুড়ি-দার্জিলিং সড়ক সংযোগের ১১০ নম্বর (সাবেক ৫৫ নম্বর) জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোড বর্তমানে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) দায়িত্বে। কিন্তু তিনধারিয়া, মহানদী, পাগলাঝোরা এলাকায় যেভাবে রাস্তাটি বসে গিয়েছে এবং মাঝেমধ্যে ধস নামছে, তাতে এই পথে অতিভারী যান চলাচলের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিচ্ছে না প্রশাসন। পাশাপাশি, প্রচুর পণ্যবাহী এবং যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচলে কার্সিয়াং, সোনাদা, ঘুম থেকে দার্জিলিং, প্রত্যেকদিনই মাত্রাতিরিক্ত যানজট হচ্ছে। ঘুম এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে আট কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতির পরিবর্তনে বেশ কিছুদিন ধরেই বিকল্প সড়ক তৈরির দাবি উঠছে।

এই দাবিকে মান্যতা দিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক দার্জিলিং থেকে লেবং, তিস্তাবাজার হয়ে একটি রাস্তা তৈরিতে ইতিমধ্যেই ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সেবক থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত রাস্তার যা পরিস্থিতি, তাতে এই বিকল্প রাস্তা তৈরি হলেও দার্জিলিংয়ের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ কতটা সহজ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। মূলত ওই আশঙ্কাতেই আরও একটি বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন সাংসদ। তিনি এদিন বলেন, 'তিস্তাবাজার দিয়ে লেবং হয়ে দার্জিলিং যাওয়ার একটা রাস্তা কেন্দ্র করছে। আমরা চাইছি দুধিয়া হয়ে বালাসন নদীকে কেন্দ্র করে ধোতরে, পুসুমবেং হয়ে ঘুম পর্যন্ত আরও একটি রাস্তা তৈরি হোক। তাহলে বর্তমান হিলকার্ট রোডের ওপরে চাপ কমবে। পাশাপাশি, মিরিক, সোনাদা, রংবুল, সুখিয়াপোখরির নীচু এলাকাগুলিও এই রাস্তায় যুক্ত হবে।' এই রাস্তার সমীক্ষার কাজও শুরু হবে বলে সাংসদ আশাবাদী।

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে ঘুম থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রোপওয়ে তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছেন বিস্ট। তাঁর বক্তব্য, 'ঘুম আর দার্জিলিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যানজট হচ্ছে। কেন্দ্রের পর্বতমালা প্রকল্পের অধীনে ঘুম থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত একটি রোপওয়ে তৈরি হলে পরিবহণের অনেকটাই রোপওয়ে দিয়ে হবে। ফলে রাস্তায় চাপ কমবে।'

কী ভাবনা

- লেবং-দবাইপানি-তিস্তাবাজার-দার্জিলিং, নতুন রাস্তার সমীক্ষা চলছে
- দুধিয়া-বালাসন-ঘুম দিয়ে নতুন জাতীয় সড়ক তৈরির প্রস্তাব সাংসদের
- ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের কথা মাথায় রেখে দ্বিতীয় বিকল্প সড়কের ভাবনা
- গড়করির কাছে ঘুম-দার্জিলিং রোপওয়ে তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছেন বিস্ট

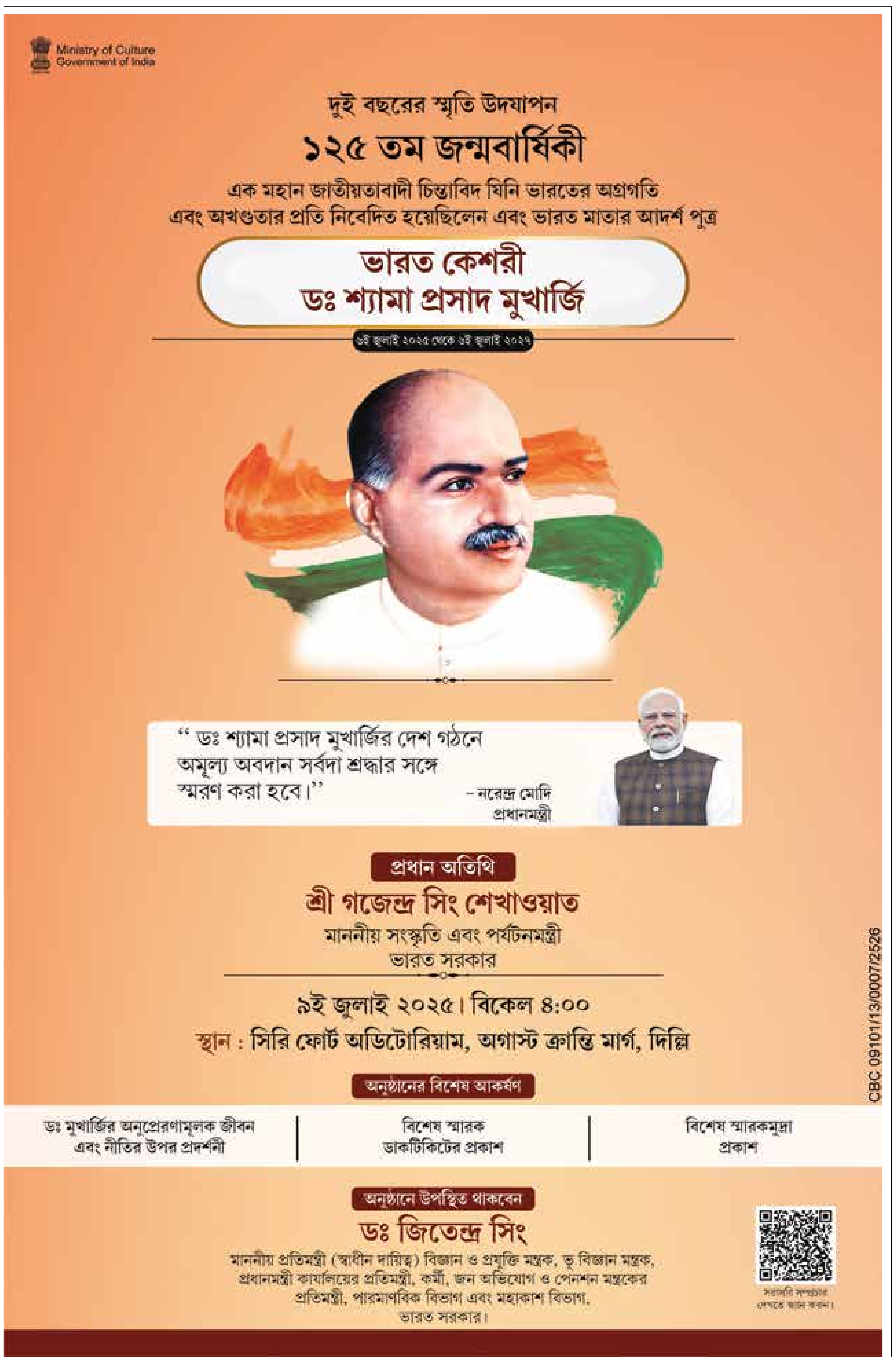

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঝুঁকির জীবন।। সুন্দরবনে ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের অভীক চৌধুরী।

ধুঁকছে রেলওয়ের সংগ্রহশালা

রাহুল মজুমদার

কার্সিয়াং, ৮ জুলাই : শতাব্দীপ্রাচীন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ইতিহাস জানার ভরসাস্থল রেলের সংগ্রহশালা। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রচারের অভাবে কৌলীন্য হারাচ্ছে ডিএইচআরের সংগ্রহশালাগুলি। পরিস্থিতি এমনই বেহাল যে, তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের সংগ্রহশালাটি বন্ধ করে দিয়ে এখানকার কিছু সামগ্রী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কাটিহারের একটি সংগ্রহশালায়। হাতেগোনা কয়েকটি সামগ্রী তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের ভেতরের এক কোনায় জায়গা করে রাখা রয়েছে। ডিএইচআরের বাকি তিনটি সংগ্রহশালা কোনওমতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে শামিল।

পর্যটনের প্রসারের কথা বারবার ডিএইচআরের তরফে বলা হয়ে থাকে। ফলে ঐতিহ্যবাহী সংগ্রহশালাগুলিকে কেন প্রচারের আলোয় আনা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'সংগ্রহশালাগুলিতে পর্যটকরা আসতেই থাকেন। তিনধারিয়া ওয়ার্কশপকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে আমরা সংগ্রহশালাটিকে ওপর থেকে নামিয়ে ভেতরে নিয়ে এসেছি। এর ফলে এটা ইউনিক হয়ে গিয়েছে।'

ডিএইচআরের চারটি সংগ্রহশালা। একটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু স্টেশন ঘুমে। বাকি তিনটি কার্সিয়াং ও সুকনা স্টেশন এবং তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে ছিল। সম্প্রতি তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের সংগ্রহশালা তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনধারিয়া সংগ্রহশালায় এখানকার ওয়ার্কশপের শতবর্ষ পুরোনো বিভিন্ন সামগ্রী রাখা থাকত। জানা গিয়েছে, অধিকাংশ সামগ্রী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কাটিহারের সংগ্রহশালায়। দু'-একটি স্ক্র্যাপ দিয়ে তৈরি মডেল ফেলে রাখা হয়েছে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের এক কোনায়। হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া এই সংগ্রহশালাটি চুপিসারে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ নেই কারও। অন্যদিকে, ঘুম স্টেশনের সংগ্রহশালায় অন্যতম আকর্ষণ ছিল বি ক্লাস লোকোমোটিভ স্টিম 'বেবি সিভক'।

১৮৮১ সালে প্রথম পাহাড়ি পথে দৌড়েছিল এই খেলনাগাড়ি। অবসর নেওয়ার পর ঘুমের সংগ্রহশালায় সাধারণ মানুষের দেখার জন্য রাখা হয়েছিল বেবি সিভককে। কিন্তু বছরখানেক আগে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের ইঞ্জিনিয়াররা বেবি সিভকের প্রাণ ফেরান। ফের ন্যারোগেজে নামানো হয় বেবি সিভককে। কিন্তু সেই বেবি সিভক এখন কৌলীন্য হারিয়ে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। ঘুমের সংগ্রহশালায় বিভিন্ন ধরনের ছবি, রেলের যন্ত্রাংশ, ধসের সময় কীভাবে ট্রেন চালানো হত, ভূমিকম্পের জেরে ডিএইচআরের কী কী ক্ষতি হয়েছে, তার বিবরণ রয়েছে সংগ্রহশালাটিতে।

সুকনার সংগ্রহশালায় পুরোনো দিনের লন্ঠন, ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করা হত হ্যান্ড ল্যাম্প, ডেটিং মেশিন, টিকিট টিউব, স্টেশন মাস্টারের ব্যাজ, যে লেদার ব্যাগে টাকা পাঠানো হত, তার নমুনা রাখা রয়েছে। পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি ডাইসও রাখা রয়েছে। সুকনার স্টেশন মাস্টারই সংগ্রহশালার দেখভাল করেন। বিদেশিরা আসলে মাঝে মাঝে আসেন এই সংগ্রহশালায়। ঘুমের সংগ্রহশালার তালা প্রতিদিন খুললেও প্রচার না থাকায় দর্শকসংখ্যা কম। অন্যদিকে, ডিএইচআরের সদর দপ্তর কার্সিয়াংয়ের সংগ্রহশালায় টিকিট তৈরির মেশিন, ফোটো গ্যালারি রয়েছে। কিন্তু প্রচারের আলো না থাকায় ওই সংগ্রহশালাও আড়ালে। সঠিক প্রচার না থাকায় এভাবে দিনের পর দিন সংগ্রহশালাগুলিতে থাকা ইতিহাস ধুলোয় চাপা পড়ায়, রেলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে অবহেলায় পড়ে বেবি সিভক। - সংবাদচিত্র

সংকটে ঐতিহ্য

- তিনধারিয়া সংগ্রহশালার সামগ্রী চুপিসারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কাটিহারে
- বহু ইতিহাসের সাক্ষী বেবি সিভক অবহেলায় পড়ে রয়েছে রোদ-বৃষ্টি মাথায়
- রক্ষণাবেক্ষণে নেই নজর, পরিকল্পনা ও প্রচারের বাইরেই সংগ্রহশালাগুলি

তিয়েন-আন-মেন লেখা বোর্ড অপসারিত

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৮ জুলাই : হঠাৎ উধাও বেঙ্গাইজোতের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার বোর্ড। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জানাচ্ছেন, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর একাংশ এই কাজ করেছেন। নকশাল দিবসের কয়েকদিন আগে সিপিআই (এমএল) সংগঠনের একটি গোষ্ঠী শহিদ বেদির সামনে এই তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার লেখা সাইনবোর্ড বসিয়ে দেয়। যার উলটোদিকে লেখা ছিল চারু মজুমদার সরণি। নকশাল আন্দোলনের শহিদ বেদির সামনে বেঙ্গাইজোতের নাম পরিবর্তন নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ছড়ায়।

সিপিআই (এমএল) এবং সিপিএমের কর্মীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতে বিভিন্ন মহল থেকে ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়। ২৫ মে নকশাল আন্দোলন দিবস পালন করতে এসেও অনেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান। তার ঠিক মাসখানেকের মধ্যে নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান বেঙ্গাইজোত ফের বিতর্কের কেন্দ্রে। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে বেঙ্গাইজোতে মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ২ শিশু সহ মোট ১১ জন। সেই ঘটনার প্রতিবাদে বেঙ্গাইজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে তৈরি হয় শহিদ বেদি। মে মাসে লোহার খুঁটি পুঁতে বসিয়ে দেওয়া হয় তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার লেখা একটি সাইনবোর্ড।

বোর্ডটি সরিয়ে দেওয়ায় বেঙ্গাইজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নৃপেন বর্মন অবশ্য খুশি। তিনি বললেন, 'গরমের ছুটির পর স্কুল খোলার পরেই ওই বোর্ডটি দেখতে পাই। সিপিআই (এমএল) কর্মীদের কাছে বোর্ডটি সরানোর কথা বলেছিলাম। কিন্তু সরানো হয়নি। চারদিন আগেই দেখলাম, কে বা কারা বোর্ডটি সরিয়ে দিয়েছে। ভালোই হয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দা ভানু বর্মনের গলাতেও একই সুর। তিনি বললেন, 'এখানে রাজবংশী, ধিমাল, আদিবাসীর মতো ভূমিপুত্ররা প্রাণ দিয়েছেন। সেখানে বিদেশি নামকরণ আমরা মেনে নিতে পারব না। তাই বিডিও, প্রধানকে জানিয়ে বোর্ড উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

কানু সান্যাল সংগঠনের নকশাল নেত্রী দীপু হালদার আবার বেঙ্গাইজোতে বিদেশি মূর্তি বসানো নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'সাইনবোর্ডের মতো এই মূর্তিগুলিও তুলে ফেলে দেওয়া দরকার।'

এখানেই বসানো হয়েছিল বোর্ডটি। বেঙ্গাইজোতে। -সংবাদচিত্র

তথা সিপিআই (এমএল) কর্মী পূর্ণ সিংহকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

এভাবে আচমকা বোর্ড বসিয়ে এলাকার নাম পরিবর্তন করা সম্পূর্ণ বেআইনি, জানালেন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ। তাঁর কথায়, 'গ্রামের মানুষ এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। তাই সকলে একত্রিত হয়ে বোর্ডটি তুলে ফেলে দিয়েছেন।' স্থানীয় বাসিন্দা

গত লোকসভা ভোটের কয়েকমাস আগে বেঙ্গাইজোতের শহিদ বেদি থেকে লেনিন মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। তখনও শুরু হয়েছিল বিতর্ক। কয়েকদিন পর আবার কাউকে কিছু না জানিয়েই লেনিনের মূর্তিটি বসিয়ে দেওয়া হয়।

সপ্তাহব্যাপী পালিত হবে বনমহোৎসব

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : বনসৃজনের মাধ্যমে দূষণমুক্ত পরিবেশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী পালিত হবে বনমহোৎসব। চলতি বছর বন দপ্তরের উদ্যোগে বনমহোৎসবের মূল অনুষ্ঠান বেঙ্গল সাফারিতে অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ জুলাই বেঙ্গল সাফারিতে ওই উদ্বোধনীতে পড়ুয়াদের পরিবেশ রক্ষা নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিয়ে র‍্যালির পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচি করা হবে। এছাড়াও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্কুল-কলেজগুলোতেও চারা বিতরণ করবে বন দপ্তর। ইতিমধ্যেই অনেক স্কুলের তরফে বন দপ্তরের কাছে এব্যাপারে আবেদনও জানানো হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের ডিএফও জে শেখ ফারিদ বলেন, 'চলতি বছর বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে দার্জিলিং ডিভিশনজুড়ে ষাট হাজার বেশি গাছ লাগানো হবে। অনেক স্কুল ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করার জন্য আবেদন জানিয়েছে।'

বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে শুধু বৃক্ষরোপণ নয়, পাশাপাশি ঝোরা ও জল সংরক্ষণও করা হবে। পাহাড়ের যে ঝোরাগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে সেগুলোকে সংস্কার করা হবে। কার্সিয়াং বন বিভাগের আওতায় থাকা ৪৬টি ঝোরাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'বনমহোৎসবের মূল অনুষ্ঠানপর্ব এখানে হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান রয়েছে। স্কুলগুলোর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করছি যাতে বেশি করে পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে।' এক সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ট্যাবলো করে পাহাড় ও সমতলে পরিবেশ নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারের পাশাপাশি চারাগাছ রোপণ ও বিলি করা হবে। চলতি বছর বেঙ্গল সাফারি থেকে বনমহোৎসবের মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হওয়ার জন্য বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা।

> চলতি বছর বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে দার্জিলিং ডিভিশনজুড়ে ষাট হাজারেরও বেশি গাছ লাগানো হবে। অনেক স্কুল আমাদের কাছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করার জন্য আবেদন জানিয়েছে।
>
> **জে শেখ ফারিদ**
> *ডিএফও, দার্জিলিং*

মেডিকেল ক্যাম্প

নকশালবাড়ি, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার নকশালবাড়ির বিরসা মুন্ডা কলেজ ক্যাম্পাসে কলেজের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম ইউনিটের উদ্যোগে একটি মেডিকেল ক্যাম্প ও ওষুধ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মীদের পাশাপাশি অটল চা বাগানের বাসিন্দারাও অংশগ্রহণ করেন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। কলেজের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ রত্না পাল বলেন, 'শিলিগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে দুইজন চিকিৎসক সহ মোট ১০ জনের একটি বিশেষজ্ঞ দল ক্যাম্পে অংশ নেন।'

কুইজ

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : পথ নিরাপত্তা নিয়ে ব্লক ও পুরনিগম এলাকায় কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে পরিবহণ দপ্তর। ১০ জুলাই নকশালবাড়ি, তারপর খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও মাটিগাড়া ব্লকে এই প্রতিযোগিতা হবে। ১৭ জুলাই পুর স্তরের প্রতিযোগিতা হবে শিলিগুড়ির নেতাজি হাইস্কুলে।

মহড়ার মাঝে 'অচিনপুরে' পরিমল

মালদা, ৮ জুলাই : মাসখানেক আগে শুরু হয়েছিল নতুন নাটকের মহড়া। গত ৬ জুন শেষবার মহড়া দিয়েছিলেন মালদার বিশিষ্ট নাট্যকার পরিমল ত্রিবেদী। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে নতুন নাটক লিখেছিলেন তিনি। এই নতুন নাটকের নাম দিয়েছিলেন 'অচিনপুরের মানুষেরা'। এই নতুন নাটক নিয়ে চলছিল তাঁর কাজ ও মহড়া। তার মাঝেই নাটকের লেখক চলে গেলেন অচিনপুরে। তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মালদার নাট্যসমাজ।

ক্যানসার ধরা পড়ার পর গত ৭ জুন তাঁকে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতি ভালো না থাকায় পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে পুনরায় বাড়ি নিয়ে আসা হয়। সেখানে একটি নার্সিংহোমে প্রথম কয়েকদিন তাঁর চিকিৎসা চলে। অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরে তিনি নিজের বাড়িতে প্রয়াত হন। খবর পেয়ে জেলার নাট্যকার ও বিশিষ্টরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছান। এদিন সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ মালদা দুর্গা কিংকর সদনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মালদা থিয়েটার কমিউনিটি, মালদা থিয়েটার আড্ডা ও মালদা শিল্পী সংসদ সহ বিশিষ্টরা তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান। মালদা শিল্পী সংসদের তরফে মলয় সাহা বলেন, 'মালদা তথা বাংলার একজন নাট্যকারকে হারালাম আমরা। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।'

মালদার বিশিষ্ট নাট্যকার পরিমল ২০২১-এ বঙ্গরত্ন ও নাট্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। মালদা মালঞ্চ নাট্য দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। পেশায় তিনি একজন পঞ্চায়েতকর্মী ছিলেন। তবে নাটক ছিল তাঁর নেশা।

কলেজ ফান্ডে সীমানা প্রাচীর

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : কলেজ ফান্ডেই তৈরি হবে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের সীমানা প্রাচীর। কলেজের পরিচালন সমিতির বৈঠকে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ শুরুর জন্য ইতিমধ্যেই পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত মৌলিক ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জায়গাটি পরিদর্শন করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র বলেন, 'পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য আমরা সাহুডাঙ্গি শ্মশানের পাশে অবস্থিত এই দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শুরু হয় সেদিকে নজর দিয়েছি।'

নৌকাবিহারে তিনকন্যা। মঙ্গলবার তিস্তায় মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

শুভেন্দুর তালিকায় তনয়-লগ্নজিতার নাম

পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রকাশ করা ভাইপো গ্যাংয়ের তালিকায় রয়েছে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তনয় তালুকদারের নামও। ওই তালিকায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসের সহকারী অধ্যাপক তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক লগ্নজিতা চক্রবর্তীরও নাম আছে। কিন্তু তালিকা প্রকাশের পর থেকে দুজনই নিজেদের আড়াল করে রেখেছেন। তবে কি তালিকায় নাম আছে জানার পর থেকেই কেউ কেউ ভয় পেয়ে গিয়েছেন? যদি তা না হয়, তাহলে তালিকা প্রকাশের পরই হঠাৎ করে কেন মোবাইল ফোন সুইচ অফ করে রাখতে হল?

শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার ভাইপো গ্যাংয়ের যে ৫০ জন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতার নাম প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যেই তনয় তালুকদার ও লগ্নজিতা চক্রবর্তীর নাম রয়েছে। তনয় ও লগ্নজিতার নামের সঙ্গে আগে থেকেই বিতর্ক জড়িয়ে আছে। শুভেন্দুর তালিকায় তাঁদের নাম সেই বিতর্ক নতুন করে উসকে দিল। তনয় তালুকদারের আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করেন। কলেজের অনেক কিছুতেই তনয়ের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কলেজে কোনও সমস্যা তৈরি হলে কর্তৃপক্ষ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতিরই পরামর্শ নেন বলেও অভিযোগ। জেলার অন্য কলেজের থেকে কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়েই তাঁর নিয়ন্ত্রণ বেশি।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, তালিকায় থাকা ৫০ জন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের টেন্ডার, ভর্তি, পরিচালন সমিতি, ছাত্র সংসদের তহবিল সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাদের একাংশ মুখে আঙুল দিয়ে রয়েছেন। তনয়কে এদিন ফোন করা হলে প্রথমবার তিনি ধরেন। কিন্তু সেভাবে কিছু না বলে ফোন কেটে দেন। পরের দু'বার মোবাইল ফোন বেজে গেলেও তিনি ধরেননি। পরে মোবাইল সুইচ অফ করে দেন। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ও ফোন করা হলেও উত্তর দেননি।

এদিকে লগ্নজিতা চক্রবর্তী জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে খবর। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যের আমলে লগ্নজিতার নিয়োগ হয়েছিল। শুভেন্দুর প্রকাশ করা তালিকায় ওই শিক্ষিকার নাম থাকায় শিক্ষা মহল অবাক। নামের বিষয়ে এদিন লগ্নজিতাকে একাধিকবার মোবাইলে ফোন করা হলেও তা বন্ধ মেলে।

অবশ্য শুভেন্দুর তালিকাকে পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল। এবিষয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'আমি এখনও ওই তালিকা দেখিনি। শুভেন্দু অধিকারীর নিজের দলেই গুরুত্ব নেই। তাঁর দেওয়া ওইসব তালিকাকে আমরা গুরুত্ব দিই না।'

> আমি এখনও ওই তালিকা দেখিনি। শুভেন্দু অধিকারীর নিজের দলেই গুরুত্ব নেই। তাঁর দেওয়া ওইসব তালিকাকে আমরা গুরুত্ব দিই না।
>
> **সঞ্জয় টিব্রুয়াল** *চেয়ারম্যান, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল*

অভিযান

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : গাড়ি চুরি, গাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের বেআইনি কারবার রুখতে কড়া হচ্ছে পরিবহণ দপ্তর। শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলিজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পুরোনো গাড়ি বিক্রেতাদের এবার রেজিস্ট্রেশন করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে বৈধভাবে এই ব্যবসা করা যাবে। কয়েকদিন আগে পরিবহণ দপ্তর এই নির্দেশিকা জারি করে। অথচ এখনও অনেক পুরোনো গাড়ির শোরুম কর্তৃপক্ষ নিয়ম মেনে রেজিস্ট্রেশন করায়নি। মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন এলাকার শোরুমগুলিতে অভিযান চালান দপ্তরের মোটর ভেহিকল ইনস্পেকটররা (এমভিআই)। প্রত্যেকটি শোরুমের নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন না থাকলে দ্রুত করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধৃত বেড়ে চার

চোপড়া, ৮ জুলাই : ভুয়ো লেবেল লাগিয়ে কেক বিক্রির ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত শম্ভু যাদব বিহারের বাসিন্দা। সোমবার তাঁকে শিলিগুড়ি থেকে পাকড়াও করা হয়। মঙ্গলবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে শম্ভুকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অন্য একটি কেক প্রস্তুতকারী সংস্থার লেবেল প্রায় হুবহু নকল করে ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ উঠেছিল। এর আগে চোপড়া থানা এলাকা থেকে এক ব্যবসায়ী ও ফুলবাড়ি থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মিছিল

বাগডোগরা, ৮ জুলাই : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন সমূহ ও সংযুক্ত কিষান মোর্চার তরফে বুধবার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচির সমর্থনে মঙ্গলবার বাগডোগরায় মিছিল করলেন সংগঠনের সদস্যরা। আঠারোখাইয়ে মাইকিং ও মিছিল করে সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটি। মাটিগাড়ায় হয় মশাল মিছিল।

সামগ্রী বিলি

নকশালবাড়ি, ৮ জুলাই : নয় নাবালকের বাড়িতে গিয়ে খাদ্য ও খেলাধুলোর সামগ্রী দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা কমিটির (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। মঙ্গলবার নকশালবাড়ির রায়পাড়ায় যান তিনি। টিয়াপাখি 'খুন'-এর অভিযোগে নাবালকদের বেঁধে মারধর করা হয়েছিল। তাদের বাড়িতেই যান সঞ্জয়।

ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ৮ জুলাই : জ্যোতি বসুর জন্মদিন পালিত হল পুরনিগমে। মঙ্গলবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মেয়র গৌতম দেব। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটি অনিল বিশ্বাস ভবনে দিনটি পালন করে। অন্যদিকে, চোপড়ার নন্দীগছেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হয়। পাশাপাশি এদিন শহরজুড়ে স্মার্ট মিটার বাতিল, চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও পাট্টা দেওয়া সহ ১৭ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন সমূহ ও সংযুক্ত মোর্চার ডাকা ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার চালিয়েছে সিপিএম। বিকেলে ডন বসকো মোড় থেকে একটি মিছিল বের হয়। তাতে অংশ নিয়ে দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'সাধারণ মানুষ যাতে এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেন, তাই আমরা প্রচার করছি। আমরা আশাবাদী যে, বুধবার ধর্মঘট সফল হবে।' খালপাড়াতেও একটি মিছিল হয় এদিন। সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে ধর্মঘট সফলের ডাক দিয়ে জলপাই মোড় থেকে বাইক র‍্যালি হয়। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার।

কন্যাসন্তানের পিতৃত্ব 'অস্বীকার'

গর্ভবতী থাকাকালীনই চরম হুমকি দিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির পরিবার। কন্যাসন্তান হলে বাড়িতে উঠতে দেওয়া হবে না বলে শাসানো হয়েছিল। বাস্তবে হলও তাই। অগত্যা থানার দুয়ারে অসহায় তরুণী।

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৮ জুলাই : 'ওই মেয়ে আমার নয়', কন্যাসন্তান জন্মানোর খবর পেয়ে এমনই মন্তব্য করেছিলেন স্বামী। শুধু তাই নয়, সন্তান জন্মের আগেই গৃহবধূকে শ্বশুরবাড়ির তরফে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, যদি কন্যাসন্তান হয়, তবে মা ও মেয়ের কোনও দায়িত্ব নেবেন না তাঁরা। এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে হেমতাবাদ থানায় স্বামী সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এক গৃহবধূ।

অভিযোগ, সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য ওই গৃহবধূর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে স্বামীর পরিবার। বাপের বাড়ি থেকে সোমবার কন্যাসন্তানকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে হাজির হলে শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন বলে অভিযোগ। পরে তিনি হেমতাবাদ থানায় হাজির হয়ে স্বামী সহ তিনজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই বছর আগে রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ এলাকার বাসুদেবপুরের বাসিন্দা এক তরুণীর বিয়ে হয়েছিল হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত বাঙ্গালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসন গ্রামের আফজাল চৌধুরীর সঙ্গে। বিয়ের সময় নগদ আড়াই লক্ষ টাকা, সোনারুপোর গয়না সহ একাধিক পণসামগ্রী দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু বিয়ের পর আরও টাকা ও গয়নার জন্য চাপ দিতে তাঁর উপর স্বামী সহ পরিবারের সদস্যরা নির্যাতন শুরু করে বলে অভিযোগ। ওই তরুণী বলেন, 'অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ নিয়ে চাপ দিতে থাকেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যদি কন্যাসন্তান জন্ম হয়, তাহলে আমার ও মেয়ের ওই বাড়িতে কোনও স্থান হবে না।'

এই পরিস্থিতিতে গর্ভবতী ওই তরুণী বাবার বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। এরপর রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন তিনি। অভিযোগ, সন্তান জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও কন্যাসন্তানকে দেখতে আসেননি স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কেউ। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনও খোঁজ না নেওয়ায় ওই গৃহবধূ মেয়েকে নিয়ে ফের শ্বশুরবাড়িতে গেলে সোমবার তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

নিরুপায় হয়ে শেষমেশ পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। ওই তরুণী বলেন, 'আমার স্বামী আমার কন্যাসন্তানকে অস্বীকার করছে। ডিভোর্স দেওয়ার জন্য বারবার চাপ দিচ্ছে। আমি চাই, আমার মেয়ের ডিএনএ টেস্ট করা হোক। তাতেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে।'

ছবি: এআই

নবান্নে বৈঠক

মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত নাগুয়েন থাংহাই সহ তিনজনের প্রতিনিধিদল। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

বিমানের সাক্ষাৎ

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শূন্যপদের দাবিতে ডেপুটেশন জমা দিলেন ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন বিমান।

চিঠি

চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে অনুপস্থিতির অভিযোগ জানিয়ে শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিল 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেড মাস্টার অ্যান্ড হেড মিস্ট্রেসেস'। এই নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ চাকরিহারা শিক্ষকরা।

ধৃত ২

বর্ধমানে বসে পাকিস্তানের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

আজি ঝরঝর মুখর বাদলও দিনে...

বৃষ্টিভেজা কলকাতার দুই মুহূর্ত। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই এবং আবির চৌধুরী।

আরও দুই কলেজে দুই 'দাদা'-র দাপট প্রকাশ্যে

ছাত্রীকে দিয়ে 'হেড ম্যাসাজ'

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ জুলাই : কসবা কাণ্ডে মনোজিৎ মিশ্র সহ দুই অভিযুক্তের বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবে। রিপোর্ট এলেই লালবাজারের তরফে ধৃতদের হেপাজতে নেওয়া হবে। এমনটাই মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী শুভাশিস ভট্টাচার্য।

এর মধ্যেই এদিন গড়িয়াহাট আইটিআই থেকে ১৩ বছর আগে পাশ করার পরও 'অঘোষিত সাম্রাজ্য' চালানোর অভিযোগ উঠল মনোজিৎ ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় চৌধুরীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, সোনারপুর মহাবিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুমে প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'হেড ম্যাসাজ' করানোর অভিযোগ উঠল যুব নেতা প্রতীক কুমার দে-র বিরুদ্ধে। কসবার মতো এই দুই ক্ষেত্রেও কলেজ কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

যদিও অভিযুক্ত প্রতীকের 'কুকীর্তি' সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছেন ওই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলার পাপিয়া হালদার। তাঁর অভিযোগ, 'আমি নিজে এই কলেজের প্রাক্তনী। এর আগেও আমি প্রতীককে নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। তারপরও তাঁর পদোন্নতি করা হয়েছে।' ভিডিওতে প্রকাশ্যে আসা ছাত্রী অবশ্য এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ 'মিথ্যা' বলে দাবি করেছেন।

এদিন দুপুর ৩টের পর আলিপুর আদালতে মামলা ওঠে মনোজিৎদের। মনোজিতের আইনজীবীর অভিযোগ, অভিযুক্তদের জেরার সময় আইনজীবীদের ডাকা হচ্ছে না। উত্তরে সরকারি আইনজীবীর বক্তব্য, 'এমন কোথাও লেখা নেই যে অভিযুক্তদের জেরার সময় আইনজীবীদের সামনে বসাতে হবে।' যাইহোক, ২২ জুলাই পর্যন্ত মনোজিৎ সহ চার অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এদিন গড়িয়াহাট আইটিআই-এও 'মনোজিৎ মডেলের' ছায়ার খোঁজ মিলল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কলেজ চত্বরে কখনও ডাকা হয় মেয়েদের, কখনও বা মদ্যপ অবস্থায় ক্যাম্পাসেই উদ্দাম পার্টি করেন সঞ্জয়। রাত ১২টা পেরোলেও বাজতে থাকে ভোজপুরি গান। সঞ্জয়ের সঙ্গে শুধু মনোজিৎ মিশ্রের ছবিই নয়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারের ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে।

এদিকে, কসবা কাণ্ডের পর 'দাদা' সংস্কৃতি নিয়ে মুখ খুলে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদার। দল পরিবর্তন করতে পারেন রাজন্যা সহ প্রান্তিক চক্রবর্তী, এমনটাই সমালোচনা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। যদিও প্রান্তিক জানান, 'দল ছাড়ার আপাতত কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তবে যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে বাবা-মা সহ পরিবার যুক্ত করেন, তাঁদের আমি ঘৃণা করি।'

শুভেন্দুর তালিকায় 'ভাইপো গ্যাং'

কলকাতা, ৮ জুলাই : শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে মহিলাদের ওপর নির্যাতন আর টাকা তোলার মতো অপরাধে যুক্ত ৫০ সদস্যের নামের তালিকা প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর ভাষায়, এরা সবাই হল 'ভাইপো গ্যাং'। তাঁর দাবি, ভাইপো গ্যাংয়ের সদস্যরাই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই অপরাধে যুক্ত।

কসবা কাণ্ডের পরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, তাঁর কাছে নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ আছে, এই অপরাধীরা শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকা এবং বিশেষ করে 'ভাইপো অনুগামী'। মঙ্গলবার সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাথমিকভাবে ৫০ জনের নামের একটি তালিকা এদিন প্রকাশ করেছেন শুভেন্দু।

শুভেন্দুর অভিযোগ, কলেজে কলেজে ছাত্র সংসদের পদাধিকারী হওয়ার সুবাদে ভাইপোর হয়ে টাকা তোলার কাজ করে এরা। শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে মনোজিৎ মিশ্রের মতো বহু ছাত্রী নিযাতনকারী আজ কলেজ চত্বরে রক্ষাকবচ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তালিকা প্রকাশ করে শুভেন্দুর দাবি, 'আজ প্রাথমিকভাবে এমনই ৫০ জনের নামের তালিকা দিলাম, ইচ্ছে করলে আরও ১০০০ জনের তালিকা দিতে পারি।'

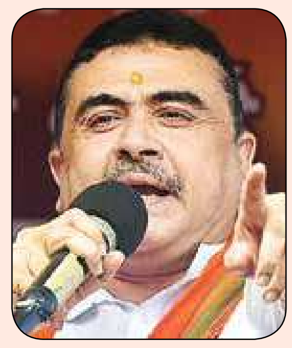

যা যা অভিযোগ

- আজ প্রাথমিকভাবে এমনই ৫০ জনের নামের তালিকা দিলাম
- সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাইপোর লোক বলে সব জেনেও হাত গুটিয়ে বসে আছে প্রশাসন
- ভাইপো গ্যাংয়ের সদস্যরাই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই অপরাধে যুক্ত
- একদল প্রিন্সিপাল ভয়ে বলেন না, আরেক দল শাসকদলের অনুগ্রহ করে অযোগ্য হয়ে প্রিন্সিপাল হয়েছেন

তিনি আরও বলেন, 'এদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাইপোর লোক বলে সব জেনেও হাত গুটিয়ে বসে আছে প্রশাসন। একদল প্রিন্সিপাল ভয়ে বলেন না, আরেক দল শাসকদলের অনুগ্রহ করে অযোগ্য হয়ে প্রিন্সিপাল হয়েছেন। তাই শাসক দলের ছাত্রদের চটাতে চান না।'

শুভেন্দুর দাবি, ভাইপো গ্যাংয়ের এই সদস্যদের প্রত্যেকের চাকরি অবৈধ। বাম আমলেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আর তৃণমূলের আমলে খোদ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল অনুগামী কয়েকজন অধ্যাপকও এর সঙ্গে যুক্ত। কসবা কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে আদালতের নজরদারিতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন শুভেন্দু।

একুশে জুলাইয়ের বক্তা তালিকা চূড়ান্ত

কলকাতা, ৮ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ নিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলল তৃণমূল। মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বক্তা তালিকা নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীও। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মমতা ও অভিষেক ছাড়াও শহিদ সমাবেশের মঞ্চে ভাষণ রাখবেন বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

বক্তা হিসেবে থাকছেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এছাড়া চা বলয়ের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক তালিকায় রয়েছেন। সংখ্যালঘু প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, আদিবাসী প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বক্তা তালিকায় রয়েছেন। এছাড়া পাহাড়ের প্রতিনিধি হিসেবেও কাউকে এই তালিকায় ঢোকানো হবে। বিনয় তামাংয়ের সভায় আসার কথা রয়েছে। তিনি এলে তাঁকে বক্তা হিসেবে রাখা হবে। ছাত্র ও যুব প্রতিনিধি হিসেবে দু-জনকে জায়গা দেওয়া হবে। যাদবপুরের সাংসদ তথা রাজ্য যুব তৃণমূলের সভাপতি সায়নী ঘোষ বক্তা তালিকায় থাকছেন।

ভারী বৃষ্টিতে চাষের ক্ষতি

কলকাতা, ৮ জুলাই : রাজ্যজুড়ে প্রায় সপ্তাহভর ভারী বৃষ্টির আগাম সতর্কবার্তা আবহাওয়া দপ্তরের। নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী দিন তিনেক দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ঝড়বৃষ্টি চলার কথা উত্তরবঙ্গেও।

আগামী সোমবারের আগে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই চলে। ভারী বৃষ্টিতে রাজ্যে চাষবাসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার নবান্নে কৃষি দপ্তর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অতিবৃষ্টির পাশাপাশি বাঁধ ভেঙে ছাড়া জলে জলমগ্ন মাঠঘাট। এই মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি থেকে চাষবাসের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট এখনও পুরোপুরি এসে পৌঁছায়নি। প্রাথমিক যা খবর তাতে মাঠ জলমগ্ন হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শাকসবজি চাষ। সবজি সরবরাহ কম হওয়ায় শহরগুলিতে দাম বাড়ছে হু হু করে। সবজির দাম আগুন হচ্ছে বাজারে। অতিবৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে ফুল চাষের ক্ষতি ব্যাপক।

প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করতে সমীক্ষায় আইপ্যাক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে দলের বর্তমান বিধায়কদের অনেকেই যে টিকিট পাবেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। বিধানসভাভিত্তিক প্রতিটি বুথ ধরে সমীক্ষা শুরু করেছে আইপ্যাক। দুটি ভাগে এই সমীক্ষা করা হচ্ছে। তৃণমূলের হাতে থাকা আসনগুলিকে নিয়ে এক ধরনের সমীক্ষা চলছে, অন্যদিকে গত বিধানসভায় তৃণমূলের হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া আসনগুলি নিয়ে সমীক্ষা করছে ওই দল। যে আসনগুলিতে এখন তৃণমূলের বিধায়ক রয়েছেন, সেখানে গত পাঁচ বছরে বিধায়কের কাজের নিরিখ, ব্যবহার, জনসংযোগ ও দুর্নীতিমুলক কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না, তা বুথস্তরে সমীক্ষা করছে আইপ্যাক। একই সঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হাতছাড়া হওয়া আসনগুলিতে বিরোধী দলের কাজের নিরিখ ও সেখানকার মানুষের ক্ষোভ খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে ওই সমীক্ষক দল।

তৃণমূল সূত্রে খবর, গত তিনবারের তুলনায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে কঠিন মনে করছে রাজ্যের শাসকদল। নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে যথেষ্ট চাপে ঘাসফুল শিবির। রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও বিধায়ক গত চার বছরে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে গিয়েছেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখনও জেলে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে দলের ভাবমূর্তি উদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব। নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তৃণমূল যুব নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুন্তল ঘোষ। এই দুই নেতা হুগলি জেলার এক দাপুটে বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। একাধিক অনুষ্ঠানে ওই বিধায়কের সঙ্গে তাঁদের দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওই বিধায়কও দলের আতশকাচের তলায় রয়েছেন। তাঁর ব্যবহার এবং আচরণ নিয়ে দলের কাছে আগেও অভিযোগ জমা হয়েছিল। এছাড়া নদিয়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর টিকিট পাওয়া নিয়েও সংশয় আছে। মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাও নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁকে নিয়েও ক্ষুব্ধ দল। ফলে এই বিধায়করা আগামী নির্বাচনে যে টিকিট পাবেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

তবে খাদ্য দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে অন্য ভাবনা রয়েছে দলের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত পছন্দের জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালুকে 'ফাঁসানো' হয়েছে বলেই মনে করে দলের একাংশ। তাছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সংগঠনকে তিনি হাতের তালুর মতো চেনেন। এই পরিস্থিতিতে জ্যোতিপ্রিয় ফের হাবড়া কেন্দ্র থেকেই টিকিট পেতে পারেন। তবে ওই সমীক্ষক দলের রিপোর্ট পাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

সরকারের সমালোচনায় বিরোধীরা

'দাগি'দের পক্ষেই ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ জুলাই : প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় 'অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত 'দাগি'দের পক্ষেই অবস্থান থেকে সরল না রাজ্য ও এসএসসি। দাগিদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে 'দাগি'দের বাদ দেওয়া নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য গত সোমবার যে রায় দিয়েছিলেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই রাজ্য ও এসএসসি মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি সৌমেন সেনের কাছে মামলা দায়েরের অনুমতি চায়। ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। বুধবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে 'অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত 'দাগি'দের পক্ষ নেওয়া নিয়ে রাজ্য ও এসএসসি তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসায় এদিন বিরোধী দল ও যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে তারা। অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত 'দাগি'রা নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না বলে গত সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রায় দিলেও তাঁর বিরোধিতার পথ থেকে প্রথম থেকেই সরে আসেনি রাজ্য সরকার ও এসএসসি।

পরিকল্পনা

- দাগিদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন
- বুধবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা
- এতে বিরোধীদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য ও এসএসসি-কে

তাদের যুক্তি ছিল, 'অযোগ্য'দের চাকরি গিয়েছে। তাদের বেতন ফেরত দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই শাস্তির পরেও তাদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়াটা আরও একটা বড় শাস্তি। এক অপরাধের শাস্তি দু'বার হতে পারে না বলে আদালতে এসএসসি'র পক্ষে আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন।

যদিও সেই সওয়াল ধোপে টেকেনি। তারপরেও রাজ্য সরকার ও এসএসসি তাদের এই অবস্থান থেকে সরে না এসে রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গেল। এতে বিরোধীদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকার ও এসএসসি-কে। যদিও কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে।

গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁর রায়ে এও বলেন, চিহ্নিত 'অযোগ্য' 'দাগি'দের মধ্যে যাঁরা ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুযায়ী আবেদনও করেছেন, তাঁদের আবেদনও বাতিল করতে হবে এসএসসি-কে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এসএসসি-কে।

হেঁটে দিল্লি যাত্রার সিদ্ধান্ত 'যোগ্য'দের

কলকাতা, ৮ জুলাই : গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের মঙ্গলবারের নবান্ন অভিযান কার্যত বিফলে গেল। নবান্নের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক থেকে বেরিয়ে শিক্ষাকর্মীদের ১২ জনের প্রতিনিধি দল এই অভিযোগে সরব হল। খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লি পর্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রার ঘোষণা করলেন তারা। রাজ্য সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে দিল্লি যাওয়াই একমাত্র সমাধান সূত্র বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। হাওড়া, ময়দান মেট্রোস্টেশন থেকে শরৎসদনের সামনে থেকে দুপুরে তাঁরা মিছিল শুরু করলেও বঙ্কিম সেতুর নীচে সেই মিছিল আটকায় পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে অবস্থান বিক্ষোভ করার হুঁশিয়ারি তখন শিক্ষাকর্মীরা দিলেও নবান্নে বৈঠকের পর সেই অবস্থান তুলে নেওয়া হল।

নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ৩৩৯৪ জন চিহ্নিত 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মী এদিন মোট চারটি দাবি নিয়ে নবান্নের দ্বারস্থ হন। বৃষ্টি মাথায় প্ল্যাকার্ড হাতে জমায়েত করেন তাঁরা। এরপর পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর নবান্নে পৌঁছায় শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধি দল। সুজয় সর্দার ও অমিত মণ্ডল সহ আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'আমরা জানতাম আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলাম। তবে আজ বোঝা গেল, 'যোগ্য'দের জন্য ভাবছেই না সরকার। তাই শীঘ্রই পায়ে হেঁটে দিল্লি যাব। বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

Opportunity for Admission to B.Tech & B.Pharm Degree Courses through Common Entrance Examination

CEE-AMPAI-WB-2025

Under the supervision Dept. of Higher Education, Technical Branch, Govt. of West Bengal
Vide Order No. No:- 172-Edn(T)/ HED - 16016(11)/1/2021- JD(DTED)-DTED issued by Department of Higher Education, Technical Branch, Govt. of WB.

EXAMINATION DATE
27TH JULY 2025

Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | NIRF | AICTE | PCI | NAAC | NBA | MAKAUT (Formerly, WBUT)

LAST DATE OF ONLINE APPLICATION 22ND JULY 2025
TEST FEE ₹ 200/- TO BE PAID ONLINE

INSTITUTES UNDER AMPAI	COURSES OFFERED*
JIS COLLEGE OF ENGINEERING 86977 43363 | www.jiscollege.ac.in	B.TECH
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 89024 96651 | www.nit.ac.in	B.TECH
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 90733 22523 | www.gnit.ac.in	B.TECH
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX 62919 77707/08 | www.surtech.edu.in	B.TECH
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 94330 35582 | www.gnipst.ac.in	B.PHARM

*For courses & intake available in specific institutes, visit www.ampai.in

EXAMINATION CENTRES
WEST BENGAL | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | TRIPURA

HELPLINE
81007 49670 | 81001 92411

All information related to CEE-AMPAI-2025-WB & CEE-AMPAI-MASTERS-2025-WB is available on www.ampai.in along with Application Form, Eligibility Criteria, Information Brochure & Examination Schedule.

AMPAI Office Address
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
Landline: 033-2289 3944 / 5323 | Email: info.ampai.wb@gmail.com

ওমর-মমতা বৈঠকের সম্ভাবনা

কলকাতা, ৮ জুলাই : পহলগাম কাণ্ডের পর এই প্রথম রাজ্যে আসছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। একদিনের সফরে তিনি ১০ জুলাই, বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসবেন। ওইদিন বিকাল ৪টে নাগাদ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এই সাক্ষাৎ যে শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক নয়, তা মনে করছেন অনেকেই।

রাত দখলের ডাক

কলকাতা, ৮ জুলাই : আরজি কর কাণ্ডের এক বছরের মাথায় ফের রাত দখলের ডাক দিল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট'। আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ধর্ষণের ঘটনার সময় ছিল রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টের মধ্যে। সেই সময়কে গুরুত্ব দিয়েই ৮ অগাস্ট রাত ১২টা থেকে পরের দিন ভোর ৪টে পর্যন্ত পথে নামার ঘোষণা করেছেন চিকিৎসকরা। হবে মশাল মিছিলও। তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘোষিত আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে ৯ অগাস্টের 'অরাজনৈতিক' নবান্ন অভিযানে থাকবেন না বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

টুকরো খবর

হাইকোর্টে এসপি

কলকাতা, ৮ জুলাই : অনুব্রত কাণ্ডে জাতীয় মহিলা কমিশনের তলব এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। অভিযোগ, মামলার তদন্তে হস্তক্ষেপ করছে জাতীয় মহিলা কমিশন।

পুজোর পরেই বিজনেস কনক্লেভ

কলকাতা, ৮ জুলাই : রাজ্যে লগ্নির গতি আনতে পুজোর পরেই বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এই খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতো বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের পর নতুন করে ৩১৬৫টি প্রকল্প ছাড়পত্র পেয়েছে। রাজ্যে আরও লগ্নি আনতে বড় ধরনের বিজনেস কনক্লেভ করতে চলেছে রাজ্য। সেখানে দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। অমিতবাবু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিশদ আলোচনা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কিছু নির্দিষ্ট খাতে জোর দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে।'

জল্পনা

কলকাতা, ৮ জুলাই : একসময় জ্যোতি বসুর সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন জ্যোতিবাবু। মঙ্গলবার ছিল তাঁর জন্মদিন। এদিন সকালেই জ্যোতিবাবুর জন্মদিনে 'আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি' জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার এই পোস্টের পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সম্প্রতি কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটে ভোট বেড়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, বামেদের হাত থেকে বিজেপির বাক্সে যাওয়া ভোটের কিছু অংশ বাক্সের ফিরে পেলে আখেরে লাভবান হবে তৃণমূল। আর সেই কারণে জ্যোতিবাবুর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বামেদের কিছুটা হলেও অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করলেন মমতা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫২ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ আষাঢ় ১৪৩২

চেতনা, দিশার সংকট

বাম নেতারা প্রায়ই অভিযোগ তোলেন, বাংলায় তৃণমূল ও বিজেপির দ্বিমেরুকরণে ব্যস্ত সংবাদমাধ্যম। বামেদের অস্তিত্ব গ্রাহ্যই করে না। কথাটা স্পষ্ট করে বলাই ভালো যে, অপ্রাসঙ্গিকের জন্য সংবাদমাধ্যমের বরাদ্দ কম থাকে। সংবাদপত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হয় জায়গা পায় না অথবা কম জায়গা বরাদ্দ হয়। টেলিভিশনেও কতখানি ফুটেজ দেওয়া হবে, তা নির্ভর করে প্রাসঙ্গিকতার মাপকাঠিতে। বামেরা হইহই করে উঠবে নিশ্চিতভাবে যে, সংবাদমাধ্যম একচোখা মনোভাব নিয়ে চলছে।

অভিযোগ এক জিনিস আর তা বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করা আরেক জিনিস। সেই যাচাইটা সংবাদমাধ্যমের ধর্ম। কখনো-কখনো সংবাদমাধ্যম সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না, তা নয়। রাজনৈতিক পক্ষপাত বা ঘনিষ্ঠতা ধর্মচ্যুতি ঘটায় আজকাল অনেক ক্ষেত্রে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ কথাটা অনেক সময় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যায় সত্যি। কিন্তু তা বলে সংবাদমাধ্যমের স্বধর্মকে তো বদলে ফেলা যায় না।

সেই ধর্মের বলে দেশের বা বাংলার বামেদের সম্পর্কে আলোকপাত করলে সেই অপ্রাসঙ্গিকতার তত্ত্বই কিন্তু ভেসে ওঠে। কেন? শুধু বাম নয়, এদেশে কমিউনিস্ট গোত্রধারী দলগুলি অনেকদিন আগেই সংসদীয় রাজনীতিকে মোক্ষ বলে আঁকড়ে ধরেছিল। ভোটে জেতা, সরকারের ক্ষমতা দখল ইত্যাদি প্রধান লক্ষ্য হয়ে আছে। সংগঠন, আন্দোলন ইত্যাদি সবই সেই লক্ষ্যে পরিচালিত।

একদা শ্রেণি সংগ্রাম ছিল বামদলগুলির প্রধান অস্ত্র। কিন্তু ধর্ম, জাতপাতের বিভাজনের তীব্রতায় সেই কবেই শ্রেণি সংগ্রাম ফিকে হয়ে গিয়েছে। শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্র যত দুর্বল হয়েছে, তত সংসদীয় রাজনীতিতে বামেদের দখলদারি কমেছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, নয়া উদারনীতিবাদের জমানা শুরুর দিকে বামেদের বরং শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল। সংসদ, বিধানসভাগুলিতে বাম দলগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ছিল। যে কারণে একসময় জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিতে আপত্তি ছিল না অনেক দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী কিঞ্চিৎ গণতন্ত্রকামী, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির।

কিন্তু নব্য উদারনীতির প্রভাবে যত আর্থিক সংস্কার হতে লাগল, তত সংসদীয় গণতন্ত্র কোণঠাসা হতে থাকল। এমন নয় যে, সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সব উঠে গিয়েছে কিংবা সাধারণ নাগরিকের ভোটাধিকার আর নেই। কিন্তু বাস্তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের মোড়কে স্বেচ্ছাচার, একাধিপত্য বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে, কলকারখানায়, কৃষিজমিতে সংগঠিত শ্রেণি আন্দোলন ধ্বংস হয়েছে। দক্ষিণপন্থী বা মধ্যপন্থী দলগুলির সরকারের এক ধরনের বামপন্থী সংস্কার কৃষক, শ্রমিকের শ্রেণি চেতনার ধার কমিয়ে দিয়েছে।

এতে একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্রকে একমাত্র অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়ার বাম রোডম্যাপ পথ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। অন্যদিকে, শ্রেণি আন্দোলন আর গড়ে উঠছে না। আগেকার দিনে দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যে ধরনের উন্মাদনা, প্রস্তুতি, প্রচার দেখা যেত, এখন তার এক-দশমাংশ আছে কি না সন্দেহ। মাত্র ২৪ ঘণ্টা পর শিল্প ধর্মঘটের যে ডাক ভারতবর্ষে আছে, তা মানুষের মনে তেমন দাগ কাটতেই পারল না।

শ্রেণির বদলে জাতপাতের লড়াই, ধর্মীয় জিগিরের ধাক্কায় ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার পশ্চাদপসরণ, সংসদীয় গণতন্ত্রের মোড়কে গণতন্ত্রের অন্তর্জলিযাত্রা ইত্যাদি মোকাবিলায় যত দিন যাচ্ছে, তত বামেদের দিশাহীনতা স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ছোট শরিকদলগুলি ক্ষয় হতে হতে আলোচনার বাইরে চলে গিয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন দল সিপিআই পুরোপুরি প্রাসঙ্গিকতাকে হারিয়েছে।

সিপিএমও শতবর্ষের চৌকাঠ পেরিয়েছে। ভোটে জেতার লক্ষ্যে কখনও কংগ্রেস, কখনও আইএসএফ ইত্যাদি দলের সঙ্গে জোট গড়ে টিকে থাকার চেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে- এমন কিন্তু দৃশ্যমান নয়। বরং এই বিপরীত ভাবনার দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা দলের কর্মীবাহিনীর শ্রেণি চেতনাকে সজোরে ধাক্কা মারছে নিরন্তর। শ্রেণি সংগ্রামের আলোকে বাম দলগুলির পথচলার যে মৌলিক ধর্ম, সেখান থেকেই বিচ্যুতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতি না বুঝে শুধু সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে আমল না দেওয়ার অভিযোগ তোলা আসলে ভাবের ঘরে চুরি।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা ও সংরচনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়েছে চলেছে কোথায়? চলেছে পরমলক্ষ্যের পানে, বিশ্বের চক্রনাভি, নাভিকেন্দ্র তথা পরমপুরুষের দিকে। তাই তারা এগিয়ে চলেছে ইলেক্ট্রনিক অপূর্ণতা থেকে নিউক্লিয়ার পূর্ণতার দিকে। কেউ এই গতিধারায় বাইরে থাকতে পারে না। সেইজন্যে এর নাম প্রগতি। জেনে বা না-জেনে সবাই এগিয়ে চলেছে সেই চক্রকেন্দ্রের দিকে। আর সেই চক্রকেন্দ্রে কে রয়েছেন? – না, পরুমপুরুষ। তাঁকে ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, তোমার তাঁর ওপর রাগ-অভিমান হতে পারে কিন্তু তুমি তাঁকে ছাড়া থাকতে পার না। কারণ তিনি ছাড়া তোমার আপন আর কে রয়েছে। পরমপুরুষ তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

আলোচিত

বাজারের যাঁর দাম থাকে, তাঁর সেলের কথা ওঠে। যাঁদের দাম নেই, তাঁদের কিনবে কে! দিলীপ ঘোষের দাম আছে। দিলীপ ঘোষ সেলেবল নয়। আবেগ দিয়ে পার্টিকে দাঁড় করিয়েছি। ঘাম-রক্ত দিয়েছি। সেই আবেগের আগুন বুকের মধ্যে আছে। যতই বৃষ্টি হোক আবেগের আগুন নিভে যেতে দেব না। - দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল

লখনউতে আয়োজিত হয়েছিল আম উৎসব। নানা জাতের আম প্লেটে রেখে সুন্দর করে জায়গাটি সাজানো ছিল। প্রচুর ভিড় হয় উৎসবে। হঠাৎ শুরু হয় আম লুট। শাড়ির আঁচল, ব্যাগ, আবার কেউ হাত ভরে আম তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। নিমেষে ফাঁকা জায়গাটি। ভাইরাল ভিডিও।

আজ

১৯৩৮

চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা গুরু দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা সঞ্জীবকুমার।

সোজা-সাপটা

সুরাপাত্রের মস্ত এক অভিনব প্রদর্শনী। সোনা, রুপো, স্ফটিক, কাচ ও কাঠের তৈরি পানপাত্র। ইতিহাসের পাতাজুড়ে প্রাচীনকালের বিখ্যাত যেসব রাজা-রানি আছেন, তাঁদের অনেকেরই সুরাপাত্র স্থান পেয়েছিল ওই প্রদর্শনীতে।

কানকাটা ভ্যানগগ ও শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট

শেখর বসু

ফুলারটন হলের আচ্ছন্নতা কাটতে একটু দেরি হয়েছিল। আস্তে আস্তে ইতিহাস থেকে বর্তমানে ফিরে এলাম। এবার এখানকার চিত্রশালা দেখতে হবে। শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম আর্ট মিউজিয়াম। এক নম্বরে আছে নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট।

অপরূপ এই ভবনটি। বিশালতা এবং সৌন্দর্য একসঙ্গে যেন মিশে আছে এখানে। গত পাঁচ হাজার বছরে গোটা পৃথিবীর শিল্প-সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে নানা বিচিত্র পথে। প্রতি যুগের মানুষরাই আত্মপ্রকাশের স্বতন্ত্র মাধ্যম সৃষ্টি করেছে। ওই পথে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব সব শিল্পকর্ম। শতাধিক বছরের প্রাচীন শিকাগোর এই আর্ট ইনস্টিটিউট ওইসব শিল্পকর্মের বেশ কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করে সাজিয়ে রেখেছে এখানে।

নানা দেশের শিল্পসামগ্রীর জন্যে আলাদা আলাদা গ্যালারি। শিল্পকর্মের সংখ্যা তিন লক্ষ ছাপিয়ে গিয়েছে। কোনও কোনওটি সুবিশাল আকারের। সুদূর এলাকা থেকে কীভাবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে- ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের 'মডার্ন উইং' খোলা হয়েছে অনেক পরে। এই চিত্রশালার ইতিহাসে এটিই হল সবচাইতে বড় আকারের সম্প্রসারণ। নতুন বিভাগটি যুক্ত করার ফলে ইনস্টিটিউটের মোট এলাকা বেড়ে গিয়েছে দু'লাখ চৌষট্টি হাজার স্কোয়ার ফুট। তার ফলে এটি এখন আর নিছক একটি মিউজিয়াম নয়, সুবিশাল এক শিল্প-সাম্রাজ্য।

চিত্রশালার আধুনিক বিভাগে জায়গা পেয়েছে ইউরোপীয় আর্ট, নতুন ধরনের আলোকচিত্র, ভিডিও মিডিয়া, স্থাপত্য ও ডিজাইন গ্যালারি- কী নয়!

একের পর এক গ্যালারি দেখছিলাম, সেইসঙ্গে বাড়ছিল মুগ্ধতার মাত্রা। ইমপ্রেশনিস্ট এবং পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট যুগের ছবির টান আলাদা ধরনের। আর, ওল্ড মাস্টাররা তো আমাদের বিস্ময়বোধকে বাড়িয়েই চলে।

বিখ্যাত সব শিল্পীর মধ্যে এখানে আছেন এদুয়ার্দ মানে, পিয়ের অগুস্ত রেনোয়া, ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, ক্লোদ মানে, পল সেজান, পল গোগ্যাঁ, এডগার দেগা, গ্রান্ট উড। এঁদের ছবি দেখা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এঁদের জীবনকথাও ছবির মতো বর্ণময়, কখনো-কখনো অসম্ভব খাপছাড়া। সব মিলিয়ে শিল্পীরাও বুঝি আলাদা একটা টান তৈরি করে থাকেন।

ভ্যান গগের একটি আত্ম-প্রতিকৃতি আছে এখানে, অসাধারণ ছবি। প্রায় গোটা বাইশেক আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছেন শিল্পী। তবে ওঁর সেলফ-পোর্ট্রেটের প্রসঙ্গ উঠলে ওঁর কানে ব্যান্ডেজ-জড়ানো অসামান্য ছবি দুটির কথা মনে পড়ে যাবে। গোগ্যাঁর সঙ্গে ওঁর সেই ঝগড়া তো রোমহর্ষক কাহিনীর মতো।

দুই শিল্পীই ছিলেন অসামাজিক প্রকৃতির। মিলেমিশে মানিয়ে চলার ধাত ছিল না কারও মধ্যে। সুতরাং ঝগড়া বাধত প্রায়ই। ঝগড়া একদিন চরমে উঠতেই হাতে ক্ষুর নিয়ে গোগ্যাঁকে তাড়া করেছিলেন ভ্যানগগ। পালিয়ে বাঁচেন গোগ্যাঁ, কিন্তু ওই আক্রোশে নিজের কানই কেটে ফেলেছিলেন ভ্যানগগ। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল শিল্পীর। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ওঁর বিস্ময়কর শিল্পীসত্তা ফিরে আসত আবার।

হলুদ রং অসম্ভব প্রিয় ছিল ভ্যানগগের। আর্লের যে বাড়িটিতে তিনি ছিলেন সেটির রং ছিল হলুদ। যে ফুলটির ছবি তিনি সবচাইতে বেশি এঁকেছেন সেটি হল হলুদ রংয়ের সূর্যমুখী ফুল। তাঁর অসামান্য একটি ছবি 'হলুদ চেয়ার'। যে ছেলেটির পোর্ট্রেট জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই ছেলেটির গায়ে হলুদ কোট। তাঁর অসাধারণ আত্ম-প্রতিকৃতির মাথায়ও হলুদ টুপি।

শিল্প-সমালোচকদের অনেকেই ক্লোদ মানেকে সেরা ইমপ্রেশনিস্ট বলে থাকেন। আলো ও পরিবেশের ক্ষণস্থায়ী রূপকে তিনি নানাভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন সারা জীবন ধরে।

বারবার বলেছেন, ছবি আঁকতে হলে বেরোতে হবে ঘরের বাইরে। আর চোখে যা পড়বে, হুবহু তা আঁকার দরকার নেই। সবুজ বন নয়, বনভূমির সবুজ আভাসটুকুই ছবি। শিল্পীর 'খড়ের গাদার' ছবি আছে এখানে। এটি আদতে একটি সিরিজ। দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হত ওই খড়ের গাদায়। তার ফলে একই বিষয়ের রূপান্তর ঘটেছে বারবার।

ভুবনবিখ্যাত কিছু কিছু ছবির পেছনে এক-একটি গল্প আছে। সামান্য কিছু জানা আছে আমার। অপরূপ 'আসল' ছবিগুলি দেখার সময় সেইসব গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বিভিন্ন গ্যালারিতে বিভিন্ন ছবি বা স্থাপত্যকর্মের সামনে বসে ড্রয়িং খাতায় স্কেচ এঁকে নিচ্ছিলেন কিছু নারী ও পুরুষ। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এঁরা নানান দেশের মানুষ। হয়তো ছাত্রছাত্রী, তবে এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু নবীন শিল্পী আছেন। এঁদেরই কেউ কেউ হয়তো ভবিষ্যতের আর্ট গ্যালারির সম্পদ হয়ে উঠবেন।

সুবিশাল আর্ট ইনস্টিটিউটের চারটি তলাই অপরূপ সব শিল্পসামগ্রীতে ভর্তি। এসব ঘুরে ঘুরে দেখা মানে এক অর্থে পৃথিবী প্রদক্ষিণ। কী না আছে এখানে! প্রাচীন মিশরীয়, গ্রিক ও রোমান আর্ট, ভারতীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান ও হিমালয়ান আর্ট, চিন, জাপান ও কোরিয়ার শিল্প, আফ্রিকান আর্ট, আমেরিকান আর্ট, লোকশিল্প, ডেকোরেটিভ আর্টস, স্থাপত্য ও ডিজাইন- সব কিছুরই বিপুল এক সম্ভার।

এই ভবনে বছরে তিরিশটিরও বেশি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়ে থাকে। আমার সফরের সময় দুটি বিশেষ প্রদর্শনী চলছিল দুটি গ্যালারিতে। একটি 'জাপানিজ স্ক্রিনস', অপরটি 'এ কেস ফর ওয়াইন'। দ্বিতীয় অর্থাৎ সুরাপাত্রের প্রদর্শনীটি অভিনব। কত ধরনের যে সুরাপাত্র হয়- তারই মস্ত এক প্রদর্শনী। সোনা, রুপো, স্ফটিক, কাচ ও কাঠের তৈরি পানপাত্র। কোনওটি বিশাল, কোনওটি খুব ছোট, তবে অসাধারণ কারুকার্যে শিল্পসামগ্রী হয়ে উঠেছে প্রতিটিই। সঙ্গে আছে ইতিহাস। ইতিহাসের পাতাজুড়ে প্রাচীনকালের বিখ্যাত যেসব রাজা-রানি আছেন, তাঁদের অনেকেরই সুরাপাত্র স্থান পেয়েছিল ওই প্রদর্শনীতে।

মিউজিয়ামে ক্লাসরুম আছে কয়েকটি। আমেরিকা তো বটেই, অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরাও শিল্পশিক্ষা নিতে আসেন এখানে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা নিয়মিতভাবে এসে শিল্পবিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে যান।

মিউজিয়ামে খাওয়াদাওয়া করার জায়গা আছে তিনটি। গার্ডেন ক্যাফে, ব্যালকনি ক্যাফে, তৃতীয়টির নাম টারজো পিয়ানো। যাঁরা এই মিউজিয়ামের সদস্য তাঁদের জন্যে আছে 'মেম্বার লাউঞ্জ'। সদস্যরা এখানে বসে বিনি পয়সায় চা, কফি খেতে পারেন। শিল্পসংক্রান্ত বইপত্র আছে কয়েকটি আলমারিতে। পছন্দসই বই বা পত্রিকা বেছে নিয়ে ওখানে বসে পড়ার সুযোগ আছে। কেনাকাটা করার জন্যে একটা গিফট শপও আছে মিউজিয়ামে।

একদিকে এখানকার বিভিন্ন ছবির প্রিন্ট বিক্রি করার একটি কাউন্টার আছে। প্রিন্টগুলো চমৎকার। মুদ্রণ এতই উঁচুমানের যে, কিছু কিছু প্রিন্ট আসল ছবির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। প্রিন্ট দেখার পরে ব্যালকনি ক্যাফেতে বসে কফি খেলাম, তারপরেই খেয়াল হল বেশ কিছুটা সময় কেটে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

শিল্পের সমঝদার, পৃষ্ঠপোষক আর ছবি সংগ্রাহকদের মস্ত বড় একটি ভূমিকা থাকে বড় কোনও চিত্রশালা গড়ে তোলার পিছনে। ছবি অন্তপ্রাণ কিছু শিল্পসংগ্রাহক তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বেশ কিছু ছবি তুলে দিয়েছেন শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে। ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ সেই ভালোবাসার দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণও করে থাকে।

এই তালিকার শীর্ষে আছেন শ্রীমতী বার্থা পামর। ইনি ছিলেন শিকাগোর বিখ্যাত এক হোটেলিয়ার পটার পামারের স্ত্রী। স্বামী হোটেলের ব্যবসায় ব্যস্ত থাকতেন আর চিত্ররসিক স্ত্রী ঘুরে বেড়াতেন দেশ-বিদেশের চিত্র প্রদর্শনীতে।

শুধু ছবি দেখাই নয়, ছবি কিনতেনও নিয়মিতভাবে। পুরোনো দিনের বিখ্যাত ছবি সংগ্রহের দিকেই যে তাঁর ঝোঁক ছিল, তা নয়। তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সমকালের বিশিষ্ট শিল্পীরাও। নতুন ধারার উল্লেখযোগ্য ছবি খুঁজে বার করার চোখ ছিল তাঁর।

পিয়ের অগুস্ত রেনোয়ার ছবির খুব অনুরাগী ছিলেন শ্রীমতী পামার। দুজন তরুণী জার্মান অ্যাক্রোব্যাট কমলালেবু সংগ্রহ করছে। এই ছবিটি পামারের খুব প্রিয় ছিল। প্রথম সুযোগেই ছবিটি কিনে নিয়েছিলেন তিনি। ছবিটি তাঁর এত পছন্দসই ছিল যে, সবসময় এটি তাঁর সঙ্গেই থাকত। এমনকি পূর্ব উপকূল ও ইউরোপে ভ্রমণের সময়ও ছবিটি তিনি কাছছাড়া করেননি।

এদুয়ার্দ মানের আঁকা ঘোড়দৌড়ের ছবিটিও তাঁর অসম্ভব প্রিয় ছিল। ঘোড়দৌড়ের বিস্তর ছবি আঁকা হয়েছে আগে, কিন্তু সবই পাশ থেকে। মানের এই ছবিতে ঘোড়দৌড়ের দৃশ্যটি মুখোমুখি। দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা একঝাঁক ঘোড়া আর তাদের পিঠের সঙ্গে লেপটে থাকা জকিদের উত্তেজনা ও মুখভঙ্গি ধরা পড়েছে এই ছবিটিতে। ক্লোদ মানেও ছিলেন শ্রীমতী পামারের প্রিয় শিল্পী। ১৮৯২ সালে তিনি শিল্পীর কাছ থেকে ২৫টি ছবি কিনে নিয়েছিলেন। পরের বছর শিল্পীর বিখ্যাত 'স্ট্যাকস অব হুইট' সিরিজের আটটি ছবি কিনে নেন।

ক্যামিলে পিসারো দিগন্তব্যাপী মাঠঘাট, গাছপালার ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। ১৮৮০ সাল নাগাদ ল্যান্ডস্কেপ-আঁকিয়ে শিল্পী নরনারীর ছবি আঁকার দিকে নজর ফিরিয়েছিলেন। নতুন পর্বের এইসব ছবির মধ্যে ছিল 'উওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড' ছবিটি। এটিও কিনে নিয়েছিলেন শ্রীমতী পামার।

চিত্ররসিক এই মহিলার বিপুল সংগ্রহের মধ্যে গুটিকয়েকের কথা জানাতে পারলাম এখানে। এগুলি এবং আরও অনেক অমূল্য ছবি শ্রীমতী পামার ১৯২২ সালে শিকাগোর এই চিত্রশালাকে দান করে দেন।

বিখ্যাত ছবি ও স্থাপত্য শুধু শিল্পমূল্যে নয়, অর্থমূল্যেও বিরাট। বিখ্যাত ছবির দাম কোটি কোটি টাকা। কিছু কিছু ছবি আছে যা 'সপ্তম আশ্চর্যের' মধ্যে না পড়লেও বোধহয় অষ্টাদশ আশ্চর্যের মধ্যে জায়গা পেতে পারে। এই যেমন লিওনার্দোর 'মোনালিসা'। এটিকে চিরকালের শ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট বলা যেতে পারে। এটি আছে প্যারিসের লুভের মিউজিয়ামে। পৃথিবী বিখ্যাত এই ছবিটি নিয়ে আরও একদিন কথা বলার অবসর রইল।

জনমন জনমত

শুভমানের অধিনায়কত্বে ক্রিকেটে নবজাগরণ

টেস্ট ক্রিকেট থেকে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি একসঙ্গে অবসর নেওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট দলে বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তবে নবনির্বাচিত সহ অধিনায়ক

ঋষভ পন্থ এবং অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যে উজ্জীবিত ক্রিকেট খেলছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। লিডসে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রথম টেস্ট ম্যাচটায় ভারত ভালো শুরু করেও টেলএন্ডারদের ব্যাটিং ব্যর্থতা এবং প্রচুর ক্যাচ ফসকানোর খেসারত দিয়ে পাঁচ উইকেটে পরাজিত হয়েছিল আয়োজক দেশ ইংল্যান্ডের কাছে।

তবে সদ্য সমাপ্ত এজবাস্টন টেস্ট ম্যাচটায় ভারতীয় দল শুরু থেকেই ছিল চালকের আসনে। ১৯৬৭ সাল থেকে ভারত এজবাস্টনে টেস্ট ম্যাচ খেললেও কখনও জয়ের মুখ দেখেনি। এবার ৫৮ বছর পরে সেই বদনামটাও ঘুচে গেল।

আশা রাখছি, চলতি টেস্ট সিরিজের বাকি তিনটি টেস্ট ম্যাচেও ভারতীয় ক্রিকেটাররা শুভমানের নেতৃত্বে এরকমই প্রাণবন্ত ক্রিকেট উপহার দেবেন। শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়া টেস্ট সিরিজটা জিতে নিতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। হে ঈশ্বর, এমন অপ্রত্যাশিত নবজাগরণটাই যেন হয়!

সঞ্জীবকুমার সাহা, মাথাভাঙ্গা।

এক নিঃশব্দ বিপ্লবের নাম নীরজ চোপড়া

৫ জুলাই ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়ার হাত ধরে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল, যা দেশবাসী হয়তো টেরই পাননি। সেদিন 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' নামক একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। এহেন নামকরণের কারণ, নীরজই ২০২১ টোকিও অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনার পদক জিতে ভারতের ইতিহাসে প্রথম ট্র্যাক ও ফিল্ড অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হন। তাঁর সম্মানে এবং তরুণ অ্যাথলিটদের অনুপ্রাণিত করতে এই প্রতিযোগিতার নামকরণ। যাইহোক, প্রতিযোগিতাটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বের তাবড় জ্যাভলিন থ্রোয়ার জুলিয়ান ওয়েবার, জুলিয়াস ইয়ুগোর মতো সেরা ব্যক্তিরা। বেঙ্গালুরুর কান্তি রাভা স্টেডিয়ামে সেদিন ছিল উপচে পড়া ভিড়।

ভারতে আয়োজিত এই বিশ্বমানের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাটি ভারতকে বিশ্বের ক্রীড়া মানচিত্রে অভিজাত তালিকাভুক্ত করল। বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক এই প্রতিযোগিতাটিকে গোল্ড লেভেল ইভেন্টের মর্যাদা দেওয়া হল, সেটাও ভারতের ক্রীড়া জগতের কাছে একটা বড় সম্মানজনক পাওনা। নিজের নামাঙ্কিত টুর্নামেন্টে বিজয়ী হলেন নীরজ চোপড়া স্বয়ং, যেমনটা হয়েছিলেন কার্লসেন তাঁর নিজের নামাঙ্কিত টুর্নামেন্টে।

বিশ্বনাথন আনন্দের হাত ধরে আজ ভারতের উঠতি তারকারা যেমন বিশ্ব মঞ্চে নিজেদের উপস্থিতি জোরালোভাবে জানান দিচ্ছে, আগামীতে নীরজের হাত ধরে ভারতের উঠতি তারকারা বিশ্ব মঞ্চে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে ঝড় তুলুক। ঠিক যেমন ভারতের অন্যতম ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অল ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টজয়ী পুলেল্লা গোপীচাঁদের হাত ধরে উঠে এসেছিলেন প্রথম অলিম্পিক পদকজয়ী মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহওয়াল, পরপর দুই অলিম্পিকে রৌপ্য পদক ও ব্রোঞ্জ পদকজয়ী পিভি সিন্ধুর মতো তারকারা।

আগামীতে নীরজের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হোক ভারতের উঠতি তরুণ প্রজন্ম, ঝড় উঠুক ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে। পোডিয়ামে উড়ুক তেরঙা, বেজে উঠুক 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ...' একজন ভারতীয় হিসেবে, একজন ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে শুধু এটুকুই চাওয়া।

দীপু রায়
উত্তর রাঙ্গালিবাজনা, আলিপুরদুয়ার।

কমলানগরের বেহাল দশা

শালুগাড়ার কমলানগরে সবরকম দূষণ যেমন- জল দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ও মৃত্তিকা দূষণ ভীষণভাবে বর্তমান। বাসিন্দারা জালি সহ দুটো করে জানলা ও দরজা ২৪ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখেন ভীষণ শব্দ ও বায়ু দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

কমলানগরে দুটো নামী মিষ্টির দোকানের কারখানা, একটা কাচের কারখানা, সয়াবিনের ফ্যাক্টরি এবং অনেকগুলো লৌহজাত গুদামঘর-মালগুদাম বর্তমান। তারপর গোদের ওপর বিষফোড়া। বলতে সারাদিন মালবাহী ভারী যানবাহন চলাচল। রাস্তার দুইপাশে যেখানে নর্দমা নেই, সেখানে পাইপের মাধ্যমে বাড়ির অপরিষ্কার জল রাস্তায় ফেলা হয়। আরও আছে। হাইওয়ের পাশে কমলানগর রাস্তার শুরুতেই রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। পরিণতি ভয়ংকর ও ভয়াবহ। বর্ষার মরশুম চলছে। কখন যে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয় সেই আশঙ্কায় থাকি।

এদিকে, রোজ রাতে পাল্লা দিয়ে চলে গাড়ি ধোয়া। আমি প্রতিবাদও করেছি। কিন্তু ওই যে, 'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?'

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৭

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ছিপছিপে গড়নের, কৃশ, রোগা ৫। বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা ৬। আকাশগঙ্গা, ছায়াপথ ৮। খরগোশ, চাঁদের কলা বা অংশ ৯। জাতি, খাজনা, শুল্ক বাঙালি হিন্দুর পদবিবিশেষ ১১। যে মালা দিয়ে পতিকে বরণ করা হয় ১৩। তানপুরা ১৪। পুরাণোক্ত সর্ব-অভীষ্ট দায়িনী গাভী।

উপর-নীচ : ১। এক দৌড়, এক প্রস্থ ২। একক, নিঃসঙ্গ, কেবল ৩। অন্তঃপুর, অন্দরমহল ৪। উপযুক্ত, লায়েক ৬। কীর্তি, খ্যাতি ৭। প্রকাশিত, প্রচারিত, প্রদর্শিত ৮। আশ্রয়দাতা, রক্ষক ৯। চাঁদের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ ১০। ব্যায়ামের কৌশল, কায়দা, কৌশল ১১। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১২। বোধ, উপলব্ধি ১৩। দেহ, মূর্তি, সুন্দর ও কৃশ, কমনীয়।

সমাধান ■ ৪১৮৬

পাশাপাশি : ১। উৎকোচ ৩। চাটিম ৫। আনন্দলহরি ৬। শারদা ৭। শতেক ৯। আদিঅকৃত্রিম ১২। মটকা ১৩। শনৈশ্চর।

উপর-নীচ : ১। উত্তরাশা ২। চয়ন ৩। চাতাল ৪। মঞ্জুরি ৫। আদা ৭। শম ৮। কলস্বর ৯। আদিম ১০। অলকা ১১। ত্রিংশ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চাকরিতে ৩৫ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিহারে

পাটনা, ৮ জুলাই : বিহারের ক্ষমতা ধরে রাখতে মহিলা ভোটব্যাংককেই পাখির চোখ করছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এর আগে মদ নিষিদ্ধ করে বিহারে মহিলাদের সাধুবাদ কুড়িয়েছিলেন তিনি। এবার বিহারের সমস্ত রকমের সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নীতীশ। তিনি বলেছেন, 'যে সমস্ত মহিলা বিহারের প্রকৃত বাসিন্দা, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরের সর্বপ্রকার চাকরিতে ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে।' সরকারি চাকরিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন জেডিইউ সুপ্রিমো। মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি নীতীশের হাত ধরে বিহার সাফল্যের মুখ দেখেছে। সেই কারণে মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করেন। বস্তুত, মহিলা এবং নতুন ভোটারদের সমর্থন পেতে বিরোধী আরজেডি-কংগ্রেসও মরিয়া। কিন্তু রাজ্য সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মহাজোটকে ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছেন নীতীশ। তিনি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'বিহারের শাসন এবং প্রশাসনে মহিলারা যাতে বড় ভূমিকা নেন, সেই উদ্দেশ্যেই সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' এর পাশাপাশি তরুণদের কাছে পৌঁছোতে এদিন বিহার ইয়ুথ কমিশন গঠনের ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই সংস্থা গঠনের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'বিহারের তরুণদের আরও বেশি করে কাজের সুযোগ ও প্রশিক্ষণ দিতে এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ওই কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

ভারত বনধে আজ দুর্ভোগের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : বুধবার ১০টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ভারত বনধে দেশজুড়ে প্রবল দুর্ভোগের শিকার হতে পারেন আমজনতা। ব্যাংক, বিমা, ডাক, কয়লা খনি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িত ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে শামিল হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক শ্রমিকবিরোধী এবং জনবিরোধী পদক্ষেপের প্রতিবাদে ভারত বনধের ডাক বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের। এআইটিইউসির সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কৌর বলেন, 'সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র মিলিয়ে ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক যেমন এই বনধে যোগ দেবেন, তেমনই কৃষক এবং খেতমজুররাও এই কর্মসূচিতে শামিল হবেন।' অপরদিকে এইচএমএস নেতা হরভজন সিং সিধু বলেন, 'ব্যাংক, ডাক, কয়লা খনি, কারখানা এবং সরকারি পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা এই বনধে যেহেতু যোগ দিচ্ছেন, এই পরিষেবাগুলির ওপর বুধবার তাই প্রভাব পড়বে।' ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস ও আরজেডি। মঙ্গলবার আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, বুধবার তিনি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পাটনায় চাক্কা জ্যাম কর্মসূচিতে শামিল হবেন।

অচল হতে পারে এটিএমগুলিও। শ্রম কোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ বন্ধ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষকদের ন্যূনতম সহায়কমূল্য দেওয়া সহ মোট ১৭ দফা দাবিতে ভারত বনধ ডেকেছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধের বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত অফিস খোলা থাকবে। কর্মীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে একদিনের বেতন কাটা হবে।

জলমগ্ন এলাকা। কলার ভেলায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। মঙ্গলবার অসমের হোজাই জেলায়।

ট্রেনে গণধর্ষণের পর ছুড়ে ফেলা হল বধূকে

হরিয়ানার পানিপত স্টেশনে

চণ্ডীগড়, ৮ জুলাই : ট্রেনের খালি কামরায় এক মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল হরিয়ানায়।

অভিযোগ, পানিপত স্টেশনে একটি ফাঁকা ট্রেনের বগিতে ৩৫ বছরের ওই গৃহবধূকে গণধর্ষণ করার পর সোনিপত এলাকায় ট্রেন লাইনের ওপর ফেলে দেওয়া হয়। লাইনের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকার সময় ট্রেনের চাকায় পা কাটা পড়ে তাঁর। এখন তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলা ২৪ জুন নিখোঁজ হন। ২৬ জুন তাঁর স্বামী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রী মাঝেমধ্যেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতেন। তবে নিজের থেকেই ফিরেও আসতেন। এবার আর ফেরেননি।

ওই মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, ঝগড়া করে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন বাড়ি থেকে। তারপর ফাঁকা রেলস্টেশনে তিনি বসে ছিলেন। সেই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে ভাব জমান। বলেন, মহিলার স্বামীই নাকি পাঠিয়েছেন তাঁকে। সেই বিশ্বাসে তিনি ওই ব্যক্তির সঙ্গে যান। এরপর পানিপত স্টেশনে একটি ফাঁকা ট্রেনের বগিতে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। পরে আরও দুই ব্যক্তি এসে ধর্ষণ করে তাঁকে। এরপর তাঁকে সোনিপতে নিয়ে গিয়ে ট্রেন লাইনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানেই একটি ট্রেন তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়, ফলে পা কাটা পড়ে।

সোনিপতের কিছু দোকানদার ও প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তাঁরা একজন মহিলার কান্নার আওয়াজ শুনে ছুটে যান এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন। মহিলাকে প্রথমে সোনিপত জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে রোহতক পিজিআই-তে স্থানান্তরিত করা হয়।

একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পানিপতের পুলিশ সুপার ভূপেন্দ্র সিং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের জেরা করাও চলছে। তবে ধর্ষণের প্রমাণ এখনও মেলেনি। শনাক্ত করা যায়নি অভিযুক্তদেরও।

'তোমরা আগামী দিনের নভশ্চর'

মহাকাশ থেকে পড়ুয়াদের বার্তা শুভাংশুর

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে নয় নয় করে ১২ দিন থাকা হয়ে গেল ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লার। মহাকাশ সফরের দ্বাদশ দিনে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা হল অসম ও মেঘালয়ের সাতটি স্কুলের কয়েকজন পড়ুয়ার।

মঙ্গলবার এই বিশেষ কথোপকথনের আয়োজন হয় শিলংয়ের উত্তর-পূর্ব মহাকাশ ব্যবহার কেন্দ্র (নেস্যাক)-এ। হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে শুভাংশু ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে শুভাংশু বলেন, 'তোমাদের অনেকেই একদিন মহাকাশে যাবে, এমনকি চাঁদে হাঁটতেও পারো।' মহাকাশ জীবনের মুহূর্ত, প্রশিক্ষণের গুরুত্ব এবং কীভাবে ওজনহীন অবস্থায় সুস্থ থাকা যায়, তা নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন শুভাংশু। তিনি বলেন, 'আমরা সূর্যকে অনুসরণ করি না। আইএসএস প্রতি ৯০ মিনিটে একবার ঘোরে পৃথিবীকে। তাই দিনে ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখি আমরা। তবে আমাদের সময়সূচি চলে গ্রিনউইচ মিন টাইম অনুসারে।'

মহাকাশে শরীরের পরিবর্তন প্রশ্নে শুভাংশু বলেন, 'পৃথিবীতে আমরা অভিকর্ষে বড় হই। কিন্তু মহাকাশে সেটা থাকে না। তাই পেশি ও হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য আমরা রোজ ট্রেড মিল, সাইক্লিং ও স্ট্রেংথ ট্রেনিং করি।' প্রশিক্ষণ সম্পর্কে শুভাংশু বলেন, 'জরুরি পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়। সেটা ভারতে হোক বা রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে। দলগত কাজ ও সহানুভূতি খুব

গুরুত্বপূর্ণ। এটা নভশ্চরদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করে।' তিনি আরও বলেন, রোবোটিক্স ও কৃত্রিম মেধা মহাকাশে অনেক কাজ সহজ করে দেয়। তাঁর কথায়, 'রোবোটিক আর্মের মাধ্যমে আমরা ভিতরে ও বাইরে— দু'ধরনের কাজেই সাহায্য পাই।' সাকুল্যে ২০টি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন পড়ুয়ারা। সাক্ষাৎকারের মেয়াদ ছিল মাত্র ১০ মিনিট। যতটা সম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেন শুভাংশু।

এনকাউন্টারে হত দুষ্কৃতী

পাটনা, ৮ জুলাই : গুলির লড়াইয়ে প্রাণ গেল বিহারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোপাল খেমকা খুনের মূল অভিযুক্তের। তার নাম বিকাশ ওরফে রাজা (২৯)। সোমবার রাত ২টো ২৫ মিনিটে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিকাশের খোঁজে পাটনার দামারিয়া ঘাট এলাকায় আসে পুলিশের বিশাল বাহিনী। পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করে বিকাশ। সেই সময় গুলি ছোড়ে সে। পালটা জবাব দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে বিকাশ। কোনও পুলিশ আধিকারিক অবশ্য হতাহত হননি।

বিতর্কে খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভুল নাম উচ্চারণ করে বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গে বলেন, 'আমাদের জল, জঙ্গল এবং জমি সুরক্ষিত হওয়া উচিত। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিজেপি বলে ওরা মুর্মাকে এবং কোভিডকে রাষ্ট্রপতি করেছে। কিন্তু কেন? যাতে আমাদের সম্পদ, আমাদের জঙ্গল এবং জমি কেড়ে নেওয়া যায়। আম্বানি, আদানিরা এখন সবকিছুর দখলে রাখছে।' বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেন, 'দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে অবমাননাকর শব্দ প্রয়োগ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। উনি মহিলা, দলিত এবং আদিবাসী বিরোধী।'

কসবা কাণ্ড

নাড্ডাকে তথ্যানুসন্ধানী টিমের রিপোর্ট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : কসবা-কাণ্ডে গোটা পশ্চিমবঙ্গেই রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। ঘটনাস্থলে তদন্তে গিয়ে রাজ্যে 'আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া'র অভিযোগ তুলেছে বিজেপির তথ্যানুসন্ধানী দল। মঙ্গলবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার হাতে তদন্ত রিপোর্ট তুলে দিলেন দলের নেতারা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেছেন।

বিজেপি প্রতিনিধিদলের সদস্য ও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ড. সত্য পাল সিং সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ অরাজকতার দিকে এগোচ্ছে। যেখানে আইনজীবীদের তৈরি হওয়ার কথা, সেই প্রতিষ্ঠানে এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, এই ঘটনা গোটা দেশের জন্য লজ্জার।' তিনি বলেন, 'সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। অথচ এই রাজ্যে নারী নির্যাতনের অধিকাংশ অভিযোগেই এফআইআর হয় না। যদি হয়ও, তা ঠিকমতো তদন্ত হয় না।

এমনকি এই মামলায় আমরা দেখেছি, অভিযুক্তদের নাম এফআইআর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু নামের প্রথম অক্ষর রাখা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত ও সহ অভিযুক্তের নামের আদ্যক্ষরও ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৪৫ বছরের পুলিশি জীবনে এমন উদাহরণ আমি দেখিনি।'

তিনি আরও দাবি করেন, মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগে একাধিক অভিযোগ থাকলেও প্রশাসন তা উপেক্ষা করেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কলেজ পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের সুপারিশে নিয়োগ করা হয়েছিল বলেও তিনি দাবি করেন।

বিজেপি সাংসদ ও প্রতিনিধিদলের সদস্য বিপ্লব দেব বলেন, 'সরকারি আইন কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটি বেসরকারি সংস্থাকে, যা স্থানীয় তৃণমূল নেতার সুপারিশেই হয়েছিল। এই নিরাপত্তাহীনতাই এমন ভয়াবহ ঘটনার জন্ম দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, না হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।'

এদিন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'এই রিপোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে এখন আর আইনের শাসন নেই। সন্দেশখালি, আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা কিংবা আইন কলেজের ধর্ষণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা ও অপরাধীদের রক্ষা করার প্রবণতা একই রকম। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন।'

পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু তরুণের

টেক্সাস, ৮ জুলাই : চারিদিকে শুধু জল আর জল। বন্যা-ভূমিধসে টেক্সাসে পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা পেরিয়েছে ১০৪। নিখোঁজ বহু। এই পরিস্থিতিতে পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন বছর ২৭-এর জুলিয়ান আয়ান। ঘরে ক্রমাগত জল ঢুকছে দেখে স্ত্রী, সন্তান ও মাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে ঝুঁকি নিয়ে জানলার কাচ ভেঙে ছাদে উঠতে চেয়েছিলেন আয়ান। কিন্তু কাচের টুকরোয় হাতের ধমনী কেটে যায় তরুণের। নিজের আঘাতকে উপেক্ষা করে পরিবারকে সুরক্ষিত করলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় আয়ানের।

প্রবল বন্যায় মাথার ছাদ হারিয়ে দিশাহারা টেক্সাসবাসী। ইতিউতি ভাসছে কম্বল, টেডিবিয়ার, খেলনা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কের কাউন্টি। দুর্যোগ থামার কোনও লক্ষণ নেই। আগামী দু-দিন জারি রয়েছে ভারী বৃষ্টি-বন্যার সতর্কতা। পাঁচদিন পেরোলেও খোঁজ মেলেনি সামার ক্যাম্পের ২৭ পড়ুয়ার। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বিপর্যয়কে ১০০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

ভারতের সঙ্গে চুক্তি শীঘ্রই : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই : একসঙ্গে ১৪টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্ক বসানোর ঘোষণা করার মাঝেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে ব্রিটেন ও চিনের সঙ্গে চুক্তি করেছি। ভারতের সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছে।' তিনি জানান, যেসব দেশের সঙ্গে সমঝোতা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের যুক্তরাষ্ট্র কেবল 'চিঠি পাঠিয়ে'ই বাড়তি শুল্ক বসানোর কথা জানিয়ে দিচ্ছে। তাঁর কথায়, 'আমরা অবিচার করব না। কোনও দেশ তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারলে আমরা কিছুটা ছাড়ও দিতে পারি। আলোচনার দরজা খোলাই রয়েছে।'

১ অগাস্ট থেকে নতুন শুল্ক কার্যকর হতে চলেছে। এর ফলে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মতো দেশগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা।

ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কোনও দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা শুল্ক বসালে সেটাও আমেরিকার শুল্কে যোগ হবে। যেমন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আপনারা যদি আমাদের পণ্যে বাড়তি শুল্ক বসান, তাহলে তার পরিমাণটুকু আমরা আমাদের ২৫ শতাংশ শুল্কে যোগ করব।'

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে চলতি আলোচনার মূল বিতর্ক কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার খোলা নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র চায়, ভারত যেন তাদের জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত (জিএম) শস্য ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেয়। এই দাবিকে 'কৃষকের জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি' মনে করে ভারত।

ভারতের অর্থনীতির মাত্র ১৬ শতাংশ কৃষি-খাত থেকে আসে। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ কৃষিনির্ভর। তাই বিদেশি সস্তা কৃষিপণ্য এলে দেশের বাজারে দামে ধস নামার আশঙ্কা। ভারত সাধারণত কৃষিকে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বাইরে রাখে। আমেরিকাকে বাজারে ঢোকার ছাড় দিলে একই সুবিধা অন্য দেশগুলিকেও দিতে হতে পারে।

ভারত চাইছে, দেশীয় রপ্তানির ওপর আমেরিকা যেন শুল্ক কমায়। বিশেষ করে চর্মশিল্প, পোশাক ও জুতো-র মতো ক্ষেত্রগুলিতে। এই খাতগুলি বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সঙ্গে জড়িত। ভারতের দাবি, দুই দেশের রপ্তানিতে ভারসাম্য না এলে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। দু'দেশই আপাতত একে অপরের রপ্তানি পণ্যের ওপর কিছু শুল্ক কমাতে বা তুলে নিতে রাজি হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য — রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ কাট বা একে অপরকে সমান সুযোগ দেওয়া। এখন দেখার, কৃষি ও দুধের মতো স্পর্শকাতর ক্ষেত্রগুলিকে এড়িয়ে ভারত-আমেরিকা 'মিনি ট্রেড ডিল' কতদূর এগোয়।

কুকুরের ডাকে প্রাণ বাঁচল ৬৭ জনের

বন্যায় বিপর্যস্ত হিমাচলপ্রদেশ

সিমলা, ৮ জুলাই : কুকুর শুধু প্রভুভক্তই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাসও দিতে পারে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে কি না তার প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রতি তার সংবেদনশীলতা তাকে ভূমিকম্প, ঝড় কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম বুঝতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ঘেউ ঘেউ করে সে সতর্ক করে দেয় পরিবারকে, বুঝিয়ে দেয় বিপদ আসছে। হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি জেলার অতি সম্প্রতি একটি গ্রামের ২০টি পরিবারের ৬৭ জনকে রাক্ষুসে হড়পা আর ধসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল এক সারমেয়।

রাত নিঝুম। ঘড়ির কাঁটা একটার ঘরে। মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি জেলার ধরমপুরের সিয়াথি গ্রামে। গ্রামবাসী ঘুমের কোলে। নরেন্দ্র নামে এক বাসিন্দার বাড়ির তিন তলায় চিৎকার শুরু করল বাড়ির পোষা কুকুর। ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাতে কুকুরকে চুপ করাতে গিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। সেখানে ফাটল। নরেন্দ্র দুড়দাড় করে নেমে পরিজনদের জাগিয়ে বাইরে এসে গ্রামের অন্যদের জাগান। তাঁর চিৎকারে গ্রামের সব পরিবার বাইরে এসে দেখেন, পাহাড় থেকে ভয়ংকর কিছু নেমে আসছে। দুর্ধর্ষ গতিতে ছুটতে ছুটতে তাঁরা আশ্রয় নেন গ্রামের সবচেয়ে উঁচু জায়গা নয়নাদেবীর মন্দিরে। তাঁদের আশ্রয় নেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে পাহাড় থেকে নেমে আসা হড়পা বান আর ধসে তলিয়ে গেল আস্ত বাড়িগুলি। তিল তিল করে গড়ে তোলা বেশিরভাগ বাড়ি চোখের নিমেষে নিশ্চিহ্ন। গ্রামবাসীদের দু'চোখে তখন বাঁধভাঙা বন্যা। সব শেষ। কিছুই বাঁচল না। সেই কৃতিত্ব কিন্তু এক সারমেয়র।

হিমাচলে এবারের দুর্যোগে ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ট্রাম্পকে শান্তির নোবেল, সুপারিশ নেতানিয়াহুর

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই : পাকিস্তানের পর এবার ইজরায়েলও চাইছে নোবেল শান্তি পুরস্কার উঠুক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে। ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছিল পাকিস্তান। নোবেল কমিটিকে সেই প্রস্তাবও জানিয়েছিল তারা। এবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

সোমবার হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে নেতানিয়াহু ট্রাম্পের হাতে এই মনোনয়নের চিঠি তুলে দেন।

নেতানিয়াহু বলেন, 'আমি শান্তি পুরস্কারের জন্য আপনার নাম মনোনীত করে নোবেল কমিটিকে যে চিঠি লিখেছি, সেটি আজ আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য এবং আপনারই পাওয়া উচিত।'

এই মনোনয়ন পেয়ে কিছুটা বিস্মিত হলেও নেতানিয়াহুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেন, 'আমার কাছে এটা অভাবনীয় সম্মান। বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে এ সম্মান পাওয়াটা আমার কাছে খুব অর্থবহ ও আনন্দের। অনেক অনেক ধন্যবাদ।' এরপরই তিনি বলেন, 'আমি যুদ্ধ থামাচ্ছি। কারণ, মানুষের মৃত্যু আমার ভালো লাগে না।'

'বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা'য় ট্রাম্পের ধারাবাহিক ভূমিকার প্রশংসা করে নেতানিয়াহু বলেন, 'বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর নেতৃত্ব প্রশংসনীয়। আমাদের দুই দেশের যৌথ প্রয়াস এক অসাধারণ জুটি তৈরি করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প এখন একের পর এক দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছেন।'

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা

উদ্বিগ্ন এক্স

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : ভারতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে এবার একরাশ উদ্বেগ প্রকাশ করল ধনকুবের এলন মাস্কের জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ওই উদ্বেগ অমূলক বলে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। সম্প্রতি রয়টার্স ও রয়টার্স ওয়ার্ল্ডের এক্স অ্যাকাউন্টটি ব্লক করা হয়েছিল। পরে অবশ্য সেটি আনব্লক করা হয়। রয়টার্সকে রুদ্ধ করার ঘটনায় মঙ্গলবার মাস্কের সংস্থার তরফে বলা হয়, গত সপ্তাহে ৩ জুলাই ভারত সরকার এদেশে ২৩৫৫টি অ্যাকাউন্ট ব্লক করার নির্দেশ দিয়েছিল এক্সকে। সেগুলির মধ্যে রয়টার্সের অ্যাকাউন্টও ছিল। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯এ ধারায় ওই অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক করতে বলা হয়েছিল। না করলে অপরাধমূলক দায়িত্ব তাদের কাঁধে বর্তাবে বলে সতর্কও করে দেওয়া হয়।

এক্সের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক কোনওরকম কারণ না দেখিয়েই একঘণ্টার মধ্যে নির্দেশ মানতে বলেছিল। রয়টার্সের অ্যাকাউন্ট ব্লক করার বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হওয়ার পরই সেটি আনব্লক করার অনুরোধ করে কেন্দ্র। এক্স বলেছে, 'এইভাবে ব্লক করার নির্দেশের মাধ্যমে ভারতে যেভাবে সংবাদমাধ্যমের ওপর সেন্সরশিপ জারি করা হচ্ছে তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এক্স সমস্ত আইনি দিক খতিয়ে দেখছে। ব্যবহারকারীদের মতো এক্সও ভারতীয় আইন মেনে চলে। আমরা ব্যবহারকারীদের আইনি সমাধান খোঁজার আর্জি জানাচ্ছি।'

এক্সের বক্তব্যের বিরোধিতা করে কেন্দ্র বলেছে, 'সরকার ৩ জুলাই নতুন করে ব্লক করার নির্দেশ দেয়নি। রয়টার্স, রয়টার্স ওয়ার্ল্ডের মতো বিখ্যাত সংবাদ চ্যানেলগুলি ব্লক করার কোনও অভিপ্রায়ও সরকারের নেই। যে মুহূর্তে রয়টার্স ও রয়টার্স ওয়ার্ল্ডের এক্স হ্যান্ডেল ব্লক করা হয়, তখনই পত্রপাঠ এক্সকে চিঠি লিখে সেগুলি আনব্লক করতে বলেছিল সরকার।' কেন্দ্রের দাবি, এলন মাস্কের সংস্থা অহেতুক এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিকে নিয়ে জলঘোলা করছে। সরকার লাগাতার ৫ জুলাই রাত থেকে এক্সের অ্যাকাউন্ট আনব্লক করার চেষ্টা করেছে।

টেক্সাসে দুর্ঘটনা, মৃত ৪ ভারতীয়

অস্টিন, ৮ জুলাই : মুহূর্তে আনন্দ পরিণত হল বিষাদে। ছুটি কাটাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চার ভারতীয়র। তাঁরা হায়দরাবাদের বাসিন্দা। আটলান্টায় আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁদের গাড়ি। হঠাৎ একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে গাড়িটির। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় এসইউভিটিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চারজনের। রবিবার টেক্সাসের ডালাসের কাছে গ্রিন কাউন্টি হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত চলছে। তাঁদের দেহ হায়দরাবাদে আনার তোড়জোড় চলছে। মৃত চারজন হলেন ভেঙ্কট বেজুগাম ওরফে শ্রী ভেঙ্কট, তাঁর স্ত্রী তেজস্বিনী ছোলেতি, তাঁদের দুই সন্তান সিদ্ধার্থ ও মৃদা। এর আগে ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে টেক্সাসে পথ দুর্ঘটনায় এভাবেই মৃত্যু হয়েছিল চার ভারতীয়র।

বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট পেশ

ড্রিমলাইনারকে সার্টিফিকেট এয়ার ইন্ডিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : অবশেষে কেন্দ্রের হাতে জমা পড়ল আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট। মঙ্গলবার এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের কাছে ওই রিপোর্টটি জমা দেয়। বিমান দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। কীভাবে এআই-১৭১ উড়ানটি আকাশে ওড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ল, সেই ব্যাপারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে। চলতি সপ্তাহের শেষদিকে রিপোর্টটি প্রকাশ্যে আনা হবে বলে খবর।

এদিকে সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-র একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছিল মঙ্গলবার। সেখানে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক, ডিজিসিএ, এএআই, বিসিএএস, এইআরএ-র শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও উইলসন ক্যাম্পবেল ও অন্যান্য বেসরকারি বিমান পরিবহণ সংস্থার প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়েছিল। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ ওঠে। বোয়িংয়ের ড্রিমলাইনার বিমানের মান নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। বৈঠকে টাটাদের মালিকানাধীন সংস্থার তরফে সাফ জানানো হয়, বোয়িংয়ের ড্রিমলাইনার বিমান নিরাপদতম যাত্রীবিমানগুলির মধ্যে একটি। সারাবিশ্বে ১ হাজারেরও বেশি ড্রিমলাইনার বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বৈঠকটি বিমানবন্দরে লেভি চার্জ নিয়ে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেটি অচিরেই বিমান দুর্ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে উপস্থিত সাংসদরা সুরক্ষা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অডিটের দাবিও তোলেন। বৈঠক শেষে এনসিপি সাংসদ প্রফুল পটেল সাংবাদিকদের জানান, 'ভারতীয় বিমান পরিষেবা নিরাপদ। যাত্রীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তবে ডিজিসিএ -তে শীর্ষ পর্যায়ে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের সাময়িকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।' অন্যদিকে পহলগামে জঙ্গি হামলার পর শ্রীনগর থেকে অন্যান্য শহরে বিমানের ভাড়া হঠাৎ বেড়ে যায়। পর্যটকরা বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা গুনে ঘরে ফিরতে বাধ্য হন। সেই প্রসঙ্গে পিএসি চেয়ারম্যান কেসি বেনুগোপাল বলেন, 'পহলগাম হামলার পরে এবং কুম্ভমেলার সময় বিমান ভাড়া যে হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভাড়াবৃদ্ধি রুখতে একটি স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত নীতি মানতে হবে।'

ভারতীয় বায়ুসেনা, হ্যাল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ডের প্রযুক্তি বিশারদরা এই তদন্তে শামিল হয়েছিলেন।

কেরলে 'বান্টি-বাবলি'র খোঁজে পুলিশ

তিরুবনন্তপুরম, ৮ জুলাই : রুপোলি পর্দার প্রতারক জুটি বান্টি আউর বাবলির দেখা মিলল বাস্তবের মাটিতে।

বছরের পর বছর 'ভরসা' আর বিপুল 'মুনাফা'র মিষ্টি গল্প শুনিয়ে সরলমতি আমানতকারীদের মাথা মুড়িয়েছেন কেরলের এক দম্পতি টমি আর শাইনি। তাঁদের স্বপ্নের সাম্রাজ্যের নাম ছিল এ অ্যান্ড এ চিটস অ্যান্ড ফিন্যান্স। ঝাঁ চকচকে অফিস ছিল বেঙ্গালুরুর রামামূর্তি নগরে। আর আমানতকারীদের কাছে তাঁরা ছিলেন প্রায় 'দেবদূত'।

সিকি শতকেরও বেশি সময় ধরে এই দম্পতি এমনভাবে কাজ চালিয়ে গিয়েছেন যে, কেউ ভাবতেই পারেননি, এতদিনে তাঁরা আসলে চিটফান্ডের 'মাস্টারশেফ'। প্রতি মাসে ১৫-২০ শতাংশ রিটার্ন! শুনলেই মনে হয়, ব্যাংকগুলি বুঝি লালবাতি জ্বেলেছে! লোকজন ভরসা করে জীবনের সঞ্চয়, এমনকি জমিজমাও বিক্রি করে লগ্নি করেছিলেন কেরলীয় বান্টি-বাবলির কোম্পানিতে।

কিন্তু হঠাৎ করেই সেই মাসিক মুনাফার ট্রেন থেমে গেল। টাকা আসা বন্ধ। আর টমি-শাইনি? দু'জনেই গায়েব! অফিসেও তালা। অভিযুক্ত দম্পতি ফোন তো ধরেনই না, মনে হয়

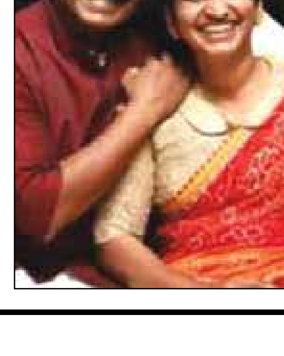

তাঁদের মোবাইল ফোন তাঁদের উপর রাগ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

অভিযোগ পাওয়ার পর দেরিতে হলেও তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মামলা দায়ের হয়েছে ফেরেববাজ দম্পতির বিরুদ্ধে। উদ্ধারের চেষ্টা চলছে হারানো টাকার। একটা সময় যাঁরা টমি-শাইনির অফিসে চা খেতে খেতে ভবিষ্যতের প্ল্যান করতেন, এখন তাঁরা হত্যে দিয়ে পড়েছেন থানার বারান্দায়।

এবার থেকে কেউ ব্যাংকের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সহ বিনিয়োগের টোপ দিলে বুঝবেন, এটা গ্যারান্টেড ঘাপলা ছাড়া কিছু নয়।

প্রিয়াংকার মেয়ের বন্ধু কে?

প্রিয়াংকা চোপড়ার মেয়ে মালতী মেরি। তার বেস্ট ফ্রেন্ডের নাম জানেন? আয়াত খান শর্মা। বলুন তো সে কে? সলমন খানের ভাগ্নি। অবাক হচ্ছেন তো? একজন মুম্বইয়ে, আরেকজন আমেরিকায়। তাদের বন্ধুত্ব কীভাবে হল? হয়েছে হয়েছে। এমনিতে সলমন আর প্রিয়াংকার মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো। একসঙ্গে অনেক কাজই করেছেন দুজনে। সেই সূত্রে সলমনের পরিবারের সঙ্গে, বিশেষ করে সলমনের বোন অর্পিতার সঙ্গেও প্রিয়াংকার বন্ধুর মতো সম্পর্ক।

অর্পিতা এবার তাঁর মেয়ে আয়াতকে নিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রিয়াংকার বাড়িতে দেখা করতে যান তাঁরা। ব্যস, সেখানেই মালতী আর আয়াতের মধ্যে তুমুল ভাব হয়ে গেল। একে অন্যকে ছাড়তেই চায় না। হাত ধরে আয়াতকে নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াল মালতী। আর কত গল্প, কত গল্প!

প্রিয়াংকা তাদের ছবি তুলেছেন। ভিডিও করেছেন। ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করেছেন তিনি। সেই মিষ্টি ছবি দেখে তাঁর অনুরাগীরা তো আহ্লাদে আটখানা।

কিশোর নিয়ে আশা জোরদার, তাহলে আমির? চুপ অনুরাগ

ঠোঁটে কুলুপ দিয়ে বসে আছেন অনুরাগ বসু। অবশ্য স্বভাবে তিনি বরাবরই শান্ত। তাই 'মেট্রো ইন দিনো'র সাফল্যের পরও একদম চুপ। সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাননি, কারণ এখন তাঁর পরের চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে।

সেটা অবশ্য অনেক আগের চিন্তা। এখনো করে যাচ্ছেন। ছবিটা আর করে উঠতে পারছেন না। আজ প্রায় ১২ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কথার পর কথা চলছে, কিন্তু প্রতিবারই কোনও না কোনও আপত্তিতে সেটা আর হয়ে উঠছে না। বুঝতে পারছেন কী সেই ছবি? কিশোরকুমারের বায়োপিক। আমির খানের সঙ্গে ২০২৪ সালেও শেষবার এই নিয়ে কথা বলেছেন অনুরাগ। তার আগে আরও বার তিনেক কথা হয়েছে। কিন্তু কিশোরের পরিবার থেকে কপিরাইট ইস্যুর বিষয়টি তোলা হয়েছে বলে এতদিন কাজ এগোয়নি। এখন কি মিটেছে? বলা মুশকিল। কারণ কিছুই বলতে চাইছেন না অনুরাগ বসু। যতক্ষণ না সমস্ত চূড়ান্ত হয়ে চুক্তি সই হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই বলতে পারছেন না তিনি। বলতে চাইছেনও না। তাই আমির খান এই বায়োপিকে কাজ করবেন কি না, সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি। এর আগে একবার রণবীর কাপুর আর আমির খানকে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন অনুরাগ। সে কাজটাও হয়নি। তাই এখন আর কিশোরকুমারকে নিয়ে একটাও কথা খসাচ্ছেন না অনুরাগ বসু। কিন্তু আভাস বলছে, এবছর, নয়তো আগামী বছরের শুরুতে কিশোরকুমার হয়ে শুটিং শুরু করবেন আমির খান।

মুক্তির আগেই রামায়ণের ১০০০ কোটির ব্যবসা

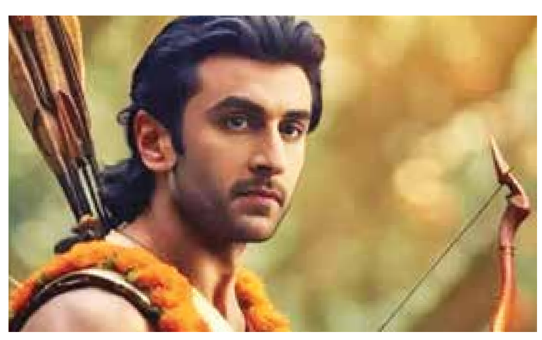

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণের প্রথম ঝলক বেরোল ৪ জুলাই। তার মধ্যেই বড় অঙ্কের অর্থ চলে এল ছবির প্রযোজক নমিত মালহোত্রার সংস্থা প্রাইম ফোকাস স্টুডিওর ঝুলিতে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ জানিয়েছে জুনের শেষ থেকে ১ জুলাইয়ের মধ্যে সংস্থার শেয়ার মূল্য ১১৩ থেকে ১৪৯ হয়েছে। টিজার বেরোনোর পর এক ধাক্কায় এর শেয়ার মূল্য হয়েছে ১৭৫। মার্কেট ক্যাপ হয়েছে ৫,৬৪১ কোটি। ফলে ছবির মার্কেট হোল্ডিং লাফিয়ে হয়েছে ১,০০০ কোটি, মাত্র ৪৮ ঘণ্টায়। শোনা গিয়েছে, প্রায় ১,৬০০ কোটি বাজেটের ছবিতে প্রতি পর্বের জন্য রণবীর কাপুর নিয়েছেন ৭৫ কোটি। ছবিতে সীতা হয়েছেন সাই পল্লবী, রাবণ হয়েছেন যশ, রবি দুবে হয়েছেন লক্ষ্মণ। ছবির ভিএফএক্স এবং তার জমকালো মেকিং দর্শকদের দারুণ আকর্ষণ করেছে।

মনে মনে গৌরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়ে

এ কথা বলেছেন আমির খান। সিতারে জমিন পর ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন তিনি। তার মধ্যে নানা অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন এবং সেখানে পেশার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যেমন আমির ও তাঁর বর্তমান প্রেমিকা গৌরী প্রাটের সম্পর্ক ও বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে। তখনই তিনি এ কথা বলেন। গৌরীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা আমির প্রকাশ্যে আনেন তাঁর ৬০তম জন্মদিনে। এবার তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিয়ের কথা উঠলে তিনি বলেন, 'আমরা দুজনেই ভীষণ সিরিয়াস আমাদের সম্পর্কে ব্যাপারে। আমাদের দুজনের একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতাও শক্তপোক্ত। আমরা একে অপরের সঙ্গী, মানে আমরা তো একসঙ্গেই আছি। তবে বিয়েটা, আলাদা ব্যাপার। আনুষ্ঠানিক বিয়ের বিষয়ে আমরা আরও কিছুদিন পরে ভাবব। প্রসঙ্গত, গৌরী বেঙ্গালুরুতে থাকেন এবং সিনেমার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি দিল চাহাতা হ্যায় ও লগান—এই দুটি ছবি কেবল দেখেছেন।

ওয়ার ২, শেষ হল শুটিং

২০১৯ সালের ছবি ওয়ার। তারই সিক্যুয়েল ওয়ার ২ ছবির শুটিং শেষ হল। হৃতিক রোশন ছবিতে নায়ক, তিনি র-এজেন্ট মেজর কবীর ধালিওয়াল। ছবির অন্যতম আকর্ষণ জুনিয়ার এন টিআর, তিনিই ভিলেন। নায়িকা কিয়ারা আডবানি। পরিচালনায় অয়ন মুখোপাধ্যায়। শুটিং শেষের খবর দিয়ে বেশ আবেগতাড়িত পোস্ট করেছেন হৃতিক। তিনি লিখছেন, 'একটা মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। ১৪৯ দিনের শুটিং শিডিউল, অ্যাকশন ড্রামা, গাড়ির চেজিং, রক্ত, ঘাম-- আদি ও অয়নের এই সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা উপভোগ করার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না।' তিনি ছবির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জুনিয়ার এন টি আরও লিখেছেন, 'ওয়ার ২ ছবির শুটিং শেষ হল। হৃতিক রোশন স্যারের এনার্জি অন্য মাত্রার। আমি অনেক কিছু শিখেছি। পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায় তো বিস্ময়কর। তিনি একটি সারপ্রাইজ প্যাকেজ তুলে দিচ্ছেন দর্শকদের।'

ছবির মুক্তি ১৪ অগাস্ট হিন্দি, তামিল, তেলুগু ভাষায়।

একনজরে সেরা ৫

মধুর ছবি

মধুর ভান্ডারকর তাঁর ১৬তম ছবি দ্য ওয়াইভস-এর কথা ঘোষণা করলেন। এতে বলিউডের তারকা-ঘরণীদের জীবন, তাঁদের স্ক্যান্ডাল, গসিপ, বিলাস ইত্যাদি উঠে আসবে, যে বিষয়ে আমরা জানি কিন্তু গুরুত্ব দিই না। মধুরের নিজের স্টাইলেই গল্প এগোবে, নিঃসন্দেহে। অভিনয়ে মৌনী রায়, সোনালি কুলকার্নি, রেজিনা কেসান্ড্রা, রাহুল ভাট প্রমুখ।

অজয়ের আগ্রহ

তেলেঙ্গানায় বিশ্বমানের স্টুডিও করার উদ্দেশে অজয় দেবগণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে বৈঠক করেছেন, দিল্লিতে। এই স্টুডিওতে অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস ও এআই-পাওয়ার্ড স্মার্ট স্টুডিওর সুবিধা থাকবে। এছাড়া একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট হবে নতুন প্রতিভাদের তুলে আনতে। তিনি সরকারি সহযোগিতা চেয়েছেন এ ব্যাপারে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরিকল্পনা পছন্দও করেছেন।

১৭ বছর পর

আমির খান ও মনসুর খান ১৭ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করেছেন। জুনেইদ খান ও সাই পল্লবী অভিনীত একদিন-এর প্রযোজক এই দুজন। শেষ ওঁরা কাজ করছেন জানে তু ইয়া জানে না-তে। একদিন-এর পরিচালক সুনীল পান্ডে। নভেম্বরের ৭ তারিখে এই নতুন জুটির ছবি মুক্তি পাবে, অন্তত তাই ঠিক আছে।

স্মিথ থাকবেন?

আল্লু অর্জুন ও দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত সাই-ফাই ফিল্ম এএটুটুxএ৬ (ওয়ার্কিং টাইটেল)-এ হলিউড অভিনেতা উইল স্মিথকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। তা যদি হয় তাহলে এই ৮০০ কোটির ছবিই হবে উইলের প্রথম ভারতীয় ছবি এবং প্রমাণ হবে ভারতীয় ছবি দ্রুত বিশ্বমানে পৌঁছোচ্ছে। স্মিথ হবেন প্রধান ভিলেন।

অনাগতর জন্য

আমস্টারডমে ট্যুর চলছে শ্রেয়া ঘোষালের। সেখানে এক অন্তঃস্বত্ত্বা অনুরাগিনী তাঁর কাছে এসেছিলেন। তাঁর সামনে হাঁটুমুড়ে বসে শ্রেয়া গেয়ে ওঠেন পরিণীতা ছবির গান, পিউ বোলে। বিস্মিত গায়িকা টের পান, গর্ভের সন্তানের নড়াচড়া! এই ভিডিও ভাইরাল হতে নেটমহলে সাড়া পড়ে যায়। শ্রেয়া ও অনাগত সন্তানের জন্য শুভেচ্ছার বন্যা।

নেপোকিডদেরই বিরুদ্ধে আহান পান্ডে

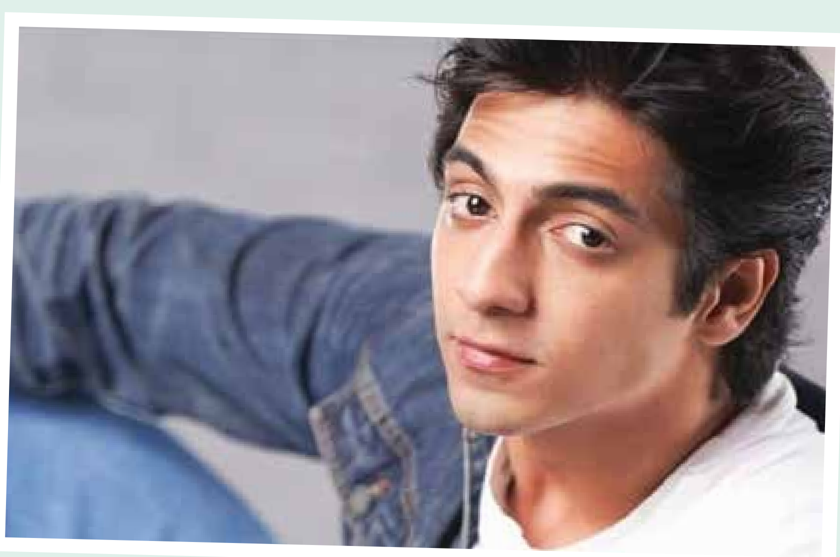

যশ রাজ ফিল্মের ছবি সাইয়ারার ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ছবির নায়ক-নায়িকা নবাগত আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা। আহান অনন্যা পান্ডের তুতোভাই। ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার আলানা পান্ডের ভাই। ফলে নেপোকিডের তকমা আহানের আছে, তাই নিয়ে বেশ কথাবার্তাও হচ্ছে। ছবির ট্রেলারে দেখা গেল নেপোটিজমের বিরোধিতা করেই কথা বলেছেন আহান। তাঁর চরিত্রের নাম কৃশ কাপুর।

ট্রেলারে দেখা যায়, সংগীত জগতের কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে তিনি বলেন, 'তোমার কাজ সংগীতের সঠিক লোকের পর্যালোচনা করা। ওই ব্লু টিক সেলেবরা হাঁচলেও তোমরা বলো, ওদের হাঁচিতে মেলোডি আছে, কিন্তু যখন আসল শিল্পীরা তাদের কাজে আত্মাটাও দিয়ে দেয়, তখন কি পায় তারা?' বাস্তবিকই নেপোটিজমের বিরোধিতা করেছেন তিনি। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন, 'কৃশ কাপুর। নামটা কখনও ভুলবে না। নামটা বলো একবার।'

মোহিত সুরি পরিচালিত ছবি আশিকি ২-এর সঙ্গে এই ছবির মিল-- ছবির টিজার বেরোতেই নেটমহলের তা চোখে পড়ে। এখন কৃশ কাপুর সংগীত জগতে যেভাবে নিজেকে প্রমাণ করার যুদ্ধে নেমেছে, তাতে সেই তুলনা আরও বেড়ে গেল, নিঃসন্দেহে। অনীত এখানে বাণী, তিনি গীতিকার। কৃশের জন্য গান লেখার পরিসরেই দুজনের প্রেম। তারপর তাদের প্রেম দানা বাঁধে। ট্রেলারের শেষে হাতে ছুরি নিয়ে বাণী কৃশকে চলে যেতে বলে। কৃশের চোখে জল...মোহিত নতুনদের নিয়ে কাজ করতে চাইছিলেন না কারণ তাদের অভিনয় দক্ষতা তাঁকে খুশি করে না। তবে আহান ও অনীত তাঁকে সন্তুষ্ট করেছে বলে মোহিত জানিয়েছেন।

রাহা আমার ডাল, চাল

মেয়ে রাহা কাপুরকে নিয়ে এরকম মন্তব্য করেছেন রণবীর কাপুর। সংবাদমাধ্যমে নয়, এই কথা তিনি বলেছেন তাঁর সহকর্মী ইন্দিরা কৃষ্ণনকে। তাঁরা দুজন রামায়ণে কাজ করেছেন। ইন্দিরা হয়েছেন কৌশল্যা, রণবীর রাম। রণবীরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে ইন্দিরা বলেছেন, 'রণবীর যেভাবে সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার করে, ওর মতো তারকার কাছ থেকে তা অপ্রত্যাশিত। ওর চরিত্রের যে দিকটা আমার সবথেকে ভালো লেগেছে তা হল রাহার প্রতি দায়বদ্ধতা, রাহার জন্য ও সব করতে পারে। ও আমাকে বলেছে, রাহা আমার ডাল-চাল। যে সরলতা, যে স্নেহ নিয়ে ও মেয়ের সম্পর্কে কথা বলত, তা আমি ভুলতে পারি না। সবথেকে বেশি মনে আছে, একদিন শুটিংয়ে এসে বলল, রাহার সঙ্গে দৌড়োতে গিয়ে মাসল পুল হয়েছে।' তিনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন তাঁর সঙ্গে রণবীরের ব্যবহারের কথা। তিনি বলেছেন, 'ও আমার চেয়ার এগিয়ে দিত, আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিত। এরকম আমি কাউকে করতে দেখিনি।'

শিলপাটার দিন গিয়েছে

গৃহিণীরাই বলছেন, কিছু কিছু রেসিপি আছে যেগুলো এখনও শিলের ছোঁয়া ছাড়া অসম্পূর্ণ। যেমন পোস্ত বাটা, নারকেল সর্ষে বাটা, কচুপাতার ঘণ্ট কিংবা শুঁটকি বাটা। তাছাড়া মাছের ঝোলের জন্য পাটায় বাটা মশলা যে গুঁড়ো মশলায় রান্নার তুলনায় স্বাদ বাড়িয়ে দেয়, সেকথাও মানছেন তাঁরা।

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : একটা সময় বাঙালির রান্নাঘরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল শিলপাটা। রান্নার জন্য মশলা বাটাই হোক, বা শুঁটকি মাছের ভর্তা বানানোর পদ্ধতি, শিলপাটার 'স্পর্শ' পদের স্বাদ বাড়িয়ে দিত কয়েকগুণ। তবে বর্তমানে শহরের অনেক পরিবারের কাছে শিলপাটা শুধুই নস্টালজিয়া। মডিউলার কিচেনে শোভা পাচ্ছে মিক্সার গ্রাইন্ডার। শিলপাটা সেখানে যেন বেমানান।

তবে গৃহিণীরাই বলছেন, কিছু কিছু রেসিপি আছে যেগুলো এখনও শিলের ছোঁয়া ছাড়া অসম্পূর্ণ। যেমন পোস্ত বাটা, নারকেল সর্ষে বাটা, কচুপাতার ঘণ্ট কিংবা শুঁটকি বাটা। তাছাড়া মাছের ঝোলের জন্য পাটায় বাটা মশলা যে গুঁড়ো মশলায় রান্নার তুলনায় স্বাদ বাড়িয়ে দেয়, সেকথাও মানছেন তাঁরা।

অনেক দিন পর কচু বাটা খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল পরেশ দত্তের। একটা সময় ছিল যখন কচু বাটা দিয়েই একথালা ভাত খাওয়া হয়ে যেত। তবে এখন আর প্রতিদিন খাওয়া হয় না। সেকথা গিন্নিকে বলতেই প্রথমেই যা জবাব শুনলেন, 'রান্না তো করাই যায়। তবে এটা তো পাটায় না বেটে হবে না।' এমনিতে পরেশের বাড়ির রান্নার লোক বাড়তি ঝামেলা নিতে পছন্দ করেন না। তাই সব রান্নাই হয় গুঁড়ো মশলায়। তবে কর্তার আবদার ফেলতে না পেরে নিজের হাতে পাটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নারকেল দিয়ে কচু বাটা বানালেন পিঙ্কি। বলছিলেন, 'বয়সের চাপে এখন আর পাটায় মশলা বাটতে পারি না। তবে শিলপাটায় বাটা মশলা দিয়ে করা রান্নার স্বাদই আলাদা।'

একই কথা শোনা গেল শহরের অনেকের মুখে। অনেককেই বলতে শোনা গেল, এখনও যে কোনও বিশেষ রান্নার মশলা পাটাতেই বাটতে হয়। যেমন সোনাই সরকারের কথা ধরা যাক। চিংড়ি বাটা হোক কিংবা শুঁটকির ঝাল, এসব রান্নার মশলা এখনও পাটাতেই বাটা হয় বলে জানালেন তিনি। রান্নাঘরে মিক্সার থাকলেও কিছু কিছু রান্নায় এখনও 'নস্টালজিয়াই' ভরসা।

> মাকে দেখেছি শিলাপাটায় মশলা বাটতে। তবে এই কাজে অনেক খাটনি। সকালে অনেক তাড়াতাড়ি রান্না করে কাজে বের হতে হয়, তাই এইসব করার সময়ও পাই না।
> -নিলাশা চক্রবর্তী

কেউ কেউ প্রতিদিনের খাটনি কমাতে ভরসা রাখছেন এই মেশিনগুলিতেই। আবার নতুন প্রজন্মের অনেকে শিলপাটার ব্যবহারই জানেন না। সদ্য বিয়ে হওয়া বধূ নিলাশা চক্রবর্তী বলছিলেন, 'মাকে দেখেছি শিলাপাটায় মশলা বাটতে। তবে এই কাজে অনেক খাটনি। সকালে অনেক তাড়াতাড়ি রান্না করে কাজে বের হতে হয়, তাই এইসব করার সময়ও পাই না।'

ঠিক তার উলটো কথা বললেন পঞ্চাশ বছর বয়সি রিঙ্কু সরকার। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিনের অনেক কাজের জন্য মিক্সার ব্যবহার করি। তবে রান্নার বিশেষ কিছু মশলা আমি পাটাতেই বাটতে পছন্দ করি।' তবে রিঙ্কুও মানছেন, আগের থেকে ব্যবহার অনেকটাই কমেছে। তবে কচু বাটা, শুঁটকি বাটার মতো বিশেষ কিছু রান্নার ক্ষেত্রে এখনও শিলপাটার বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি মিক্সার গ্রাইন্ডার।

ধর্মীয় স্থানে ভাঙচুর, গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : তিনটি ধর্মীয় স্থানে আক্রমণের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ একতিয়াশালে। স্থানীয় একটি বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, রাতে দুই-তিনজন হাতে কোনও বস্তু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকে পথ অবরোধ করার পাশাপাশি বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। হাসমিচকে প্রতিবাদ মিছিল করে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। তদন্তে নেমে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এব্যাপারে শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানিয়েছেন, ধৃত মিঠুন সারকি মানসিক ভারসাম্যহীন। কালিম্পংয়ের বাসিন্দা তিনি। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মিঠুন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঘটনাটি ঘটিয়েছেন।

অভিযোগ, একটি স্থানে তালা ভেঙে ঢুকেছিল দুষ্কৃতীরা। সেখানকার সামগ্রী, দানবাক্স ভাঙচুর করা হয়। পাশে থাকা একটি স্থানের ওপরের দিকে আঘাত হানা হয়েছে। অপর স্থানেও বিভিন্ন সামগ্রী ভাঙা, ছড়ানো-ছেটানো হয়। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয়দের। এরপর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশকে খবর দেন তাঁরা। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারদিক ঘুরে দেখে।

ততক্ষণে সেখানে পৌঁছান ভারতীয় জনতা পার্টির ৭ নম্বর মণ্ডল কমিটি, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্যরা। বাণেশ্বর মোড়ে অবরোধে শামিল হন বিজেপির নেতা-কর্মী এবং স্থানীয়দের একাংশ। দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে স্লোগান ওঠে মুহুর্মুহু। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে এদিন রাতের মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা না হলে ফের আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মজেন্দ্রনাথ রায়ের কথায়, 'এই কাজ নিন্দনীয়। আমাদের এলাকার পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছে কিছু মানুষ। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।' নিন্দা জানাচ্ছেন স্থানীয়রাও। মহেন্দ্র রায় নামে একজন বললেন, 'এধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। যারা ভাঙচুর চালালো, তাদের চিহ্নিত করতেই হবে।'

এদিন সন্ধ্যায় বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। একতিয়াশাল বাজারের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের পর মশালমিছিল করেন তাঁরা। তাতে অংশ নেন স্থানীয়রাও।

দুর্ভোগ সাধারণের, ব্যর্থতা কার

এক্স-রে প্লেট না থাকার কারণে পরিষেবা বন্ধ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলছে। তবুও হুঁশ ফেরেনি কর্তৃপক্ষের। মঙ্গলবার হাসপাতালে চিকিৎসককে দেখানোর পর এক্স-রে করাতে কোলে তুলে এক বৃদ্ধাকে বাইরে নিয়ে গেলেন তাঁর পরিজন। ছবি : সূত্রধর

প্রতিবাদ করায় মারধরে অভিযুক্ত অধরা

তিনদিন ঘুরেও মেলেনি জিডি নম্বর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : বেপরোয়াভাবে টোটো চালানোর প্রতিবাদ করেছিলেন এক মহিলা ও তাঁর স্বামী। চালকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলাকালীন উপযাচক হয়ে অন্য এক ব্যক্তি এসে জড়িয়ে পড়েন ঝামেলায়। তাঁর বিরুদ্ধে ওই মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, এফআইআর নিতে আক্রান্তকে হয়রানি করার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ফুলেশ্বরীতে।

মারধরের অভিযোগ জানাতে তিনদিন শিলিগুড়ি থানায় ঘুরতে হয়েছে তাঁকে। দ্বিতীয়দিনে অভিযোগপত্র নিলেও থানা থেকে জিডি নম্বর দেওয়া হয়নি বলে দাবি আক্রান্তের। সেখান থেকে জানানো হয়, পরে ফোন করে ডেকে জিডি নম্বর দেওয়া হবে। ঘটনার পর ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়েছে, থানা থেকে যদিও ফোন আসেনি। মহিলার প্রশ্ন, আদৌ তদন্ত হবে তো? থানার আধিকারিকদের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ইস্যুতে শিলিগুড়ির ডিসিপি রাকেশ সিং (জোন ১)-এর সাফাই, 'আমার বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

আশিঘরের বাসিন্দা মনতোষ দাস স্ত্রী নবনীতা চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ির ভক্তিনগরের দিকে আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। ওই সময় একটি টোটো বেপরোয়া গতিতে এসে তাঁদের গা ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। পাশ কাটিয়ে দুর্ঘটনা এড়ান স্কুটারে থাকা দম্পতি। এর পরেই টোটোচালকের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেসময় স্থানীয় একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানে কর্মরত এক ব্যক্তি এসে নবনীতা ও মনতোষের সঙ্গে ঝামেলা শুরু করেন। নবনীতাকে

দাদাগিরি

- একটি টোটো বেপরোয়া গতিতে দম্পতির গা ঘেঁষে বের হয়
- চালকের সঙ্গে বচসা চলাকালীন পাশের দোকানে কর্মরত এক ব্যক্তি এসে ঝামেলায় জড়ান
- মহিলাকে কটূক্তি ও মারধরের অভিযোগ
- রবিবার রাতে থানা থেকে বলা হয়, সোমবার সকালে আসতে হবে
- পরদিন লিখিত অভিযোগ জমা করলেও জিডি নম্বর দেওয়া হয়নি
- বলা হয়, ফোন করে ডেকে জিডি নম্বর দেওয়া হবে

উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করতে থাকেন। মনতোষ প্রতিবাদ করতেই নবনীতাকে মারধর করেন অভিযুক্ত।

ঘটনার পর এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়রা এসে ওই দম্পতিকে চলে যেতে বলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা প্রথমে আসেন শিলিগুড়ি থানায়। মনতোষদের দাবি, থানা থেকে তাঁদের বলা হয় মহরমের জন্য নাকি কোনও পুলিশকর্মী নেই। সোমবার সকালে আসতে হবে। সেইমতো সোমবার সকালে গিয়ে লিখিত অভিযোগ জমা করেন দম্পতি। যদিও তখন তাঁদের জিডি নম্বর দেওয়া হয়নি।

উলটে বলা হয়, ফোন করে ডেকে জিডি নম্বর দেওয়া হবে। মঙ্গলবার থানায় গিয়েও এক কথা শুনতে হয়েছে। অথচ এদিন রাত অবধি জিডি নম্বর দেওয়া হয়নি থানা থেকে। মনতোষের কথায়, 'তদন্ত তো দূর অস্ত, পুলিশ আমাদের জেনারেল ডায়েরি নম্বরটিও দেয়নি। কীভাবে পুলিশের ওপর সাধারণ মানুষ ভরসা করবে বলুন তো।'

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, ভুয়ো নথি চক্রের রমরমা, গ্যাংয়ের দাপাদাপি থেকে দিনদুপুরে ডাকাতি- একের পর এক ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কঙ্কালসার অবস্থা প্রকাশ্যে এসেছে। শিলিগুড়িতে পুলিশের বিরুদ্ধে গা-ঢিলেমির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। নাগরিকরা সুরক্ষার দাবিতে সরব হলেও ফুলেশ্বরীর ঘটনায় অভিযোগ নিতে হয়রানি করার ঘটনা বুঝিয়ে দিল বাস্তব পরিস্থিতি আদতে কেমন। শহরবাসীর মুখে একটাই প্রশ্ন, আর কবে পুলিশের টনক নড়বে? আর কবে, আর কবে...

খেলা নিয়ে ঝামেলা গড়াল মারপিটে

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে ঝামেলা বেঁধেছিল আগে। অভিযোগ, সেই রাগ পুষে রেখেছিল একপক্ষ। মঙ্গলবার বিপক্ষদলের একজনকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে মারধরের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আহত তরুণের নাম রবি পাসওয়ান। তিনি শিলিগুড়ির ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাগরাকোটের বাসিন্দা।

২৯ জুন ২০ নম্বর ওয়ার্ডে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে হেরে যায় ডাঙ্গিপাড়ার দল। তারপরই বাগরাকোট ও ডাঙ্গিপাড়ার তরুণদের মধ্যে ঝামেলা বাঁধে। পরে বিষয়টি মিটমাট হয়ে গেলেও ডাঙ্গিপাড়ার তরুণরা 'দেখে নেওয়ার' হুমকি দিয়েছিলেন সেদিন।

রবি হকার্স কর্নারের একটি দোকানে কাজ করেন। অভিযোগ, মঙ্গলবার দোকানে গেলে তাঁকে নিয়ে যান অভিযুক্তরা। এরপর ডাঙ্গিপাড়ায় নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় রবিকে। তাঁর কথায়, 'কোনওমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছি। প্রায় ৩০-৪০ জন ছিল ওরা। এরমধ্যে চার-পাঁচজন মারছিল আমাকে। ওদের মুখ চিনি, কিন্তু কারও নাম জানি না।' ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে শিলিগুড়ি থানায়।

এদিন রাতে থানায় রবিকে দেখতে যান বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁকে ঢুকতে না দেওয়ায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়।

পথ নিরাপত্তা প্রচারে রক্তদান, অঙ্কন

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : পথনাটিকার মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হল ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক আউটপোস্ট। মঙ্গলবার সকালে আউটপোস্টের পাশেই মঞ্চ তৈরি করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়। পথনাটিকার পাশাপাশি এদিন রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে মোট ১০৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

পাশাপাশি এদিন ১০০ জনকে হেলমেট দেওয়া হয়। পথ নিরাপত্তা নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। এলাকার পড়ুয়ারা ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে মেমেন্টো ও স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে চিকিৎসক, বাস্তুকার ছাড়াও শিলিগুড়ি পুলিশের এডিসিপি ট্রাফিক অভিষেক মজুমদার, এসিপি ট্রাফিক (পূর্ব) রথীন্দ্রনাথ ঘোষ, ওসি অসিত সাহা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

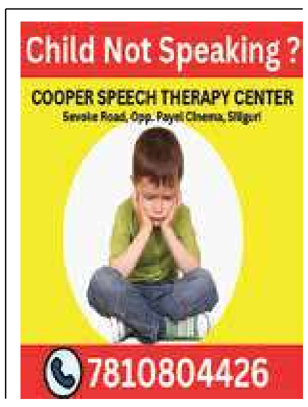

এসজেডিএ'র ভূমিকায় ক্ষোভ

ফি বছর জলমগ্ন হয় এনআর সেক্টর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : বৃষ্টি হচ্ছে, আশঙ্কা বাড়ছে। ফের জলমগ্ন হয়ে পড়বে না তো ব্যবসায়িক কেন্দ্রটি, এমনই আশঙ্কায় বিধান মার্কেটের এনআর সেক্টরের ব্যবসায়ীরা। ভবনটির নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হওয়ায়, টানা বৃষ্টি বা ভারী বর্ষণ হলেই ভবনটিতে জল থইথই করে, কার্যত লাটে ওঠে ব্যবসা। মঙ্গলবার আকাশে কালো মেঘ দেখে তাই আশঙ্কিত ব্যবসায়ীরা।

তাঁদের অভিযোগ, নিয়ম করে প্রতি বর্ষাতেই শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) তরফে ভবনের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার পরিবর্তনের আশ্বাস মেলে। কিন্তু উন্নয়ন সংস্থার তরফে সংস্কারে হাত দেওয়া হয় না। প্রতিশ্রুতি হারিয়ে যায় বর্ষার সঙ্গেই। যে কারণে বাণিজ্য কেন্দ্রটিতে রয়েছে ক্ষোভ। যদিও এসজেডিএ-র ভাইস চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী বলছেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বর্ষার বৃষ্টি হচ্ছে বটে। কিন্তু টানা ভারী বর্ষণের দেখা এখনও মেলেনি। আর কিছুদিনের মধ্যে, অন্তত শ্রাবণ মাসে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ফলে সে সময় পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে ব্যবসায়ীদের বড় অংশ আশঙ্কিত। একটু ভারী বৃষ্টি হওয়ায় ক'দিন আগেই এনআর সেক্টরে কিছুক্ষণের জন্য জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবারও বাণিজ্য কেন্দ্রেটিতে সামান্য হলেও জল দেখা গিয়েছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলে না। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে বলছেন, 'বছর দুয়ের আগে আমরা ভবনের খসে পড়া অংশ সংস্কার করেছি। কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যার সমাধান আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার এসজেডিএ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। এসজেডিএ-র তরফে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল, নিকাশিনালা সংস্কারের পাশাপাশি নীচের অংশে থাকা দোকানগুলি উঁচু করে দেওয়ার। এমনকি, ভিতরে জল জমলে তা বের করার জন্য স্থায়ীভাবে পাম্প মেশিন বসানোর কথাও হয়েছিল। তবে বাস্তবে কোনওকিছুই করা হয়নি।'

নাগরিক সমস্যা

বিধান মার্কেটে এনআর সেক্টরে একশোর বেশি ব্যবসায়ী রয়েছেন। বাম আমলে তৈরি হওয়া ভবনটি নিয়ে প্রথম থেকেই ব্যবসায়ীদের অভিযোগ রয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে ভবনটি তৈরি করা হয়েছে বলে মনে করেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। তার মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায়, ধীরে ধীরে ভবনটি বেহাল হতে শুরু করে। এর মধ্যে বড় হয়ে ওঠে নিকাশিনালার সমস্যা।

এখানকার ব্যবসায়ী অজয় দাসের কথায়, 'ভবনের ভেতর সবসময়ই একটা গুমোট পরিস্থিতি থাকে। বর্ষায় বৃষ্টির জল ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় ব্যবসা করার মতো পরিস্থিতিই আর থাকে না।' ব্যবসায়ী সমীর পালের বক্তব্য, 'শুধু আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি, বাস্তবে কোনও পদক্ষেপ করা হয় না।'

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াবস্তিতে একটি আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে এক বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম নিবেদিতা দাস ওরফে পাখি (৪০)। পরিবারের দাবি, বাবা ও মা মারা যাওয়ার পর থেকেই অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। সেই থেকে এমন সিদ্ধান্ত কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। নিবেদিতা তাঁর মেয়ে ও স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। স্বামী সুখেন দাস রেগুলেটেড মার্কেটে মাছের আড়তে কাজ করেন। পরিচারিকা এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই দেখেন, নিবেদিতার দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। সামনে একটি চেয়ার পড়ে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

বাগডোগরা, ৮ জুলাই : বাণী মন্দির অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও বিরসা মুন্ডা কলেজের এনএসএস ইউনিটের সহায়তায় মঙ্গলবার বিরসা মুন্ডা কলেজে পড়ুয়াদের জন্য একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

প্রাক্তনীদের সংগঠনের অন্যতম সদস্য ডাঃ বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাঁদের ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করা হয়।' অধ্যাপক রত্না পাল এইদিনের শিবিরে বক্তব্য রাখেন।

পরিত্যক্ত আবাসন দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য

সংস্কারে উদ্যোগের আশ্বাস মহকুমা শাসকের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ জুলাই : ইসলামপুর শহরের ভিভিআইপি জোন বলে পরিচিত নিউটাউন এলাকা। অথচ সেখানেই পরিত্যক্ত সরকারি আবাসনগুলি পরিণত হয়েছে সমাজবিরোধী এবং মাদক কারবারিদের মুক্তাঞ্চলে। সবটা জেনেও প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ শহরবাসী। তাঁদের আশঙ্কা, অবিলম্বে পুলিশ এবং প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করলে দুষ্কর্ম ঘটতে কতদিন! স্থানীয় বাসিন্দা শশী চৌধুরীর কথায়, 'শহরের সবচেয়ে সংরক্ষিত এলাকায় সন্ধ্যার পর চলাফেরা করাটা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষের উচিত কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা।'

মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব অবশ্য পরিত্যক্ত আবাসনগুলি সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। তবে দুষ্কৃতীদের সক্রিয়তার প্রশ্নে তিনি পুলিশের কোর্টে বল ঠেলে দেন। তাঁর কথায়, 'পূর্ত দপ্তরকে আবাসনগুলি সংস্কার করতে বলা হয়েছে। তবে দুষ্কৃতী সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশ ভালো বলতে পারবে।'

ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা সমস্যার কথা অস্বীকার না করে অভিযান চালানোর কথা বললেন। অন্যদিকে নিউটাউন চত্বরে পুরসভা অফিস, পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের আবাসন, বিচারকদের আবাসন থাকার কারণে এলাকাটি কার্যত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। গতবছর মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে চুরির ঘটনা

ইসলামপুরের নিউটাউনে পরিত্যক্ত সরকারি আবাসন। চারদিক ছেয়েছে জঙ্গলে।

পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়ালের প্রতিক্রিয়া, 'শহরের পরিবেশ ঠিক রাখতে এই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলব।'

পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবে এই এলাকায় নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো হওয়ার কথা। কিন্তু গত কয়েকবছরে একের পর এক সরকারি আবাসনের অবস্থা ক্রমশ শহরের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছিল। তারপরও পুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় পরিত্যক্ত আবাসনগুলি দুষ্কৃতীদের আখড়া হয়ে উঠেছে।

আবাসনগুলিতে বসে মাদক সেবন, বিক্রি যেন জলভাত হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতীদের কাছে। নিয়মিত পুলিশি অভিযান না চলার কারণে তাদের এই দৌরাত্ম্য বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার একের পর এক পরিত্যক্ত আবাসনে ঢুকে আপত্তিকর বিভিন্ন সামগ্রী নজরে পড়েছে। অফিসার্স ক্লাব থেকে পূর্বদিকে চলে যাওয়া রাস্তার দুই পাশে একাধিক এমন বেশ কয়েকটি আবাসন রয়েছে। একটিতে ঢুকতেই এক তরুণ হকচকিয়ে বাইরে এসে কার্যত দৌড়ে পালিয়ে যায়। শহরের বাসিন্দা বাবন দত্ত আক্ষেপের সুরে বললেন, 'এই আবাসনগুলিতে এমন অসামাজিক কাজকর্ম চলছে যে, পরিবার নিয়ে ওই রাস্তাগুলি দিয়ে চলাচল করতে পারছি না।' আরেক বাসিন্দা রাজু গঙ্গোপাধ্যায়ও একই কথা বললেন। তাঁর প্রশ্ন, প্রশাসন কি বিষয়টি জানে না? আর জানলে এই নিয়ে উদাসীন কেন?

অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামপুর থানাকে পরিত্যক্ত আবাসনগুলিতে নিয়মিত অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হবে।'

গ্র্যানাইট বিস্ফোরণে বিপদ

নামছে ধস, রাস্তা চালু হলেও শঙ্কা বজায়

টক অফ দ্য টাইম

রণজিৎ ঘোষ

উন্নয়ন-কাটা

- ১০টি এলাকা ধসপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গার্ডওয়াল নির্মাণ শুরু হয়েছিল
- তারপরেও ধসে ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না
- স্থানীয়দের দাবি, অতীতে মাটি ও বালির সঙ্গে গাছপালা ও ছোট পাথর নামত ধসে
- এভাবে জাতীয় সড়কের ওপর একাধিক জায়গায় বোল্ডার পড়েনি
- সড়ক কতদিন টিকবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে

ধস সরিয়ে সচল করা হচ্ছে রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। ছবি : সূত্রধর

সেবক, ৮ জুলাই : ধস সরিয়ে রাস্তা খুলে দেওয়া হল ঠিকই, তবে কতক্ষণ পরিস্থিতি ঠিক থাকবে- তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, সেবক থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত একাধিক জায়গায় মাটি, বালির পাশাপাশি বোল্ডার আলগা হয়ে রয়েছে। যে কোনও সময় সেসব ধসে পড়তে পারে রাস্তার ওপর। সেক্ষেত্রে ফের সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নয়া রেলপ্রকল্পের জন্য পাহাড়ে টানেল তৈরি করতে গিয়ে গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ করা হয়েছিল। এর জেরে পাহাড়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ পাথর আলগা হয়ে গিয়েছে। হালকা বৃষ্টি হলেই সেগুলো নেমে আসছে নীচে। ট্রেন চলাচল শুরু হলে পাহাড় আরও কাঁপবে। তখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তর বক্তব্য, 'রেলের টানেল তৈরির জন্য পাহাড় ভাঙতে গিয়ে গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ওই কম্পনে আলগা হয়েছে বোল্ডার। এখন একটু বৃষ্টি হলে সেগুলো নীচের দিকে নেমে আসছে, যা জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। আগামীতে আরও বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।'

সেবক-রংপো প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'ইরকন'-এর তরফে এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করলেন, 'অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্লিপার তৈরি করা হচ্ছে। এতে রাবারের প্রলেপ থাকবে। তাই ট্রেন যাতায়াতে পাহাড়ে অতিরিক্ত কম্পনের কোনও সম্ভাবনা নেই।' প্রতিবছর বর্ষায় তো বটে, অন্য সময়ও ধস নেমে কালিম্পং আর সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। অভিযোগ, সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এই পথে ধসের প্রবণতা আরও বেড়েছে। কয়েক বছর আগে পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগ অন্তত ১০টি এলাকা ধসপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গার্ডওয়াল নির্মাণ শুরু করেছিল। তারপরেও জাতীয় সড়কের ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না। ইদানীং আবার বোল্ডার পড়তে শুরু করেছে। স্থানীয়দের দাবি, মাটি ও বালির সঙ্গে গাছপালা এবং ছোট পাথর নামত, কিন্তু অতীতে কখনও এই সড়কে বোল্ডার পড়েনি। একাধিক জায়গায় এমন ঘটনা ঘটছে।

সোমবার সকালে সেবক এবং কালিঝোরার মাঝে ভাসোয়ায় একের পর এক বোল্ডার পাহাড় থেকে গড়িয়ে রাস্তায় পড়ছে। একটি যাত্রীবাহী গাড়ি বোল্ডারের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরও কিছু বোল্ডার এমনভাবে রয়েছে, যে কোনও সময় পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে পারে। এরপরই জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। সড়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার জন্য রাস্তা বন্ধ রেখেছিল। সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। কিছু যাত্রীবাহী বাস ঘুরপথে সেবকের করোনেশন সেতু দিয়ে ডুয়ার্স হয়ে কালিম্পং ও সিকিম রুটে চলেছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই আর্থমুভার এনে ড্রিল করে বোল্ডারগুলো ভেঙে সরানো শুরু হয়। তিনটি আর্থমুভার প্রায় ন'ঘণ্টার চেষ্টায় কাজটি সম্পন্ন করে। তারপর সন্ধ্যায় রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে, এখানে কর্মরত এনএইচআইডিসিএল-এর কর্মীরাই একে অপরকে বলছিলেন, যেভাবে পাহাড় থেকে অনবরত বোল্ডার নামছে, তাতে এই সড়ক যে কোনও সময় ফের বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আশঙ্কার সুর শোনা গেল সেবক বাজারের বাসিন্দা সুমেধা তামাং, পেশায় ব্যবসায়ী হরি ছেত্রীর গলাতেও। তাঁদের কথায়, 'রেলের কাজ করতে গিয়ে যখন গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ করা হয়েছিল, তখন আমাদের বাড়িও কেঁপেছিল। স্বাভাবিকভাবে টানেলের আশপাশের পাহাড় কেঁপেছে। এতেই পাথর আলগা হয়ে যায়। এই সড়ক আর কতদিন টিকবে, তা বলা মুশকিল।'

রোদের তেজে পুড়ছে শ্রীনগর। গাছের তলায় ছায়ার খোঁজ। মঙ্গলবার।

উচ্ছেদ ঘিরে উত্তেজনা অসমে

বক্সিরহাট, ৮ জুলাই : উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে মঙ্গলবার বিলাসীপাড়া এলাকায় ব্যাপক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উচ্ছেদ চালানোর সময় উত্তেজিত জনতা প্রশাসনের আর্থমুভারে ভাঙচুর চালায়। উচ্ছেদে বাধা দিলে পুলিশ-জনতার মধ্যে হাতাহাতি বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বিধায়ক অখিল গগৈ ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিআরপিএফ ও র‍্যাফ নামানো হয়।

বিলাসীপাড়া মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'দু'দিন ধরে উচ্ছেদ অভিযান চলবে। অশান্তি এড়াতে পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে। সরকারি জমি ফাঁকা করে দিতে দু'দিন ধরে মাইকে প্রচার করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণের চেক দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ বাসিন্দা নিজেরাই বাড়িঘর ভেঙে সরে গিয়েছেন। কেউ কেউ অশান্তি সৃষ্টি করছেন। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে।'

তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অসম সরকার বিলাসীপাড়া এলাকায় প্রায় পাঁচ হাজার বিঘে জমি চিহ্নিত করেছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত সেই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকা পরিদর্শন করেছেন। প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সেই তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। ধুবড়ি জেলা প্রশাসন এদিন বিলাসীপাড়ার চাপর, সন্তোষপুর, চিরাকুটার এলাকায় সরকারি জমি জবরদখলকারী ও পাট্টাধারীদের বিরুদ্ধে সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। উচ্ছেদ চালাতে এলাকায় প্রচুর আর্থমুভার নামানো হয়েছে। আর্থমুভার দিয়ে ইতিপূর্বে দুই হাজার বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। চাপরে উচ্ছেদ চলাকালীন বাসিন্দারা রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। উচ্ছেদ অভিযান চলাকালীন জনতা দুটি আর্থমুভারে ভাঙচুর চালায়। বাসিন্দারা লাঠিসোঁটা নিয়ে পুলিশকে তাড়া করেন। পরে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ শূন্যে গুলি চালায়। সরকারি কাজে বাধা দিতে গেলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে সিআরপিএফ ও র‍্যাফ নামানো হয়। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে ঘটনাস্থলে এলে শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বিক্ষোভকারী তাসলিমা বিবি বলেন, 'আমাদের কাছে জমির পাট্টা রয়েছে। আমরা সেই কাগজপত্র ভূমি দপ্তরের আধিকারিকদের দেখিয়েছি। কিন্তু কেউ কোনও কথা শুনতে চাননি। আমাদের যাওয়ার কোথাও রাস্তা নেই। আমরা এখানেই মৃত্যুবরণ করব।' বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন, 'এই উচ্ছেদ পুরোটাই অসাংবিধানিক। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গুয়াহাটি হাইকোর্টে মামলা চলছে। উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রাখতে আদালত পরপর তিনটি স্থগিতাদেশ দিয়েছে। তারপরেও সরকারের দাদাগিরি চলছে।'

নদীতে ফুর্তি

প্রথম পাতার পর

এভাবে বর্ষার সময় যাতে কেউ নদীতে না নামে সেটা দেখা হবে। প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ হবে। পুলিশের ভ্যান ওই এলাকায় সবসময় নজরদারি রাখবে।'

স্থানীয়রা এদিন জানিয়েছেন, রবিবার ওই পরিবারটি গাড়ি নিয়ে বেঙ্গল সাফারির দিক থেকে নদী পার হয়ে গুলমার দিকে আসছিল। মাঝনদীতে আসার পরই আচমকাই জল বাড়তে থাকে। এর জেরে গাড়ি মাঝনদীতে আটকে যায়। জলের তোড়ে গাড়ি ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। তড়িঘড়ি সকলে গাড়ি থেকে নেমে কোনওরকমে নদীর পাড়ে চলে যান। পরে রাতের দিকে জল কমলে গাড়িটি নদী থেকে সরানো হয়। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

গুলমায় এখন প্রচুর ক্যাফে, রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে। নিয়ম ভেঙে কিছু রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে নদীর ওপারে জঙ্গল ঘেঁষে। সেই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদে। ওই রেস্তোরাঁয় যেতে নদী পেরোতেই হবে। আর তা করতে গিয়েই অনেকে গাড়ি, বাইক নামিয়ে দিচ্ছেন নদীর বুকে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সূর্য ডুবলে অনেকে এসে নদীর পাড়ে সুরার আসরও জমাচ্ছে। শেষে টলমল পায়ে তারা নদীতে নামছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, 'বড় কোনও বিপদ ঘটলে তখন কী হবে?' আশ্চর্যের ব্যাপার, জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় পাহাড়ি নদীতে প্রকাশ্যে এসব চললেও আদতে বন দপ্তর কিংবা পুলিশের কোনও নজরদারি নেই। কিছুদিন আগে তো এলাকায় নদী পার হওয়ার জন্য আস্ত একটি পুল তৈরি করা হচ্ছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এ নিয়ে লেখালেখি হলেও প্রশাসনের যে টনক নড়েনি, তা স্পষ্ট। দার্জিলিংয়ের ডিএফও (বন্যপ্রাণ) শেখ ফারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ওই এলাকা তাঁর এক্তিয়ারেই পড়ে না।

শমীক-দিলীপ

প্রথম পাতার পর

তিনি বুধবার দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে দু'-তিনদিন থাকবেন। নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন।

শমীকের মুখেও একসঙ্গে কাজ করার বার্তা। তিনি বলেন, 'আমাদের কোনও ভেদাভেদ নেই। কোনও বেঙ্গল লাইন, দিল্লি লাইন নেই। আমরা কোনও নেতার অনুগামী নেই, আমরা সবাই প্রতীকের অনুগামী। আমাদের প্রতীক পদ্মফুল। ক্ষণিকের ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, তার মানে দূরত্ব নয়। নতুন-পুরোনো বলে কিছু নেই। যাঁর হাতে বিজেপির পতাকা সেই বিজেপি। যে বিজেপিতে সক্রিয়, সেই বিজেপি নেতা। যিনি আর একটু সক্রিয়, তিনি আর একটু বড় নেতা। কিন্তু দিনের শেষে আমরা সবাই বিজেপি।'

এমনকি '১৫ দিনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নতুন বিজেপিকে দেখা যাবে' বলেও মন্তব্য করেন বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি। শমীক-দিলীপের এই নতুন রসায়ন তৈরির সময় শুভেন্দু ব্যস্ত থাকলেন সল্টলেকেই আরেক প্রান্তে সাংবাদিক বৈঠকে। সোমবার রাতে শমীককে ফোন করেছিলেন দিলীপ। সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গলবার দপ্তরে তাঁকে আসতে বলেছিলেন শমীক। নির্ধারিত সময়ে দিলীপ পৌঁছোলেন যখন, তখন সেখানে তাঁর অনুগামীদের ভিড়। স্লোগান আর ভিড় ঠেলে দিলীপ পৌঁছে যান রাজ্য সভাপতির ঘরে। শমীককে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান। পদ্মস্মারক ও জগন্নাথের মূর্তি উপহার দেন। এরকম দিনে কিন্তু শমীক ও দলের রাজ্য শাখার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও নেতাকে দেখা যায়নি। দপ্তরে থাকলেও দিলীপকে এড়িয়ে গিয়েছেন জগন্নাথ। দিলীপ অবশ্য বললেন, 'দূরত্ব তৈরি হওয়ার প্রশ্ন নেই। যেখানেই থাকি, বিজেপিরই কাজ করছি। তবে আজকের পরে দলের কর্মীদের কাছে আশঙ্কার মেঘ কেটে যাবে।'

মমতার

প্রথম পাতার পর

সীমানার বাইরে বাংলার এক বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিশ পাঠানোকে মুখ্যমন্ত্রী যে অস্ত্র করতে চাইছেন, তা স্পষ্ট।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এটা প্রমাণ করে যে, অসমে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার এই রাজ্যে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যে ক্ষমতা বা অধিকার তাদের নেই।' দিনহাটার যাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার, তিনি রাজবংশী জনগোষ্ঠীভুক্ত। মমতার কথায় সেই ইঙ্গিতও আছে। তিনি বলেন, 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখানো, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিশানা করার পরিকল্পিত নোংরা চক্রান্ত চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিটি বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। বাংলা লড়াইয়ে পিছিয়ে থাকবে না।' মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে না বললেও তৃণমূল প্রচার শুরু করে দিয়েছে যে, অসম সরকারের উদ্দেশ্য বাংলার রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে নিশানা করা। রাজবংশী ভোট ধরে রাখতে বিজেপি অসম সরকারকে দিয়ে এই নোটিশ পাঠিয়ে গোটা উত্তরবঙ্গে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। রাজবংশী সমর্থন সরে গেলে উত্তরবঙ্গে এত আসন ধরে রাখা বিজেপির পক্ষে কঠিন হবে। সেজন্যই এই নোটিশ বলে তৃণমূল প্রচার শুরু করেছে।

জখম নাবালক

ওদলাবাড়ি, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওদলাবাড়ির ঘিসবস্তি এলাকার জামিরুদ্দিন মহম্মদ নামে এক কিশোর বজ্রাঘাতে গুরুতর জখম হয়। ১৫ বছর বয়সি ওই কিশোর প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় বজ্রাঘাতে সে গুরুতর জখম হয়। দ্রুত ওই কিশোরকে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন।

মাটির দাম

প্রথম পাতার পর

'চা গাছ জৈব পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করাতে অনেকেই চাইছেন মূল্যবান হলেও এই মাটি কিনতে। কিন্তু চেয়েও মাটি পাওয়া যাচ্ছে না।'

ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে এখন বছরে মাত্র ১০ কেজির মতো এই মাটি তৈরি হয়। পরিকাঠামো থাকলেও বিশেষজ্ঞ ও কর্মীর অভাবে উৎপাদন বাড়াতে পারছে না সরকারি এই প্রতিষ্ঠান। ওয়েস্টবেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সঞ্জিত গুহ বলেন, 'মাটি যখন আনা হয় তখন একে সুগার কেন প্রেস মাড বলা হয়। যে মাটিতে আখের ছিবড়ের পচন ধরে সেই মাটি দিয়েই এই অনুখাদ্য ট্রায়কনটানল তৈরি করা হয়। যার বাজারে ১ কেজির দাম প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এই মাটির ৯৯ শতাংশ জৈব অনুখাদ্য। আমরা রাজ্যকে জানিয়েছি, এর উৎপাদন বাড়াতে আরও কর্মীর প্রয়োজন।'

বর্তমানে ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ নেই। কয়েক মাসের মধ্যেই সুভাষ ভৌমিক অবসর নেবেন। তারপর ট্রায়াকনটানল তৈরির মতো বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না করা হলে এই মাটি তৈরির কাজ অনেকটাই ধাক্কা খাবে। আপাতত গবেষণাগারের একজনকে মাটি তৈরির পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। সরকারি ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে এভাবে জোড়াতালি দিয়ে চলছে গবেষণাগারের কাজকর্ম। বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না সরকারি গাফিলতিতে।

ঝাড়ুর আড়ালে গাঁজা পাচারের চেষ্টা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৮ জুলাই : পুষ্পা সিনেমায় দুধের ট্যাংকারে চন্দন কাঠ পাচারের দৃশ্য আমাদের সবার দেখা। এতদিন বিভিন্ন কায়দায় গাঁজা পাচারের অভিনব গল্পও আমরা শুনেছি। কিন্তু মঙ্গলবার সব গল্পকে পিছনে ফেলে সামনে এসেছে অভিনব এক গাঁজা পাচারের ঘটনা। গাঁজা পাচারের নতুন উপায় শুনে থ হয়ে গিয়েছে আশপাশের এলাকার বাসিন্দা সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরাও।

এই গাঁজা পাচারের মূল চক্রী একজন মহিলা ও তার মেয়ে। ফুলঝাড়ুকে প্লাস্টিক মুড়ে রেখেছেন তারা। আর এই ফুলঝাড়ুর মধ্যেই রয়েছে গাঁজা। দেখে কারও বোঝার উপায় নেই যে ঝাড়ুর মধ্যে রয়েছে কেজি কেজি গাঁজা। মোট ৩৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়েছে ওই ঝাড়ুগুলো থেকে। হয়তো পুষ্পার মতো কোনও সিনেমার গল্পকার গাঁজা পাচারের এই অভিনব কায়দার কথা শুনলে সিনেমার গল্প লিখে ফেলবেন।

ভোরের আলো থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর কলোনির পাগলাবস্তি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৩৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। পুলিশ আধিকারিকরা তাজ্জব বনে গিয়েছেন গাঁজা পাচারের এই অভিনব কায়দা দেখে। এই ঘটনায় পুলিশ তিন মহিলা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মহিলা পাচারকারীদের নাম চায়না দাস, ভারতী হালদার এবং কণিকা হালদার। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ব্লকের বাসিন্দা ভারতী ও কণিকা সম্পর্কে মা ও মেয়ে। ভারতীর ছেলে কৃষ্ণনগর কলোনি এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে বসবাস করছে। সেই সূত্র ধরে ওই এলাকায় মা ও মেয়ের যাতায়াত। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বাসিন্দা চায়না সম্পর্কে ভারতীর আত্মীয়া। এই তিনজন মহিলাই গাঁজা পাচারের সঙ্গে যুক্ত।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'কোচবিহারের কোন কোন জায়গা থেকে পাচারকারীরা গাঁজা সংগ্রহ করত সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' ধৃতদের মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে এবং পুলিশি রিমান্ড চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাকেশ। বিচারক গাঁজা পাচারকারীদের ৩ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সংযোজন, 'ধৃতদের মধ্যে একজন দক্ষিণ দিনাজপুর এলাকার বাসিন্দা।' ওই ব্যক্তি গাঁজাগুলো ইসলামপুর এবং বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন তাঁরা। এই কাজের সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত পুলিশ সেই বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে।

অনুপ্রবেশের নোটিশে

প্রথম পাতার পর

উত্তমের বাড়ি দিনহাটা বিধানসভা এলাকাতে। স্থানীয় বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কথা, 'সব জেনেও কেন পুলিশ এতদিন রাজ্যকে জানাল না সেটা পুলিশই ভালো বলতে পারবে। আমরা যখন থেকে জেনেছি তখন থেকেই প্রতিবাদে নেমেছি।'

উদয়ন বলছেন ঠিকই, তবে তৃণমূল পরিচালিত চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাধারানি বর্মন স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি শুরু থেকেই বিষয়টি জানতেন। তাঁর কথায়, 'উত্তম বাসিন্দা শংসাপত্র চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওই শংসাপত্র হলেই তাঁর সমস্যা মিটে যাবে। আমি সেটা দিয়েওছিলাম। তারপর আর যোগাযোগ না করায় পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে জানা যায়নি।' উদয়নের যুক্তি, 'পঞ্চায়েত প্রধান গ্রামীণ এলাকার সাদাসিধে মানুষ। তাই হয়তো ওই নোটিশের গুরুত্ব বোঝেননি।'

জেলার পুলিশ বা প্রশাসনের কর্তারা অবশ্য নোটিশের বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, এসডিপিও ধীমান মিত্র কেউই ফোন ধরেননি।

মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী সরব হতেই মুখ খুলেছেন বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য খারিজ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথা, 'অনুপ্রবেশকারীদের ঘাঁটি হয়ে গিয়েছে গোটা বাংলা। দিনহাটার ঘটনাটি একটি আইনি প্রক্রিয়া। সেটাকে পরিকল্পনা করে রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল। তাই ওরা সময় ও সুযোগ খুঁজছিল। সেইমতো মানুষকে ভয় দেখাতে রাজনৈতিক তাস খেলতে চাইছে। তবে ওরা মনুষকে বোকা বানাতে পারবে না।' ছ'মাস চুপচাপ থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পরই মঙ্গলবার উত্তমকে নিজের দপ্তরে ডেকে পাঠান দিনহাটা-২'এর বিডিও নীতীশ তামাং। উত্তমকে তাঁর শংসাপত্র বিষয়ক কাগজপত্র দ্রুত তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। কেন আগে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করা হল না? বিডিও অবশ্য সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি।

২৩ জনের নামে মামলা

কিশনগঞ্জ, ৮ জুলাই : ডাইনি অপবাদে পূর্ণিয়ায় একই পরিবারের পাঁচজনকে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় ২৩ জনের নামে মামলা দায়ের হয়েছে। মঙ্গলবার পুলিশের তদারকিতে মৃতদেহগুলির সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। ডিজিপি বিনয় কুমার বলেন, 'এই ঘটনায় বিশেষ টিম গড়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ফের যাতে এধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য পুলিশের তরফে জন সচেতনতামূলক কর্মসূচি শুরু করা হবে।'

পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ রাজেশরঞ্জন যাদব এদিন সংশ্লিষ্ট পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্যকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ ও এসএসবি'র যৌথ অভিযানে ঠাকুরগঞ্জ শহরের পিঁয়াজপট্টি থেকে ১৪১ বোতল বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঠাকুরগঞ্জ থানার আইসি মকসুদ আলম আসরফি জানান, এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

গাড়ি চুরিচক্রে নাম প্রাক্তন নেত্রীর

প্রথম পাতার পর

বলা হয়েছিল, অ্যাপের মাধ্যমে গাড়িগুলোর ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। গাড়িগুলো ফেরত দেওয়ার পর টাকা ফেরতের চুক্তি করলেও, সেই টাকা পর্যন্ত দেয়নি।'

পূজা আরও অভিযোগ করেছেন, সাকিলা ছেত্রী নামের এক মহিলার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় করে দিয়েছিলেন সোমনাথ। নিজের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিলেও পরবর্তীতে পূজা জানতে পারেন, সাকিলা অন্য এক ব্যক্তির স্ত্রী। তিনি মারা গিয়েছেন। প্রধাননগর থানার পুলিশ সোমনাথকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, তিনি একাধিক বিয়েও করেছিলেন। বিয়ে করে স্ত্রীদেরও এই ব্যবসার কাজে ব্যবহার করতেন। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি জেলাতে তিনি এজেন্টও রেখেছিলেন।

সোমবার প্রধাননগর থানার পুলিশের একটি টিম কামাত চ্যাংরাবান্ধায় গিয়ে সোমনাথের এজেন্ট জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও ১০টি গাড়ি উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও দুটি গাড়ি উদ্ধার হয়েছে শিলিগুড়ি থেকে। জাকিরকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে হেপাজতে নিয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। এর আগে নাগরাকাটা থেকেও তিন এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানা। থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'অসম থেকেও বেশ কিছু গাড়ি চুরি করে এখানে আনা হয়েছে। আবার এখান থেকেও বেশ কিছু গাড়ি চুরি করে অসমে নিয়ে যাওয়ার সূত্র আমরা পেয়েছি। নেপালে দুটো গাড়ি জিপিএস-এর মাধ্যমে খোঁজ পেয়েছি। ভুটানেও গাড়ি গিয়েছে বলে আমার অনুমান করছি।'

পুলিশের অনুমান, ২০০-রও বেশি গাড়ি এই চক্র চুরি করেছে। এদিকে, এদিন প্রধাননগর

থানায় অসম পুলিশ এসেও যোগাযোগ করে। অসম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, চলতি মাসের প্রথম দিকে চাঁদমানি ও লতাসিল থানায় সব মিলিয়ে ১০ গাড়ি চুরির অভিযোগ জমা রয়েছে। এরমধ্যে পাঁচটি গাড়ি ইতিমধ্যেই উদ্ধার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'এটা আন্তঃরাজ্য চক্র। আমরা ট্র্যাকিং করে গোটা গ্যাংকে ধরছি। তদন্ত করে, সমস্ত রহস্য উদঘাটন করা হবে।'

রুপোলি পর্দায় পালকি অ্যাম্বুল্যান্স

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : আলিপুরদুয়ারের বক্সা পাহাড়ে চালু হওয়া পালকি অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে এবার তৈরি হল পূর্ণদৈর্ঘ্যের বাংলা সিনেমা। দুর্গম এলাকা থেকে রোগীদের দ্রুত নীচে নামানোর ক্ষেত্রে পালকি অ্যাম্বুল্যান্সের যে ভূমিকা তাই সিনেমার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সিনেমার নাম 'পালকি'। সিনেমার কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা করেছেন সোনাচাঁদ সামন্ত। প্রযোজনা করেছেন সন্দীপ চক্রবর্তী। এই সিনেমার শুটিং ইতিমধ্যেই শেষ। আপাতত প্রোডাকশনের কাজ চলছে। কয়েক মাসের মধ্যেই সেই কাজও শেষ হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরের শুরুতেই পালকি কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার সিনেমা হলে রিলিজ করবে বলে জানিয়েছেন সোনাচাঁদ।

বক্সা পাহাড়ে চিকিৎসা পরিষেবা সেভাবে নেই বললেই চলে। গর্ভবতী এবং অসুস্থদের সমতলে নামিয়ে নিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। পাহাড়ি পথ দিয়ে সেই কাজটাও কষ্টের, কারণ সব জায়গায় গাড়িও চলে না। কয়েক বছর আগে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সেখানে চালু করা হয়েছিল পালকি অ্যাম্বুল্যান্স। সেই পরিষেবাই এই সিনেমা তৈরির অনুপ্রেরণা, জানালেন পরিচালক সোনাচাঁদ। বললেন, 'মানুষের কষ্ট এবং তা লাঘব করার যে চেষ্টা, তা দেখেই আমি অনুপ্রাণিত হই। তাই সেটি নিয়ে সিনেমা বানিয়েছি।'

সিনেমার প্রযোজক সন্দীপ চক্রবর্তী জানালেন, বক্সা পাহাড়ের ৩টি গ্রামে তাঁরা শুটিং করেছেন এক বছর ধরে। আর অভিনয়ের ক্ষেত্রে কলকাতার শিল্পীদের পাশাপাশি স্থানীয় কয়েকজনকেও সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় বসেই

বক্সা পাহাড়ে চলছে শুটিং।

পালকি অ্যাম্বুল্যান্সের জনপ্রিয়তার কথা জানতে পেরেছিলেন পরিচালক সোনাচাঁদ। তাই তিনি ২ বছর আগে বক্সা পাহাড়ে চলে আসেন এই পালকি অ্যাম্বুল্যান্স দেখতে। স্থানীয় বাসিন্দা, তাঁদেরর সমস্যা সবকিছুই খতিয়ে দেখেন। তারপর সিনেমা তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। ২০২৩ সাল থেকে বক্সার সদর বাজারে ক্যাম্প করে সিনেমার শুটিং শুরু হয়। কলকাতার সুব্রত দত্ত, বিজলি সরকার, সন্দীপ চক্রবর্তী, দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, পলাশ মুখোপাধ্যায়ের মতো কলাকুশলীরা এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এছাড়াও বক্সা পাহাড়ের ডুকপা এবং নেপালি সম্প্রদায়ের কয়েকজনও ছোট রোলে অভিনয় করেছেন।

অভিনয় করেছেন বক্সার সদর বাজারের বাসিন্দা ইন্দ্রশংকর থাপা। আপাতত ছবিটি মুক্তির দিন গুনছেন তিনি। সান্তালাবাড়ির বাসিন্দা, পেশায় গাইড জেমস ভুটিয়ার আশা, 'সিনেমা রিলিজ হলে প্রচুর মানুষ দেখবেন ও আমাদের এলাকাকে আরও ভালো চিনতে পারবেন। এই সিনেমা পর্যটন প্রসারেও কাজ দেবে বলেই আমাদের আশা।'

এর আগে জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি সিনেমার শুটিং হয়েছিল। তবে বক্সা পাহাড়ের কোনও সমস্যাকে নিয়ে এই প্রথম কোনও পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমা তৈরি হল, বলছে ওয়াকিবহাল মহল।

জুতোর জন্য ৬০০

প্রথম পাতার পর

'আমার পরিবারের সামর্থ্য নেই এখন ৭০০ টাকা দেওয়ার। আর কিছুদিন স্কুল করব। তার মাঝে দুটি সিমেস্টারের পরীক্ষা রয়েছে। সেখানে এখন ৬০০ টাকা দিয়ে জুতো বানালে সেটা কবে পরব? স্কুলের থেকে জুতো নিতে হবে বলে আমাদের জোর করা হচ্ছে।' একাদশ শ্রেণির ছাত্র আবদুল মালিকের কথায়, 'বাবা-মা দিনমজুরের কাজ করেন। ৭০০ টাকা একবারে তারা দিতে চাইছে না। কিন্তু সেই বিষয়গুলি স্কুল কর্তৃপক্ষ বুঝতে চাইছে না। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আমাদের বিপিএল কার্ড ও বাড়ি দেখতে চাইছেন। স্কুলে আমাদের একপ্রকার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।'

বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিষেক রায় বলেন, 'সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলার মধ্যে না নিয়ে এলে পরবর্তী জীবনে বেসরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেরে উঠতে সমস্যায় পড়বে। নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সেজন্য বড় ক্লাসের ছেলেমেয়েদের জন্য জুতো, বেল্ট, টাই নিতে বলা হয়েছিল।' অভিষেকের কথায়, 'অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করে বিষয়টি বলেছিলাম। অভিভাবকরা সহমত প্রকাশ করেছেন। অনেক পড়ুয়ারা জুতোর জন্য পায়ের মাপ দিয়েছে। স্কুলের তরফে জুতো বানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ বা কারও উসকানিতে কিছু পড়ুয়া বেঁকে বসেছে। যদি কেউ জুতো-টাই-বেল্ট না নিতে চায় তবে জোর করব না।'

ক্রিকেট-তালিম নিয়েই ভারতে যাবেন জকোভিচ!

উইম্বলডন জিতুক বন্ধু নোভাক, চান কোহলি

লন্ডন, ৮ জুলাই : হট ফেভারিট কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া নয়।

উইম্বলডন ট্রফি এবার নোভাক জকোভিচের হাতে দেখতে চান বিরাট কোহলি। শুধু মুখে নয়, বন্ধু টেনিস তারকার সমর্থনে প্রায় এক দশক পর গতকাল সেন্টার কোর্টেও হাজির হয়েছিলেন বিরুষ্কা।

জকোভিচকে সমর্থন জানিয়ে যে ছবিও পোস্ট করেছেন বিরাট। পালটা প্রতিক্রিয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জকোভিচের। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের মালিক নোভাক

> আমাদের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে অল্পবিস্তর বার্তা দেওয়া নেওয়া চলছে। সামনাসামনি আলাপের সুযোগ হয়নি। তবে বিরাটের মুখে নিজের প্রশংসা শোনাটা আমার কাছে প্রাপ্তি, সম্মানেরও। কেরিয়ারে ও যা অর্জন করেছে তা নিয়ে আমিও সমান শ্রদ্ধাশীল।
>
> **নোভাক জকোভিচ**

জানান, দুইজনে ভালো বন্ধু। নিয়মিত বার্তা আদানপ্রদানও হয়।

অস্ট্রেলিয়ার আলেক্স ডি মিনাউরের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ জিতে (১-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে) শেষ আটে পা রাখেন জকোভিচ। প্রাক্তন এক নম্বরের যে লড়াইয়ের সাক্ষী বিরাট-অনুষ্কা। পরে বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে নোভাকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। নিয়মিত বার্তালাপ হয়। চাইব ফাইনাল কার্লোস-নোভাকের মধ্যে হোক এবং নোভাকই জিতুক।

টিভি সঞ্চালক সিড কোহলির সঙ্গে উইম্বলডনে বিরাট কোহলি।

কেরিয়ারের যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, জয়টা ওর জন্য স্পেশাল হবে।'

অতীতে বিভিন্ন সময়ে শচীন তেন্ডুলকার সহ ভারতীয় ক্রিকেটারদের গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্টে দেখা গিয়েছে। বিশেষত, উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে। উইম্বলডনের ভক্ত বিরাটও। জানিয়েও দিয়েছেন, একমাত্র ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপ ম্যাচের চাপ উইম্বলডনের সঙ্গে একসারিতে বসতে পারে।

জকোভিচের জয় উপভোগ করার পর ভারতের প্রাক্তন টেনিস তারকা বর্তমানে টেনিস ভাষ্যকার বিজয় অমৃতরাজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন। বিরাটের কথায়, 'উইম্বলডন মানে চাপ। প্রচুর মানুষ স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকে। বিশেষত সেন্টার কোর্টে খেলা হলে একদম ঘাড়ের ওপর সমর্থকরা থাকে। ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের সময় দর্শকরা থাকে অনেক দূরে। গ্যালারিতে থেকে কী বলছে কানে আসে না। উইম্বলডনে কিন্তু তা নয়। ফলে দর্শকদের চাপ সবসময় থাকে। আর চাপটা দারুণভাবে সামলায় টেনিস খেলোয়াড়রা। এর জন্য ওদের সম্মান করি।'

বিরাটের মতে, ফিটনেস, মানসিক শক্তির পাশাপাশি মনঃসংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টেনিসে। অসম্ভব চাপ থাকে উইম্বলডনে। কাছাকাছি থাকবে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ম্যাচ। বিশেষত, ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপ দ্বৈরথ বা সেমিফাইনাল, ফাইনালের মতো নকআউট পর্বের চ্যালেঞ্জ। যেখানে ভিতর থেকে চাপ অনুভূত হয়।'

বিরাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জকোভিচও বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে অল্পবিস্তর বার্তা দেওয়া নেওয়া চলছে। সামনাসামনি আলাপের সুযোগ হয়নি। তবে বিরাটের মুখে নিজের প্রশংসা শোনাটা আমার কাছে প্রাপ্তি, সম্মানেরও। কেরিয়ারে ও যা অর্জন করেছে তা নিয়ে আমিও সমান শ্রদ্ধাশীল।'

ক্রিকেট নিয়ে প্রশ্নের জবাবে জকো মজার সুরে জানান, চেষ্টা করেছিলেন ক্রিকেট খেলার। কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি। অস্ট্রেলিয়া, ভারতে ক্রিকেটের গুরুত্ব অসম্ভব। কখনও যদি ভারতে যাওয়ার সুযোগ ঘটে, তার আগে ক্রিকেট স্কিল ঘষেমেজে উন্নত করার চেষ্টা করবেন, যাতে ক্রিকেটপাগল ভারতে গিয়ে কোনও অস্বস্তির মুখে পড়তে না হয় তাঁকে!

আজ এমবাপে বনাম পিএসজি

নিউ জার্সি, ৮ জুলাই : বুধবার ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ-প্যারিস সাঁ জাঁ। পুরোনো ক্লাবের বিরুদ্ধে শুরু থেকে কি খেলবেন কিলিয়ান এমবাপে? উত্তরটা সম্ভাবত না। তবুও আকর্ষণের কেন্দ্রে তিনিই। টানা সাতটা বছর পিএসজি-তে কাটিয়েছেন। সেই এমবাপেই এখন রিয়াল মাদ্রিদের তুরুপের তাস। অসুস্থ থাকায় ক্লাব বিশ্বকাপের শুরুর দিকটায় তাঁকে পাননি রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো। কোয়ার্টার ফাইনালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসাবে নেমেছিলেন। রিয়ালের জয়সূচক গোলটিও আসে তাঁর পা থেকেই। হাইভোল্টেজ সেমির লড়াইয়ের আগে অলন্সো বলেছেন, 'একশো শতাংশ সুস্থ না হলেও এমবাপে মাঠে নামবে। আমি ওঁকে নিয়ে আশাবাদী।' এদিকে, ফরাসি তারকার অনুপস্থিতিতে ভরসা জুগিয়েছেন গঞ্জালো গার্সিয়া। পিএসজি ম্যাচেও সম্ভবত

পুরোনো ক্লাবের চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি হচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপে।

তিনিই শুরু করবেন। উলটোদিকে হার না মানা মানসিকতাই লুইস এনরিকের দলের শক্তি। এনরিকে স্পষ্ট বলেছেন, 'প্রতিপক্ষ কে তা নিয়ে ভাবছি না। ফাইনালে খেলাই আপাতত আমাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য।'

অন্যদিকে, পিএসজি-র সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তাদের বিরুদ্ধে হয়রানির মামলা দায়ের করেছিলেন এমবাপে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নাকি তা প্রত্যাহার করেছেন ফরাসি তারকা। তবে বকেয়া বেতনের দাবিতে এখনও তিনি অনড়।

ক্লাব বিশ্বকাপে আজ

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম রিয়াল মাদ্রিদ

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

সময় : রাত ১২টা ৩০ মিনিট
স্থান : নিউ জার্সি
স্থান : ডিএজেডএন অ্যাপে

টি২০ দলে ফের উপেক্ষিত বাবররা

লাহোর, ৮ জুলাই : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজে ডাক পেলেন না পাকিস্তানের তিন তারকা বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শা আফ্রিদি।

চলতি মাসের শেষেই বাংলাদেশের মাটিতে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। তার জন্য মঙ্গলবারই ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এবারেও দলে জায়গা হয়নি বাবর, শাহিনদের। বাংলাদেশ সফরে পাকিস্তান দলকে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘা।

সীমিত ওভারের ফরম্যাটে পাকিস্তান দলের কোচ মাইক হেসন আগেই দলের তিন সিনিয়ার বাবর, রিজওয়ান ও শাহিনকে জানিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন টি২০ সিরিজে তাদেরকে দলে রাখা হচ্ছে না। বাবর ও রিজওয়ান শেষবার টি২০ খেলেছিলেন গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। গত মার্চে নিউজিল্যান্ড সফরে শেষবার শাহিনকে টি২০ দলে দেখা গিয়েছিল। এরপর মে মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে তিন তারকাকে দলে দেখা যায়নি। এদিকে, বাবররা ছাড়াও দলে চোটের কারণে দলে ডাক পাননি হ্যারিস রউফ ও শাদাব খান। তবে মহম্মদ নওয়াজ, সুফিয়ান মোকিম ও তরুণ পেসার সলমন মির্জা দলে এসেছেন। পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর শুরু হচ্ছে ২০ জুলাই থেকে।

পাকিস্তানের স্কোয়াড ঃ সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, আহমেদ দানিয়াল, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, খুশদিল শা, মহম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ নওয়াজ, শাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, সলমন মির্জা ও সুফিয়ান মোকিম।

লর্ডসে সবুজ পিচ হলে এগিয়ে ভারত : সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : গতরাতে দুবাইয়ে। আজ সকালে বেহালার বীরেন রায় রোডের বাড়িতে। আর সব শেষে সন্ধ্যায় বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে।

৫৩ বছরে পা দিয়ে মোট তিন দফায় কেক কাটলেন। শেষ কয়েক ঘণ্টায় এত কেক খেতে হয়েছে যে, এখন আর কেউ শুভেচ্ছা জানিয়ে কেক খাওয়াতে গেলে কার্যত পালিয়ে যাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বলছেন, 'আর কেক খাব না। প্লিজ এবার ছেড়ে দিন আমায়।'

কিন্তু মহারাজকে ছাড়তে কে আর চায়। তিনি বাংলার আইকন। বাঙালির নিঃশ্বাস। এহেন সৌরভ আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে কেক কেটে জন্মদিন পালনের পর কিছুটা আবেগে ভাসলেন। আবেগ, কারণ, অনেকদিন পর এমন একটা জন্মদিন তিনি নিজের শহরে কাটালেন, যখন কন্যা সানা সঙ্গে নেই। বলছিলেন, 'সানা এখন ইংল্যান্ডে থাকে। সেখানে ওর কাজ রয়েছে। সবসময় চাইলেই তো আর সবকিছু হয় না।'

লন্ডন থেকে দুবাই হয়ে আজ সকালেই কলকাতায় ফিরেছেন। বাড়িতে সাময়িক বিশ্রামের পর থেকেই মহারাজ তাঁর জন্মদিন পালনে ব্যস্ত। আজ মঙ্গলবার। মা মঙ্গলচণ্ডীর দিন। বেহালায় সৌরভের বাড়িতে বহু বছর ধরে মঙ্গলবার নিরামিষ খাওয়া হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সৌরভের কথায়, 'মঙ্গলবার তো নিরামিষ হয় বাড়িতে। আজও তাই হয়। জন্মদিনের জন্য স্পেশাল কিছু পদ হয়নি বাড়িতে।'

এজবাস্টনে স্বপ্নের কামব্যাক করেছে টিম ইন্ডিয়া। ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের ফল এখন ১-১। বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু হতে চলেছে সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। যেখানে প্রাণবন্ত পিচ চাইছেন বেন স্টোকস, ব্রেন্ডন ম্যাককুলামরা। ভারতীয় দলের অনুশীলনের সময় আজ লর্ডসের সবুজ পিচের ছবিও ভাইরাল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত লর্ডসে সবুজ পিচ হলে কী হবে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র মহারাজকীয় পূর্বাভাস, 'লর্ডসে প্রাণবন্ত পিচ হলে অ্যাডভান্টেজ ভারত। মনে রাখবেন, জসপ্রীত বুমরাহ ফিরছে লর্ডসে। তাছাড়া আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজরা তো রয়েইছে ভারতীয় দলে।' লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার অ্যাডভান্টেজ হলেও এখন বাকি থাকা তিন টেস্টেই

৫৩ বছরের জন্মদিনে দাদা স্নেহাশিসের থেকে কেক খাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতায় মঙ্গলবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

জিতে ভারত ২০০৭ সালের পর ফের বিলেতের মাটিতে সিরিজ জিতবে, এখনই এমন মন্তব্য করছেন না প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। জন্মদিনের সন্ধ্যায় আবেগে ভেসে সৌরভ বলছিলেন, 'তিনটি টেস্ট এখন ও বাকি। অনেক লম্বা খেলা বাকি রয়েছে। তাই ভারত সমতা ফেরালেও সিরিজ জিতে যাবে, এখনই একথা বলা কঠিন। তবে মনে রাখবেন, হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে জিততে না পারলেও টিম ইন্ডিয়া ভালো খেলেছিল। এজবাস্টনে

তিন দফায় জন্মদিন পালন

দুর্দান্ত জয় এসেছে। তাই ইংল্যান্ডের জন্য বাকি সিরিজ একেবারেই সহজ হবে না।'

ইডেন গার্ডেন্সে খেলে, বাংলার মাটি থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে যোগ দিয়েছিলেন সৌরভ। বাকিটা এখন ইতিহাস। বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার আকাশও এজবাস্টন টেস্টে দশ উইকেট নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন। আকাশের পারফরমেন্সে দারুণ খুশি সৌরভ বলছিলেন, 'আকাশের বোলিং দেখে আমি মুগ্ধ। এই ইডেন থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে ঢুকেছে ও। যেভাবে এজবাস্টনে আকাশ বোলিং করল, সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে অনেকদূর যাবে ও।'

অধিনায়ক শুভমান গিলও বিলেতে ইংল্যান্ডের জন্য ত্রাস হয়ে উঠেছেন। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে দুর্দান্ত ব্যাটিংও করছেন। সৌরভের কথায়, 'ভারতীয় দল ইংল্যান্ড যাওয়ার আগেই শুভমানকে নিয়ে আমি বলেছিলাম, ওর মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তবে সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। এক টেস্টে প্রথমে ২৬৯ ও পরে ১৬১ রান করে সহজ কাজ নয়। যদিও অধিনায়ক হওয়ার পর এখন শুভমানের কেরিয়ারে হনিমুন চলছে। তবে আমার বিশ্বাস, সময়ের সঙ্গে আরও পরিণত হবে ও।' হেডিংলে ও এজবাস্টনে ফ্ল্যাট পিচে খেলা হয়েছে। বিলেতে এমন বাইশ গজ বিরল ঘটনা। সৌরভ নিজেও জানেন সেটা। আপনি কি এমন পিচ দেখে অবাক? একটু সময় নিয়ে সৌরভ বলে দিলেন, 'বিলেতে এবার খুব গরম পড়েছে। সেই কারণে হয়তো উইকেট এমন ফ্ল্যাট হয়েছে। তবে বাকি টেস্টেও এমন হবে, মনে হয় না। লর্ডসে পুরো সবুজ উইকেট হলে ভারত চার পেসারও খেলাতে পারে। আর যদি পিচে বাদামি আভা থাকে, তাহলে কুলদীপ যাদব খেলুক।'

ব্র্যান্ড ভ্যালুতে শীর্ষে আরসিবি

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : ব্র্যান্ড ভ্যালুতে চেন্নাই সুপার কিংসকে পিছনে ফেলে দিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ১৭ বছরের খরা কাটিয়ে এবারই প্রথম মেগা লিগের খেতাব জেতেন বিরাট কোহলিরা। প্রথম সাফল্যের হাত ধরে চেন্নাইকে টেক্কা। নতুন তথ্য অনুযায়ী আরসিবি-র ব্র্যান্ড ভ্যালু পৌঁছে গিয়েছে ২৬৯ মিলিয়ন ডলারে। চেন্নাইয়ের যেখানে ১৮৫ মিলিয়ন ডলার।

মহেন্দ্র সিং ধোনির সুপার কিংসকে পিছনে ফেলে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। আরসিবি-র ঠিক পিছনে থাকা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন ২৪২ মিলিয়ন ডলার। শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সের সেখানে ২২৭ মিলিয়ন ডলার। পঞ্চম স্থানে থাকা সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ১৫৪ মিলিয়ন ডলার।

২০২৫ সালে সর্বাধিক বৃদ্ধির হার শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব কিংসের। ৩৯.৬ শতাংশ উন্নতি ঘটিয়ে বর্তমান ব্র্যান্ড ভ্যালু ১৪১ মিলিয়ন ডলার। উন্নতি ঘটেছে আইপিএলের সার্বিক আর্থিক মূল্যায়নেও। গতবারের তুলনায় ১৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ভ্যালুয়েশনের অঙ্কটা ৩.৯ বিলিয়ন ডলার। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হাউলিহান লকি-র রিপোর্টেই এমনই চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে।

জাতীয় লিগ নিয়ে আক্ষেপ সংগীতার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : শুধুই কি আক্ষেপ? না বোধহয়।

'ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ' ভারতের মহিলা ফুটবলে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বলা যায় মেয়েদের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন তারই ফসল। এই সাফল্যের অন্যতম কারিগর সংগীতা বাসফোর। তবে দলের মধ্যে তিনিই সম্ভবত একমাত্র খেলোয়াড় যিনি নিয়মিত আইডব্লিউএলে খেলেননি।

মা ফুলঝুরি বাসফোর একার রোজগারেই মেয়েদের বড় করেছেন। চার বোনের মধ্যে সবার ছোট সংগীতা বুঝতে পেরেছিলেন একটা স্থায়ী চাকরি দরকার। সংসারের হাল ধরতে খুব অল্প বয়সেই 'এসএসবি'-র চাকরিতে যোগ দেন। না, সেই নিয়ে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। শুধু একটা আর্তি রয়েছে, ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগে খেলার জন্য অফিসের অনুমতি।

গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলেন সংগীতা বাসফোর। তবে অফিসের অনুমতি না মেলায় আর মাঠে নামা হয়নি। দিল্লি থেকে ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে সংগীতা বলছিলেন, 'ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ দেশের মহিলা ফুটবলকে আমূল বদলে দিয়েছে। শুধু যে এক্সপোজার দিয়েছে তা নয়। এর ফলে সারা বছর মহিলা ফুটবলাররাও খেলার মধ্যেই থাকছে। আগে প্রস্তুতির জন্য মেয়েদের আলাদা করে ভাবতে হত। সেখানে এখন ক্লাবের হয়ে খেলার সুবাদে জাতীয় শিবিরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।' অফিসের হয়ে একবারই জাতীয় লিগে খেলার সুযোগ হয়েছিল সংগীতার। আক্ষেপের সুরেই বলেছেন, 'অফিস থেকে একমাত্র জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়। তাই ইচ্ছে থাকলেও আইডব্লিউএল খেলা হয় না।'

ফুরফুরে মেজাজে সংগীতা বাসফোর।

লিগ না খেলায় জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখাটাও তাঁর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। সংগীতা বলেছেন, 'বাকিদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা তো হয়ই। অন্যরা যেখানে ফিট হয়েই জাতীয় শিবিরে যোগ দেয়, আমাকে তার জন্য আলাদা করে প্রস্তুতি নিতে হয়।' জানালেন এবারেও ওমেন্স লিগে খেলার জন্য নতুন করে আবেদন করবেন। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কেরিয়ারে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত। তবে আমাদের লক্ষ্য বিশ্বকাপ।'

কোচ গম্ভীরের সমর্থনে যোগরাজ

চণ্ডীগড়, ৮ জুলাই : একটা জয়। আর তাতেই পরিস্থিতি পুরোদস্তুর বদলে গিয়েছে। ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের নড়বড়ে চেয়ার ফের শক্ত। তাঁকে ঘিরে ওঠা প্রশ্নগুলি আপাতত কিছুদিনের জন্য ঠান্ডা ঘরে।

বার্মিংহাম টেস্টের আগে যদিও পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে টেস্টে মুখ থুবড়ে পড়ার চাপ ভালোমতো টের পাচ্ছিলেন গম্ভীর। হেডিংলেতে জেতা ম্যাচ হাতছাড়ার পর প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন। যোগরাজ সিংয়ের দাবি, বার্মিংহামে ঐতিহাসিক জয়ের পর এবার গম্ভীরকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা বন্ধ হোক।

দ্বিতীয় টেস্টে গম্ভীরের ভারত যে ক্রিকেট উপহার দিয়েছে, তারপর আঙুল তোলা উচিত নয়। যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ বলেছেন, 'গম্ভীরকে নিয়ে আর কথা বলা উচিত নয়। ও দুর্দান্ত কাজ করছে।' চলতি ইংল্যান্ড সফরে তরুণ, অনভিজ্ঞ ভারতীয় দল আশঙ্কার মেঘ সরিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিয়েছে।

প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজ বলেছেন, 'ভারতীয় খেলোয়াড়রা ক্রমশ উন্নতি করছে। সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। আমাদের উচিত সর্বদা ওদের পাশে থাকা। অযথা গম্ভীরের দিকে আঙুল তোলা ঠিক নয়। ও ভালো কাজ করছে। গম্ভীর, যুবরাজ সিং, রাহুল দ্রাবিড়রা তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ফিরিয়ে দিচ্ছে ক্রিকেটকে। আমাদের উচিত, ওদের যে পদক্ষেপকে সম্মান জানানো।'

যোগরাজের বিশ্বাস, শুভমান গিলের নেতৃত্বে ভারত সিরিজ জিতেই ফিরবে। তবে তাঁর পূর্বাভাস যদি উলটেও যায়, তাহলেও গম্ভীরদের যেন কাঠগড়ায় না তোলা হয়, সেই আবেদন করলেন। যুবরাজের বাবার কথায়, হারজিত ভুলে দলের পাশে থাকা উচিত সবার। সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণে মনোবল যেন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা না হয়।

মূলপর্বের আগে শিবির চান ক্রিসপিন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রফি নয়, বাংলার ক্লাবগুলিকে ফুটবলার তোলার পরামর্শ

কলকাতা, ৮ জুলাই : না, দেশকে তৃতীয়বারের জন্য এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে পৌঁছে দেওয়ার নেপথ্যের কারিগর বদলে যাননি একেবারেই।

নিজের দুই ছেলে এখনও খুদেই। বহুদিন বাদে বাবাকে কাছে পেয়ে তাই শুধুই খেলার আবদার। তাদের সামলানোর মধ্যেই ফোনটা ধরে এপ্রান্তে চেনা গলা পেতেই সেই ইউনাইটেড স্পোর্টসের চেনা ক্রিসপিন ছেত্রী। কে বলবে সদ্যই দেশের জন্য একটা বড় কাজ করে এসেছেন! ২০০৩ সালের পর এই প্রথমবার সরাসরি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারতের মহিলা ফুটবল দল। ২০২২ সালে অবশ্য আয়োজক দেশ হিসাবেও একবার খেলার সুযোগ পায়। সোমবার থাইল্যান্ড থেকে লম্বা সফর করে কার্সিয়াংয়ের সেন্ট মেরিজ হিল গ্রামের বাড়িতে ফিরেই অবশ্য পুরোপুরি 'পারিবারিক' ক্রিসপিন। বহুদিন পর বাবাকে পেয়ে দুই ছেলে জিভাংশ ও আয়াংশ তাঁকে আর কারও সঙ্গে কথা বলতে দিতে নারাজ। হাসতে হাসতে বলছিলেন ক্রিসপিন, 'একটু বুঝিয়ে এলাম। ওদের মায়ের সঙ্গেও কথা বলতে দিতে চাইছে না।' স্ত্রী নিজে ডাক্তার হয়েও শুধুমাত্র তাঁর জন্যই যে সবকিছু ছেড়ে ঘরসংসার করছেন সেই কথা বলতে গিয়ে খানিক উদাস লাগে তাঁকে। ফুটবলে এখন বাংলার প্রতিনিধিত্ব কম বলে এক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ক্রিসপিনের মন্তব্য, 'আমি, সংগীতা বাসফোর, রিম্পা হালদার, অঞ্জু তামাং, মৌসুমি মুর্মুরা কি বাংলার নয়? আগে সুযোগ তো দিক। আমরা ওডিশাতে সব ওডিয়া মেয়েদের নিয়ে

> এবার আন্তর্জাতিক আঙিনায় পৌঁছে গেলাম। জিততে গেলে পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে। এ তো ম্যাজিক নয় যে মাঠে নামলাম আর জিতে গেলাম।
>
> **ক্রিসপিন ছেত্রী**

শুরু করার পর চার বছর লেগেছিল সাফল্য আসতে। এই ধৈর্যটা দরকার। শুধুই জিততে হবে, এটা ভুল ভাবনা। আমাদের বাংলার দলগুলি এখন এই ভুল ভাবনাতেই চলছে। এতে ছেলে-মেয়ে উঠে আসবে না।' আলাদা করে রিম্পার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর কোচ।

আপাতত দিন কয়েকের বিশ্রাম। তারপরেই পরবর্তী পরিকল্পনা

শুরু করে দিতে চান। বলছিলেন, 'এবার আন্তর্জাতিক আঙিনায় পৌঁছে গেলাম। জিততে গেলে পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে। এ তো ম্যাজিক নয় যে মাঠে নামলাম আর জিতে গেলাম।' মোটামুটিভাবে তিনি নিজে যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে ২৩ জনের এই কোর গ্রুপটাই ধরে রাখতে চান। কারণটা ব্যাখ্যা করলেন, 'আসলে এরা অনেকদিন ধরে একসঙ্গে আছে। সবাই সবার খেলার ধরন জানে। একটা পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছি আমরা। তবে হ্যাঁ, হয়তো ৩-৪ জন জুনিয়ার ফুটবলার নেব। আইডব্লিউএল দেখব। তাছাড়া অনূর্ধ্ব-২৩ দলটাও তো যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলছে, ওদের থেকেও দেখব।' তবে এরপর যে প্রস্তাবটা তিনি দিতে চলেছেন এআইএফএফ-কে, গোল বাধার সম্ভাবনা সেটা নিয়েই। আগামী এক মাসের মধ্যেই ড্র হয়ে যাবে। ২০২৬ মে মাসে হতে চলেছে এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্ব। তিনি চান তার আগে প্রয়োজনে আইডব্লিউএল বন্ধ রেখে অন্তত ৪৫ দিনের একটা শিবির করতে। সেই প্রস্তাবই রাখবেন টেকনিকাল কমিটির সামনে। কারণ এশিয়ান কাপেই শেষ নয়, এর পরের লক্ষ্য বিশ্বকাপের মূলপর্ব।

ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুলাই : প্রবল বৃষ্টিতে স্থগিত কলকাতা ফুটবল লিগ প্রিমিয়ারের জোড়া ম্যাচ। মঙ্গলবার ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। আরেক দিকে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে কালীঘাট এমএস-মামনি গ্রুপ পাঠচক্রের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। তবে ভোররাত থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা বেহাল। যে কারণে দুইটি ম্যাচই স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় আইএফএ। একইসঙ্গে এদিন লিগের পরবর্তী দুই রাউন্ডের ভেনু ঘোষণা করল রাজ্য ফুটবল সংস্থা। ইস্টবেঙ্গল পরের দুই ম্যাচ খেলবে কল্যাণী ও ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলবে যথাক্রমে নৈহাটি ও কল্যাণীতে।

ছাড়া পেলেন তারক

এদিকে, মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন আগের দিন মোহনবাগান ম্যাচে গুরুতর চোট পাওয়া তারক হেমব্রম। জানা গিয়েছে, তাঁর লিগামেন্ট স্ট্রেচ হয়েছে। আপাতত তারককে মাস দেড়েক রিহ্যাবের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

তৃতীয় টেস্টের আগে পরিচর্যা চলছে লর্ডসের সবুজ বাইশ গজের।

সিরিজ জয় মুল্ডারদের

হারারে, ৮ জুলাই : জিম্বাবোয়েকে তৃতীয় দিনে ২২০ রানে অল আউট করে ইনিংস ও ২৩৬ রানে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সঙ্গে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ পকেটে পুরল তারা। প্রথম ইনিংসে প্রোটিয়াদের ৬২৬/৫ স্কোরের জবাবে দুই ইনিংসে ১৭০ ও ২২০ রানে অল আউট হল জিম্বাবোয়ে। দুই ইনিংস মিলিয়ে গোটা জিম্বাবোয়ে দল উইয়ান মুল্ডারের চেয়ে মাত্র ২৩ রান বেশি করল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট পেয়েছেন করবিন বশ।

সবুজ পিচ দেখে আগুন বুমরাহ

লন্ডন, ৮ জুলাই : হেডিংলে টেস্টের শেষ দিনে তাঁকে শেষবার বল হাতে দেখা গিয়েছিল। মাঝে অনেকটা সময় পার। আজ ফের বল হাতে ভারতীয় অনুশীলনে হাজির জসপ্রীত বুমরাহ। আর ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে আগুনে ছন্দে তিনি।

ভালো খেলেও প্রথম টেস্টে হারের পর এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে প্রত্যাবর্তন করেছে টিম ইন্ডিয়া। সিরিজের ফল আপাতত ১-১। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার থেকে 'দ্য হোম অফ ক্রিকেটে' শুরু হতে চলেছে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। সেই টেস্টের আগে আলোচনায় লর্ডসের বাইশ গজ। যেখানে ভালোরকম ঘাস রয়েছে পিচে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামও আজ ঘোষণা করেছেন, তাঁরা লর্ডসে প্রাণবন্ত পিচ চাইছেন।

বৃহস্পতিবার খেলা শুরু হলে লর্ডসের পিচে কতটা ঘাস থাকবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু আজ লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের সময় দুইটি বিশেষ ঘটনা সামনে এসেছে। এক, কোচ গৌতম গম্ভীর খুঁটিয়ে পিচ পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনেকটা সময় নিয়ে তাঁকে লর্ডসের পিচ দেখতে দেখা গিয়েছে। দুই, লর্ডসের বাইশ গজ দেখার পর বল হাতে ভারতীয় দলের নেটে আগুন ঝরিয়েছেন বুমরাহ। তিন নম্বর টেস্টে বুমরাহ প্রথম একাদশে ফিরছেন, এই কথা সবারই জানা। মাঠে ফেরার জন্য বুমরাহ যে কতটা মুখিয়ে, আজ অনুশীলনে তার প্রমাণ মিলেছে। অধিনায়ক শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থরা আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে ছিলেন না। কিন্তু যাঁরা হাজির ছিলেন, সেই ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, করুণ নায়ারদের ভারতীয় নেটে রীতিমতো নাকানিচোবানি খাইয়েছেন বুমরাহ। লন্ডনে থাকা ভারতীয় দলের অন্দরমহলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এজবাস্টনে বিশ্রামের পর মাঠে নামার জন্য তর সইছে না বুমরাহর। যার প্রমাণ আজ ভারতীয় দলের নেটে তাঁর বোলিং। লর্ডসে তিনি বোলিং ওপেন করতে চান, একথাও আগেই বলেছেন তিনি। বুমরাহর সঙ্গী হিসেবে আকাশ দীপ নাকি মহম্মদ সিরাজ-কাকে দেখা যায়, সেটা নিয়েও চলছে জল্পনা।

এদিকে, আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। তিনি জানিয়েছেন, লর্ডসের পিচে যথেষ্ট ঘাস রয়েছে। এমন পিচে বোলারদের জন্য ভালোরকম সহায়তা থাকবে বলেই তাঁর মনে হচ্ছে। আর বাস্তবে সেটা থাকলে স্টোকস-বেন ডাকেট-হ্যারি ব্রুকরা নিশ্চিতভাবেই বুমরাহর সামনে সমস্যায় পড়তে চলেছেন।

প্রস্তুতির ফাঁকে করুণ নায়ারের সঙ্গে রসিকতায় জসপ্রীত বুমরাহ।

বাউন্সি পিচে প্রত্যাঘাতের ছক স্টোকসদের

লন্ডন, ৮ জুলাই : বার্মিংহাম টেস্টের ধাক্কায় টলমল ইংল্যান্ড শিবির। লজ্জার হারে ঘরের মাঠে প্রবল চাপে ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম, বেন স্টোকসদের সাধের বাজবল। প্রত্যাঘাতে বৃহস্পতিবার শুরু লর্ডস টেস্টের পরিকল্পনায় রদবদলের ভাবনা। প্ল্যান 'এ' ছেড়ে প্ল্যান 'বি'-র পথে হাঁটতে চলেছে থ্রি লায়ন্স।

সবুজ ঘাসে মোড়া, বাউন্সি লর্ডস পিচের 'ফার্স্ট লুকে' তারই ইঙ্গিত। পেস-অলরাউন্ডার গাস অ্যাটকিনসনকে ফেরানো হয়েছে। প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন জোফ্রা আর্চারও। আর আর্চারদের মধ্যমণি করে ভারতীয় ব্যাটারদের পরীক্ষায় ফেলার নীলনকশা।

লর্ডস দ্বৈরথে আর্চারে ভরসা জিমির

স্টোকসদের সমর্থনে ব্রিটিশ মিডিয়া অবশ্য নিজেদের দায়িত্ব দারুণভাবে সামলাচ্ছে। হারের অজুহাত হিসেবে কাঠগড়ায় পিচ। ইন্ধন জুগিয়েছেন স্টোকস-ম্যাককুলামরা। দাবি, ভারতীয় উপমহাদেশের মতো পিচ ছিল। তবে পালটা প্রশ্ন, পিচ তো ভারতীয় দলের নির্দেশে হয়নি? সবকিছুই তো ছিল ইংল্যান্ডের হাতেই? বাস্তব হল, ভারতীয় পেস ব্রিগেডকে নিয়ে আশঙ্কা থেকেই পাটা ব্যাটিং পিচের ফর্মুলা।

পিচ ভাঙবে না, বল বেশি নড়বে-চড়বে না যেখানে। বাজবলে বাজিমাত হয়ে যাবে। হেডিংলেতে যে পরিকল্পনা অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও বার্মিংহামের মুখ থুবড়ে পড়ে। বিতর্ক সরিয়ে চাপে থাকা স্টোকসদের পাখির চোখ ক্রিকেট মক্কায় ভারত-বধ। লক্ষ্যপূরণে আর্চার-অ্যাটকিনসনদের হাতিয়ার করতে চাইছে।

কিংবদন্তি অ্যান্ডারসনও পরামর্শ দিচ্ছেন আর্চারকে ফেরানোর। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষ টেস্ট খেলেছেন। সাদা বলের ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে কিছুদিন আগে। গত টেস্টে ডাক পেলেও ফিটনেস নিয়ে সংশয় থাকায় বিশ্রামে ছিলেন। সেই আর্চার কি পারবেন শুভমান গিলের সেঞ্চুরি-অভ্যাসে, ঋষভ পন্থদের ব্যাটে তালাচাবি লাগাতে?

প্রশ্ন, পেস-বাউন্সি পিচ বানানো পরিকল্পনা বুমেরাং হবে না তো? পাটা পিচে মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দীপে কাত হয়েছে। সেখানে লর্ডসের পেস সহায়ক পিচে জসপ্রীত বুমরাহ ফিরলে সামলাতে পারবে তো স্টোকসের ব্যাটাররা? সঙ্গে ছোট্ট পরিসংখ্যান, ২০২১ সালে গত লর্ডস টেস্টে জিতেছিল ভারতই। সবমিলিয়ে দোলাচলে ইংল্যান্ড শিবির। নাসের হুসেন আবার বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা বুমরাহর ফেরাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রশংসা করেন, পাটা পিচে বার্মিংহামে বুমরাহকে না খেলানোর।

স্টোকসদের অবশ্য প্ল্যান 'বি'-র রাস্তায় না হেঁটে উপায়ও নেই। ম্যাককুলাম পরিষ্কার জানিয়েছেন, ঝাঁঝালো, মশালাদার উইকেট দরকার। বাউন্স যেমন থাকবে, তেমনই আড়াআড়ি মুভমেন্টও মিলবে। হেডকোচের যে দাবির প্রতিফলন কার্ল ম্যাকডারমটের তৈরি লর্ডসের বাইশ গজে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বৈরথে লর্ডসে প্রাণবন্ত পিচ ছিল। প্যাট কামিন্স, কাগিসো রাবাদারা যার সুবিধা তুলেছিলেন। শেষ হাসি হাসেন অবশ্য রাবাদা। রাবাদার জায়গায় কি এবার বুমরাহ? চিন্তা থাকলেও ম্যাককুলামের দাবি, প্রাণবন্ত পিচ থাকছে ক্রিকেট মক্কায়। উত্তেজক টক্করের জন্য মুখিয়ে আছেন।

অ্যান্ডারসনের মুখে আবার প্রথম এগারোয় পরিবর্তনের সুর। দাবি, 'আর্চারকে লর্ডসেই ফেরাক। নাহলে কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। সাসেক্সের হয়ে ইতিমধ্যে একটা ম্যাচ খেলেছে। এজবাস্টনে দলের সঙ্গে ছিল। নেটে বলও করেছে আর্চার। গুরুত্বপূর্ণ লর্ডস টেস্টে ওকে অবশ্যই খেলানো উচিত।'

অপরদিকে মাইকেল আথারটনের আশঙ্কা, বিশাল হারের ধাক্কা কাটিয়ে তিনদিনের মধ্যেই ফের টেস্টে নামা সহজ হবে না। পাশাপাশি স্টোকসের শরীরী ভাষা, পারফরমেন্স নিয়েও খুশি হতে পারছেন না। আথারটনের কথায়, সামনে থেকে যেভাবে নেতৃত্ব দেন স্টোকস, যে এনার্জি দেখা যায় ব্যাটে-বলে, তা কিছুটা উধাও। উলটো ছবি ভারতীয় অধিনায়কের ক্ষেত্রে। ম্যাচের নিরিখে যা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

সবুজ পিচের ভাবনায় নিজেদের তৈরি রাখছেন শার্দূল ঠাকুর ও নীতীশ কুমার রেড্ডি।

সাফল্যের রাস্তা বাতলে দেন শচীন

ব্র্যাডম্যানোচিত ব্যাটিং, শুভমানের প্রশংসায় শাস্ত্রী

মুম্বই, ৮ জুলাই : দল ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে। আরও একটা হার মানে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া। বাড়তে থাকা চাপের মধ্যেই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানোচিত ব্যাটিং। দুই ইনিংসে ২৬৯ ও ১৬১। ম্যাচে ৪৩০ রান! একজন অধিনায়কের থেকে এরচেয়ে আর বেশি কিই-বা চাওয়ার থাকতে পারে? ভারতের তরুণ অধিনায়ক শুভমান গিলকে এভাবেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন রবি শাস্ত্রী।

এদিন এক পডকাস্ট শোয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে সেরা পারফরমেন্স। দশের মধ্যে দশ। এরচেয়ে বেশি চাওয়ার থাকতে পারে না। সিরিজে দল ০-১ পিছিয়ে। সেই পরিস্থিতিতে ব্র্যাডম্যানসুলভ ব্যাটিং। দুই ইনিংসে ২৬৯, ১৬১ করে দলকে জেতানো, প্রশংসা কম পড়বে।'

প্রাক্তন হেডকোচের মতে, অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট অভিষেকে হেডিংলেতে কিছু ভুলচুক লক্ষ করেছিলেন শুভমানের দল পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে। বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টে সেই ভুলত্রুটি ঝেড়ে অনেক বেশি সক্রিয়। একইসঙ্গে ইংলিশ কন্ডিশনে ভারতীয় বোলিং লাইনআপে সেরা বোলার আকাশ দীপকে আবিষ্কার করা। বাকি সিরিজে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের যা ভোগাবে বলে মনে করেন শাস্ত্রী।

শুভমানকে প্রথম দেখার পুরানো গল্পও শোনালেন শাস্ত্রী। বলেছেন, 'প্রথম যখন ওকে নেটে দেখি। বাউন্সি বলে ওর পুল শটে চোখ আটকে গিয়েছিল। বিরাট কোহলির পর এভাবে পুল করতে দেখিনি কাউকে। দুর্দান্ত ক্লাস, যা শচীনের মধ্যে দেখেছিলাম, বিরাটের মধ্যে লক্ষ করেছি। তখন সিনিয়ার দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরকে জিজ্ঞাসা করি, ছেলেটা কে? নির্বাচকদের সঙ্গেও কথা বলে আমরা ওকে দলে ডেকে নিয়েছিলাম।'

সিরিজ ১-১। পরবর্তী পরীক্ষা ক্রিকেট মক্কা লর্ডস জয়। শেষবার যেখানে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল কোহলির দল। সেই স্মৃতি উসকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন সেদিনের হেডকোচ শাস্ত্রী। পঞ্চম দিনে খেলা শুরুর আগে আত্মবিশ্বাসী কোহলি নাকি বলেছিলেন, ১৭০ রান হাতে থাকলেও ইংল্যান্ডকে হারাবেন। শেষপর্যন্ত ২৭০ রানের লিড নিয়ে মাত্র দুই সেশনে ইংল্যান্ডকে গুটিয়ে দিয়েছিল ভারত! এবার?

ভরসা শুভমানের ব্যাট। প্রথম দুই টেস্টে ইতিমধ্যেই তিন-তিনটি শতরান তাঁর নামের পাশে। অথচ, ইংল্যান্ডে পা রাখার আগে টেস্ট পরিসংখ্যানের ছবিটা নেহাত সাদামাটা। ফ্রন্টফুট প্লে-তে উন্নতি ঘটানোর সুফল হাতেনাতে। এমনই মনে করছেন স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকার।

শচীন তেন্ডুলকারের যুক্তি ছিল, ফ্রন্টফুটের ভুলত্রুটিতে বেশিরভাগ ব্যাটার আউট হয়। শুভমানের সেই ত্রুটি ছিল। ইংল্যান্ডের মাটিতে সাফল্য পেতে যা দ্রুত মেটাতে হবে। ফ্রন্টফুটে খেলার সময় সামনের দিকে পা যেন একটু বেশি করে বাড়ায়। এরফলে রক্ষণে যেমন সুবিধা হবে, তেমনই ড্রাইভ অনেক বেশি নিখুঁত হবে। পারলে লাভ পাবে শুভমান। মাস্টার ব্লাস্টারের যে কথার প্রতিফলন সকলের সামনে।

লন্ডনে পৌঁছে হালকা মেজাজে ঋষভ পন্থের সঙ্গে শুভমান গিল।

পাওয়ার লিফটিং ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে অনুষ্ঠেয় জাতীয় পাওয়ার লিফটিংয়ের জন্য রাজ্য দল গঠন করতে রবিবার বাংলা পাওয়ার লিফটিং ক্রীড়া সংস্থা ট্রায়াল ডেকেছে। দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার ব্যবস্থাপনায় প্রধাননগরের ভগৎ রেসিডেন্সিতে রবিবার বিকাল ৪টা থেকে ট্রায়াল নেওয়া হবে বলে আয়োজকদের তরফে অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন। একইসঙ্গে অশোক বলেছেন, 'ট্রায়াল থেকে সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার, সিনিয়ার ও মাস্টার্স বিভাগের প্রতিযোগীদের বেছে নেওয়া হবে। বিলাসপুরে জাতীয় পাওয়ার লিফটিং চলবে ৩১ জুলাই থেকে ৩ অগাস্ট।'

জয়ী বিজয়নগর

নকশালবাড়ি, ৮ জুলাই : নকশালবাড়ি জাবরা ডিভিশনের ফুটবলে মঙ্গলবার বিজয়নগর চা বাগান ২-০ গোলে মানঝা চা বাগানকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা জনসন মিঞ্জ।

টাউনের জয়

জলপাইগুড়ি, ৮ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার টাউন ক্লাব ৩-০ গোলে হারিয়েছে জেওয়াইসিসি-কে। অরবিন্দ পাল, দিলীপ সোরেন এবং সন্দীপ ওরাওঁ গোল করেন। ম্যাচের সেরা টাউনের জয়দীপ রায়।

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেও খুশি নন সিনার

লন্ডন, ৮ জুলাই : উইম্বলডনে খেতাবরক্ষার পথে আরও এক ধাপ এগোলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ৬-২, ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে হারিয়ে দেন গ্রেট ব্রিটেনের ক্যামেরন নোরিকে। এই নিয়ে আলকারাজ টানা তিনবার উইম্বলডনের শেষ চারে জায়গা করে নিলেন। শুক্রবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তাঁর সামনে টেলর ফ্রিৎজ।

কারেন খাচানভকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন ফ্রিৎজ। মঙ্গলবার খাচানভের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম দুই সেট সহজেই জিতে নেন ফ্রিৎজ। তৃতীয় সেটে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন রাশিয়ান প্রতিপক্ষের। অবশেষে চতুর্থ সেট টাইব্রেকারে জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন ফ্রিৎজ। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪, ১-৬, ৭-৬ (৭/৪)।

সেমিতে ফ্রিৎজের সামনে আলকারাজ

মহিলা সিঙ্গলসে শেষ চারের ছাড়পত্র পেলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। কোয়ার্টার ফাইনালে ৪-৬, ৬-২, ৬-৪ গেমে তিনি হারালেন লরা সিগমুন্ডকে। প্রথম সেট খোয়ালেও সহজেই পরের দুইটিতে জিতে শেষ চারের টিকিট আদায় করে নেন সাবালেঙ্কা।

এদিকে, সোমবার বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনার বিদায় নিতে পারতেন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই। গ্রিগর দিমিত্রভের কাছে প্রথম দুইটি সেটে পরাস্ত হন তিনি। ম্যাচের তৃতীয় সেটে পেশিতে চোট লাগে দিমিত্রভের। যার জেরেই তিনি ওয়াক ওভার দেন সিনারকে। কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েও ইতালিয়ান তারকা বলেছেন, 'এটাকে আমি জয় বলে মনে করি না। দিমিত্রভের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গত কয়েক বছর সত্যিই ভাগ্য ওর সঙ্গ দিচ্ছে না।'

সেমিফাইনালে উঠে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা রামিজ রেজা - কে হয়। 01.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56J 87466 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার ইচ্ছা এবং লক্ষ্য অবশেষে পূরণ হয়েছে। এটি সম্ভব করার জন্য, আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। যখন আপনি জানেন যে আপনি যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা এখন সম্ভব হয়েছে তখন এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন বিভাস সাওয়ারিয়া। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

প্রথম ডিভিশনে জয় কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গ্রুপ 'এ'-তে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ২-১ গোলে হারিয়েছে বান্ধব সংঘকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৭ ও ৪৫ মিনিটে বিভাস সাওয়ারিয়া জোড়া গোল করেন। এরই মাঝে ৪৮ মিনিটে ক্লিনিং মারশিতাং একটি গোল ফেরান বান্ধবের হয়ে। ম্যাচের সেরা হয়ে বিভাস পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বুধবার গ্রুপ 'এ'-তে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট (এনআরআই) খেলবে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের সঙ্গে।

Hero MotoCorp Ltd, Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - IL. New Delhi - 110070, India. | CIN: L.35911DL1984PLC0173541. For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com . Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. ˜Based on the combined & cumulative dispatch volume of the Splendor range of motorcycles till March 2025. *Finance offer is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. #Internal benchmarking on the basis of data available in public forums for 100cc segment bikes in India. Hero MotoCorp reserves the rights to modify or withdraw any or all the offers without prior notice.

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero - 9289923202, **Cooch Behar:** Sandeep Hero - 9289922698, **Malda:** Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero - 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero - 9289922594, **Siliguri:** Beekay Hero - 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero - 9289922904, **Alipurduar:** Dutta Hero - 9289923146, **Associate Dealers: Jalpaiguri:** Pratik Automobiles - 7063520686, **Dinhata:** Jogomaya Auto Works - 9851244490, **Dhupguri:** Bharat Automobiles - 7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre - 9733726677, **Gazole:** Mira Auto Centre - 9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works - 6297782171, **Kaliachak:** A K Wheels - 9733079141, **Itahar:** Deep Auto Centre - 9800630306, **Dalkhola:** A S Motors - 7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles - 9896216422.
RS/Hero/07/25